

মারুতির পুঁথি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



চাঁইবুড়ো পুঁথি পাঠ স্রুরু করলেন।

মারুতির পুঁথি

সত্য ত্রেতা দ্বাপর, তারপর কলির তিপ্পান্ন হাজার বচ্ছর গতে গন্ধমাদন পর্ব্বত ক্ষয় পেতে পেতে হয়ে পড়েছে যখন মরুত্তাশ্রমের চাঁই-বুড়োর ঠেসান দেবার গের্দ্দাটি, সেই কালে আশ্রমের ভোগমণ্ডপের সামনে গাঁদাল-কুঞ্জে জোড়া-পেঁপেতলায় সেই গন্ধমাদনের সামনে আসন পেতে ব'সে চাঁই-বুড়ো মারুতির পুঁথি পাঠের পূর্ব্বে গণ্ডূষ করছেন আর মন্ত্র পড়ছেন—

হুম্ গণেশ চিৎপটাং ততঃ মারুতি চিৎপটাং
আকাশে চিৎপটাং বাতাসে চিৎপটাং
জলে জলে কাদা-মাটিতে চিৎপটাং ॥

আচমন তিনবার, তারপর চারিদিকে শ্রোতাদের গায়ে শান্তিজল প্রক্ষেপ ক'রে, পুঁথির একখানি গরাণ-কাষ্ঠের পাটা চিৎ ক'রে রেখে "মারুতি বদতি" ব'লে মরুত্ত-পুরাণ থেকে ধূয়া-বচনটি আওড়ালেন—

যেখানে নাম সেখানে বদনাম—
প্রমাণ ধরো তার ভুতা-বম্বাই আম ॥
সোয়াদ সে আমের মিষ্টি—ডাকনাম অনাছিষ্টি ;—

মারুতি বলেন—নামেতে কাজ কি, রাম বোলে চাখো না আম॥

চাংড়াবুড়ি বল্লেন—"বুঝলে বেঙির মা ?"

সে ড্যাবা চোখ আকাশে তুলে বল্লে—"বুঝলাম কিছু কিছু—হনুমানের আসল নাম মারুতি।

বেঙাচির বাবা কট্‌কট্ ক'রে বল্লেন—যদি মারুতিই হবে আসল নাম—তবে কোথা হ'তে এলো ল্যাজ-গুটি-সুটি হনুমান ?"

চাঁইবুড়ো বল্লেন—"কথাটা উঠবে বুঝেই স্বয়ং মারুতি পুঁথির ধুয়োতে ঐ কথাটি লিখেন। নামের ফাঁকি নিয়ে তর্ক না কর, বাপধন, মাঠকরুণ সকল, নামরহস্য ক্রমশঃ প্রকাশ্য হবে পাঠের—সঙ্গে সঙ্গে। শৃণু—" ব'লে চাঁইবুড়ো বাজ-খাঁই সুরে গলা ছাড়লেন—

॥ গীত ॥

ভূতভয়-বারণ, প্রভূত-উৎপাত-নিবারণ, ভকতহৃদয়-হরণ রামনাম।
রাম-প্রাণারাম, রাবণান্তকারী-রাম, জানকী-জীবন-বল্লভ রাম।
রঘুবর-রাম, বানরকটকমধ্যগত-রাম, হনুমন্ত-সেবিত-রাম॥

ভাব লেগে চাঁই বুড়ো যেন মূর্চ্ছিত হন, এমনি ভাব দেখিয়ে আকাশে চক্ষু তুলে বল্লেন—"ঐ তিনি এসে গেছেন—

'মারুতির পুঁথি পাঠ হইবে যে-স্থানে
তাঁহার উদয় হইবে সে-স্থানে॥"

সবাই আকাশের পানে চায়—মাথার পরে চাঁদোয়া অল্প দুলছে, পেঁপে-পাতার ছাতা যেমনি—হেলেনা দোলেনা। সকলে একটু বিচলিত দেখে চাঁইবুড়ো বল্লেন—"যদি বা তিনি এসে থাকেন তো, সূক্ষ্ম শরীরে শ্রোতাদের মধ্যে নিশ্চয় এসেছেন। নিজের প্রসঙ্গ শ্রবণ করতে তিনি তো প্রকাশ্য হ'তে পারেন না। অতএব—বিলম্বেনালম্—" ব'লেই নন্দিপাঠ করলেন চাঁইবুড়ো—

—"দক্ষিণে লক্ষণো ধন্বি, বামতো জানকী শুভা।
পুরতো মারুতির্য্যস্য ত্বং নমামি রঘুত্তমম্॥"

সমস্কৃতের গমকে আসর গম্ গম্ করতে থাকলো। সুরু হোলো আদি এবং আসল মারুতির পুঁথি পাঠ—

শব্দব্রহ্মের বরলাভ ক'রে রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি নিশাচরগণ ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে এমন টানাটানি বাধালে যে ত্রয়স্ত্রিংশ লোক কম্পমান। দিবা নাই,



রাত্রি নাই, দেবতাগণ—"তারেৎ ব্রহ্ম-ব্রম্হঃ-ব্রম্ভঃ-ব্রম্হঃ-" ডাক পাড়ছেন—কিন্তু মনে মনে। রাবণের নিশাচর দিবাচর দু-রকমই ঘুরছে দশদিকে। এমন কি, 'যে ব্রহ্মার বরে রাবণ হইল দুর্জ্জয়—তার নামে তারক-ব্রহ্ম নিজেই খান ভয়।' কেবলই নিজের ব্রহ্ম-তেলোতে হাত বোলাম, আর যাকে দেখেন বলেন—"চিন্তাকুলং চিত্তং মম জায়তে সদা সাম্প্রতম্!"

থেকে থেকে দল বেঁধে নিশাচর নিশাচরীরা ব্রহ্মদৈত্য ব্রহ্মরাক্ষসদের পাণ্ডা ধ'রে, উঠে আসে ব্রহ্মলোকে। সভায় ঢুকে জোয়ান নিশাচরেরা বলে ব্রহ্মাকে—"বরং ডেহি!"

—"বর কি বাপু অমনি মেলে? অযুত বৎসর তপস্যা করো তবে বর পাবে! এখনো রাম-নামের 'র' অক্ষর বলতে আটকায় তোমাদের। এখান হ'তে নড়—সবাই কৈলাসে গিয়ে বসো তপস্যায়।"

নিশাচরেরা ভয় দেখায়, বলে—"চল্লেম, ব্রহ্মবিদ্যের টোল খুলে আপনাকে যদি লঙ্কায় ছেলে পড়াতে না দিই, তো আমাদের নাম রাক্ষস নয়!"

—কী সর্ব্বনাশ! রাক্ষসদের তুষ্ট করতে ব্রহ্মা পথ পান না; যা চায় তাই বরদান ক'রে বসেন। মনে মনে বলেন—"অহো স্পর্দ্ধা!"

এমনি ক'রে অক্ষ, ধূম্রাক্ষ, মারীচ, মহোদর প্রভৃতি নিশাচর শক্ত শক্ত বর আদায় ক'রে নিলে পর, নিশাচরীগুলো ছেলে-কোলে দলে দলে এসে বর চায়।

—"অফুরন্ত বর দিলেম, বরের বৃষ্টি হোক তোমাদের ঘরে ঘরে।"

খুশী হয়ে নিশাচরীগুলো বলে—"ভালোরে বিরিঞ্চি বুড়ো, দে তোর দুই পায়ের ধুলো।" ব্রহ্মার সোনার খড়মজোড়া থেকে নখে আঁচড়ে চাঁচ্‌নি নিতে নিতে প্রায় ক্ষইয়ে ফেল্লে তারা।

বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মারে বলেন—"করিছেন কি কর্ম্ম, কুবের-ভাণ্ডারে নাই একমাসা স্বর্ণ। খড়মখানা খুইয়ে শেষে কি গোচর্ম্মের পাদুকা ব্যবহার করবেন?"

—"আহে বাপু, স্বর্ণ-খড়ম বাঁচাতে কি পায়ের চর্ম্ম দেবো ওদের হাতে? যায় যাক্—খড়ম সোনার। শেষ নিম-কাঠের খড়ম; তাতেও না রক্ষা পাই, রোজ দুপাটি ক'রে ঠন্‌ঠনের বিদ্যেসাগরী চটি জুগিও। যাও, সোনার খড়মখানা কুবের ভাণ্ডারে না রেখে, তোমার কাছে লুকিয়ে রাখো।" এই ব'লে বিধাতা বল্লেন—"তুমি কারিগর, খড়মের কথাই ভাবছো। আমি সৃষ্টিকর্ত্তা, ভাবছি সৃষ্টির ভাবনা—

সৃষ্টি করিলাম আমি অতিশয় ক্লেশে।
হেন সৃষ্টি নষ্ট করে রাবণ বুঝি শেষে॥
ব্রহ্মা আমি, সৃষ্টি করিলাম, বিষ্ণু করুন রক্ষে,
সৃষ্টি করা সৃষ্টি রাখা—অসম্ভব একার পক্ষে।

হে রাম, চিন্তা-জ্বরে গেলাম, ঘোরতর ব্যাপার উপস্থিত, রক্ষে কর এসে॥"

বিশ্বকর্ম্মা নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লেন—"নিঃসহায় লোকগণের জন্যে প্রণিধান ক'রে কিছু বিধান করা শীঘ্র দরকার।"

"বহুকাল ধরি স্বর্গে জ্বলে নাই বাতি
সূর্য্যের উদয় নাই, চন্দ্রের নাই ভাতি'—

বাতি-ভাতি এ-সবে কাজ নেই। এখন, ভাতের বাটিতে ধ'রে টান-না দিয়ে ব্রহ্মকটাহ ভেদ করলেই গেছি, নিশাচরটা—হে রাম তুমিই ভরসা!" ব'লে নিঃশ্বাস ছাড়তেই ত্রয়স্ত্রিংশ লোকের উপরে গোলক থেকে মারুতি আকাশ-বাণী নিক্ষেপ করলেন—

"মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
চারি অংশে নর-বংশে হইব প্রকাশ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুহণ্
দশরথের গৃহে লবেন জনম—রাবণে করিতে বিনাশ॥"

—"নিশ্চিন্ত বাস্—" ব'লেই ব্রহ্মা পলকের জন্য আনন্দে অবশ হয়ে চক্ষু মুদলেন। সেই অবসরে পলকের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডে নানা কাণ্ড ঘটে গেল—



সগর-রাজার যজ্ঞাশ্ব চুরি ক'রে ইন্দ্রের কপিলাশ্রমে গোপন করল। সেই ঘোড়ার তরে কপিলের শাপে ষাট হাজার সগর-সন্তান ভস্ম হওন, ভগীরথ গঙ্গা করেন আনয়ন পৃথিবীতে—উদ্ধার করতে পূর্ব্ব-পুরুষগণ! হরিশ্চন্দ্র রাজা স্বগুণে স্বর্গে যেতে যেতে, নিজের মুখে নিজের বড়াই করতে করতে, রথ শুদ্ধ—না স্বর্গ না মর্ত্তের মধ্যে একটা চরে পতন। রঘুর দিক বিজয় করণ। অজ-রাজা প্রাণ ত্যাগ করলেন ইন্দুমতীর কারণ। দশরথ-রাজার পুত্রেষ্টি যাগে ঋষিশৃঙ্গী মুনির আহুতি দেওয়ন। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা রাণীর চরু-ভোজন। জগতে ছিল একমাত্র শমন-দমন রাবণ—দেখা দিলেন রাবণ-দমন রাম তখন।

চক্ষু খুলে ব্রহ্মা দেখেন দেবতারা ছালিক্য নৃত্য করছেন—রাবণের ভয়ে নাট্যশালার দ্বার বন্ধ ক'রে—

ইন্দ্র নাচেন, চন্দ্র নাচেন আর নাচেন সুয্যি,
বরুণ নাচেন বহ্নি নাচেন—খেয়ে অমৃতি ভূজ্যি।
রম্ভা নাচেন, তিলোত্তমা আর উর্ব্বশী,

অরুণী-বারুণী নাচেন বলেন কাটিম ঘুরচি।
যম-যমী নাচেন আর বলেন—সেটারে যে খুঁজছি।

খুঁজেছে কেটারে তার নাম মুখে আনেন এমন সাহস নেই। আনন্দ দেখে প্রজাপতি ব্রহ্মার অষ্টদল চোখ উৎফুল্ল আনন্দে বিস্ফোরিত। ত্রি-লোচনের তৃতীয় নয়ন থেকে আগুনের বদলে দরবিগলিত আনন্দগঙ্গা ছুটে মরা বাঘের ছালখানাকে জীবন দান করে-করে, এমন সময় মারুতি পুনরায় বাতাস-ভারতী পাঠালেন, বৈজয়ন্ত ধামে—

নররূপে জন্মিবেন দেব নারায়ণ।
বানর রূপেতে জন্ম লন দেবগণ॥

ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িতে ঠাণ্ডা জল যেন ঢেলে দিলে— বাতাস-ভারতী মারুতির। ইন্দ্র চান চন্দ্রের দিকে—চন্দ্র চান সূর্য্যের দিকে। পশুপতি চান নাকের ডগায় —কৃতান্ত চান নিতান্ত কাতর; অগ্নির মুখ হয়ে গেল ফিকে। "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্" ব্রহ্মা বলেন চেয়ে রম্ভাবতীর দিকে। রম্ভাবতী উর্ব্বশীর দিকে দুঃখের ভাণ করে ভাব বাৎলে সুর ধরেন—

"রাবণ না মরে, ব্রহ্মার বরে,
যত দুঃখ অমরের পরে··

ব্রহ্মা আপন মনেই ব'কে চল্লেন—
—"না হ'লে চলে কই, উপায় নাই ইহা বই।
রাবণের মৃত্যু তখনই রাখা গেছে নর-বানরের করে॥

পশুপতি গম্ভীর হয়ে বল্লেন—
—"বজ্রধর হবে পুচ্ছধর, গঙ্গাধর হবে বন-বানর—
চতুর্ম্মুখ হবে বানর-মুখ, একি বিড়ম্বনা!
না হয় নাই হোলো রাবণ-নিধন!"

কুবের হতাশ হয়ে বল্লেন—
—"না হ'লে স্বর্ণলঙ্কা অধিকারের অন্য উপায় কি কন?"
ইন্দ্র বল্লেন—"থাক গে তোমার স্বর্ণ-লঙ্কা।
অমর হয়ে বানর হই কি-প্রকারে—
সেই লেগেছে শঙ্কা!"

মারুতি এবারে ইন্দ্রকে ধমকে মহাকাশ থেকে মহা-ভারতী নিক্ষেপ করলেন— "মুনি-ঋষি সেজে বাঁদরামো করা, না, রাম-কার্য্যে বানর হওয়া,—ভালো কোন্‌টা? মরুত্ত-যজ্ঞে ময়ূর হয়ে পুচ্ছ ধরলে দেবরাজ, শঙ্কা পেয়ে যমরাজ তো হয়েছিল

ডোম-কাক, বরুণ হাঁস, কুবের কাঁকলাশ—বানর হয়ে এবার রামকাজ করতেই যত লাজ!

আমি এক লোকপাল—নাম মারুতি
আমিও ভিড়িব পালে বানর-সংহতি!"

মারুতি লজ্জা দিতেই সব দেবতার মুখে একটা রাম ধনুকের সাত-রঙা আভা ফুটে উঠেই চকিতে চূণকালির ছোপ ধরিয়ে দিলে—কেবল পশুপতি প্রজাপতি বাদ গেলেন।

নারদ তখন বল্লেন—"কালের নিবন্ধ!"

পশুপতি বল্লেন—"না হে নারদ, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—দেবতাতে বানরীতে সম্বন্ধ। মারুতি যখন এ কাজে আগ্ বাড়িয়েছেন তখন রাম-কার্য্যে কারু আপত্তি টিকবেনা। ওদিকে বিষ্ণু যখন হবেন অংশাবতার, তখন চল, আমরাও রাম-কার্য্যে মতি দিয়ে বানর-বংশ বৃদ্ধি করি। কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে সারং শ্বশুর-মন্দিরং ক'রে বিভিন্ন রকমের অংশাবতার হই।"

ইন্দ্র সহস্রলোচনে অশ্রুপাত করতে করতে বল্লেন নারদকে—"এর চেয়ে সোজা বানর হওয়াও যে ছিল ভালো—

বানরীতে অমরীতে যখন বাধিবে লড়াই
তখন তুই পক্ষের মাঝে প'ড়ে মরবে দেবতারাই।"

নারদ বল্লেন—"ও গো, বানরীগুলো অমরী নয়; রাম-কাজ চুকে গেলে আর ভাবনা নেই। কিষ্কিন্ধ্যায় কিছুদিন শ্বশুর-ঘর ক'রে দেখইনা সবাই।" ব'লেই নারদ তান ছাড়লেন—

বলি ভ্রান্ত হয়ে কি লাগিয়ে সকলে আছ।
তুই নৌকার একটা বাছ॥

হয় কিষ্কিন্ধ্যায় বর সাজো	নয় রাবণটার কাপড় কাচো।
হয় বরযাত্রার ধর সাজ	নয় অশ্বশালার যোগাও ঘাস।
হয় বানরীরে দাও বরণমালা নয়	মন্দোদরীরে যোগাও পুষ্প-থালা
হয় বানরী-বিয়ের মন্ত্র পড়ো নয়	লঙ্কায় গিয়ে তেল-বাতি ধরো।

লঙ্কার ধূয়ায় কেন চোখ ক্ষয়াতে আছো
কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে কলা খেয়ে বাঁচো॥

পবনদেব—তাঁর সুখের চাকরী; রাবণের হাওয়া-গাড়ীতে প্রমীলা-সুন্দরীকে তু-বেলা হাওয়া খাওয়ানো। তিনি বল্লেন—"রও, এর মধ্যে একটু কথা আছে; মায়ের অনুমতি না হ'লে, প্রজাপতির সাধ্য নেই কারু বিয়ে দেওয়া।" ব'লেই হু হু বেরিয়ে গেলেন পবন। দেবতারাও "সাধু সাধু" ব'লে যে যার ঘরমুখো হন।

প্রজাপতি বল্লেন—"নারদ, দেবমাতা অদিতির অনুমতিটা আনোগা, নচেৎ বিঘ্ন হ'তে পারে রাম-কার্য্যে।"

—"যা করেন মারুতি।" ব'লে নারদ ঘটকালিতে অগ্রসর হলেন।

"হুম্ মারুতি কথ্যতে" ব'লে চাঁই বুড়ো দ্বিতীয় পল্লব ধরলেন—

"বিধাতার অবিচারে লোকের হয় দুঃখ,
সার কুড়ে জল থাকে—সরোবর শুষ্ক।
মধুফল আম্রে দেখ কত পড়ে বিঘ্ন,
বাবলার ফলে নাই কোন কালে ভগ্ন।"

দেবমাতার অনুমতি নিতে যাবার মুখেই রাম-নাম ভুল্লেন নারদ; কাজেই মারুতি কিঞ্চিৎ কুপিত হলেন। নারদের বাহন ঢেঁকির কল বিগড়ে—"ডানে চালাইতে চলে বামে! দুটো পায়াতে বোঁচা ল্যাজ লাফাতে চায়, মুষুলি মুখটা নামায় মাটির পানে! লম্ফ দেয় ঝম্ফ দেয়—পাছেই হটে, আগাতে না চায়, লাটিম ঘোরে মোচড় দিলে কাণে!" ঢেঁকির গলা লপটে ধ'রে ওঠেন তো পড়েন নারদ, কাঁদেন কাতর প্রাণে —"গেলাম, গেলাম, গেলাম ওহে—" দাড়ি-গোঁফে আটকে ছিল রাম-নাম, ঝাঁকানির চোটে বেরিয়ে প'লো, গলা চিড়ে আধো-আধো—"আম আম।"

মারুতি কিঞ্চিৎ তুষ্ট হলেন। ঢেঁকিও ঢিকোতে ঢিকোতে ঢুকলো ঢুসিয়ে নন্দন কাননে—ঘন মেঘের বেড়ায় চার-পাঁচ হাত একটা সিঁদ কেটে। উদ্যানপাল চিনতো ব'লেই রক্ষে পেলেন রক্ষীদের হাতে নারদ।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের আশায় পারিজাত কুঞ্জের একটা ঝোপে বসতেই শুনলেন—ইন্দ্রাণী, চন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী, ঈশানীতে আড়ালে কথা হচ্ছে। নারদ আবডালে গা-ঢাকা হয়ে কাণ পাতলেন।

ব্রহ্মাণী ভারি গলায় বল্লেন—"ওলো তোদের দেবতাদের বিয়ের বয়স তো পেরোয়নি; তা বানরীই বিয়ে করুক আর বিশ্বেশ্বরীই বিয়ে করুক, মানায়! কিন্তু তুমি পেজাপতি পিতামহ—এ বৃদ্ধ বয়সে মন্তর আওড়াতে কথা ফসকায়—বলি, এ কি তোমার পাগলামি? ও ঈশেনী, এমন কাণ্ড তো দেখিনি।"

ঈশানী ক্ষীণ গলায় বলছেন—"ভোলানাথের ভাব-সাব তো কিছু বুঝিনে। সুধোলে—'রাম-কার্য্য' বলেই ধ্যানস্থ হন। হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা—তিন কর্ত্তার মধ্যে হর্ত্তাই বড়; তাঁরই যখন এই ভাব, তখন আর কি বলবো বল?"

—"শ্রীধরকে ভালো বলতে হয়, নিজে গেলেন রাম হয়ে অযোধ্যায়, সঙ্গে নিয়ে গেলেন লক্ষ্মীকে সীতা ক'রে মিথিলায়! কিষ্কিন্ধ্যায় এঁরা যান্ না, আমাদেরও নেন, জন্মাই গিয়ে—"

—"ওমা তাতো হয় না,—এ যে চন্দরে ছুচন্দরে।"

—"আছি ভালো মহেশ্বরী, যেচে কে হ'তে যাবে কপিকেশ্বরী ?"

—"ইন্দিরাণী থেকে হবো কি বান্দরাণী ভেংচিরাণী ?"

—"আসুন না রাম-কার্য্য ক'রে, উকুন বাছে কে দেখে নেবো।"

—"যত নষ্টের গোড়া নারদ, ভূত লেলিয়ে ওর ছিঁড়তে হয় জট।" ব'লেই দেবীরা স্থানান্তর হলেন।

নারদ আর কথা নয়; জড়বৎ কিছুক্ষণ থেকে—"এই রাম-কার্য্যে নাকে খৎ" ব'লেই দণ্ডবৎ হয়ে উঠতেই দেখেন, দেবমাতা সম্মুখে—পাট-সাড়ি প'রে, ফুলের ঝারি হাতে। নারদ বুঝলেন—যে ভাবেই হোক রামনাম উচ্চারণ মাত্রেই সিদ্ধকাম।

দেবমাতা বল্লেন—"কি কার্য্যে এসেছ, নারদ ?"

—"দেবকার্য্যে।" ব'লেই নারদ বুঝলেন—ঢুকেছি, ভুলেছি, মরেছি—ব'লেই নিজের জিভ কামড়িয়ে—হাঁ! কথা সরেনা —মারুতি-মারুতি স্মরণ।

—"বলি, কি হলো নারদ ?"

—"যা হবার তাই হলো; গো-জিহ্বার পরে সবে-ওঠা আক্কেল-দাঁতটা ধার পরীক্ষা ক'রে নিলে। হরির কৃপায় রক্তপাত হয়নি।"

—"এই হরিতকী-খণ্টুকু মুখে ফেল, বেদনা যাবে।" ব'লে দেবমাতা খুঁট থেকে খণ্ড-হরিতকীর বদলে একখণ্ড আম্‌সী বার করলেন!



বরসজ্জায় ব্রহ্মা

—"দাও মা, ঐ দাও,—" বলে নারদ 'হরে-রাম' বলে আমসীটুকু গালে ফেলে বল্লেন—"বাঁচলাম—এখন কাজের কথা কই।"

দেবমাতা বল্লেন—"আগে আমার কথা শোন, তবে কাজের কথা কয়ো। দেখ নারদ, নিজে পড়েছি মুনি-ঋষির ঘরে, তাই বড় ছেলের বিয়ের সময় ভাবলেম, একটি কোন ঋষির মেয়ে সুন্দরী পাই তো ইন্দিরের বৌ করি—গরীবের মেয়ে, গরীব শ্বাশুড়ীর সেবা-যত্ন বুঝবে।"



বরসজ্জায় শিব

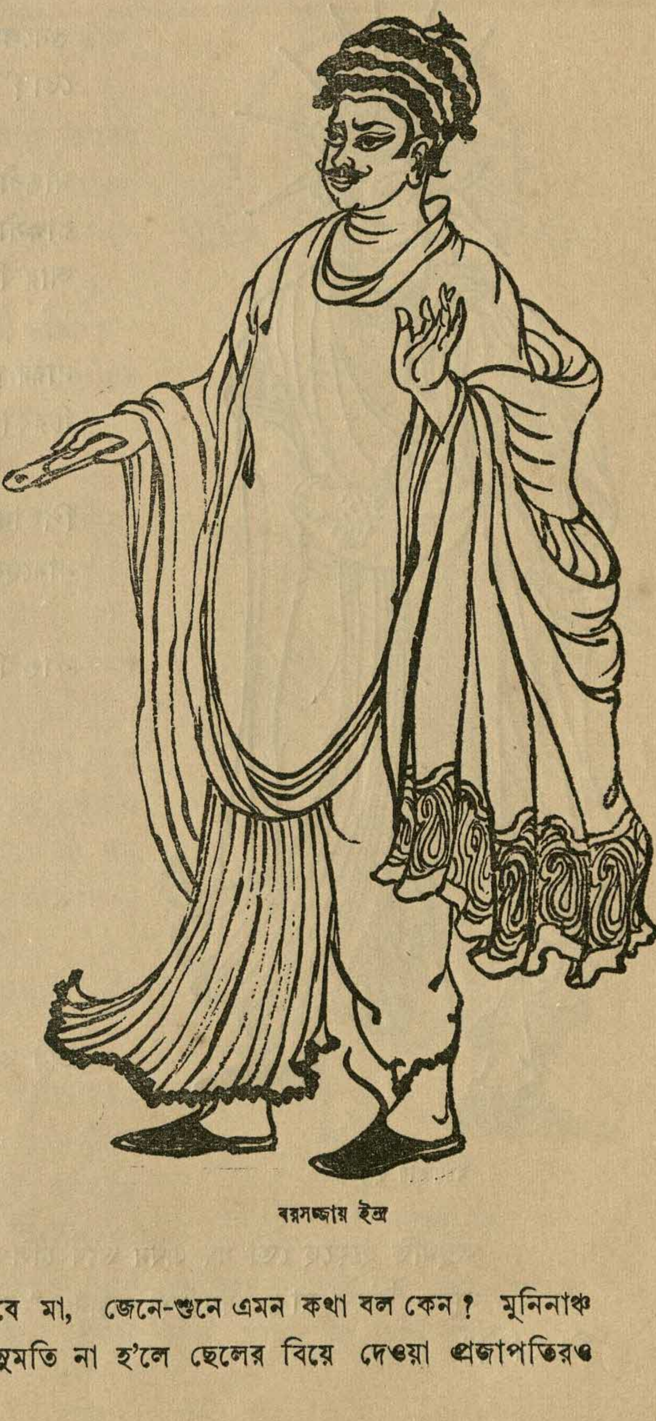
নারদ বল্লেন—"অনেক আশ্রম ঘুরে আমিই তো পুলস্ত্য ঋষির মেয়ে পুলোমাকে এনে দিলেম।"

—"তা তো দিলে নারদ, কিন্তু য্যামন্‌টি হবে ভেবেছিলেম, ত্যামনটি তো হলোনা। আশ্রমের পর্ণকুটির থেকে এককালে নন্দনের স্বর্ণ অট্টালিকা, টীকারাণী ইন্দিরাণী হয়ে বসলেন বৌমা—ধাত বিগড়ে। সেই বৌ-বরণের দিনটিতে একবার দেখেছি ছেলে-বৌ দুজনাকে—তারপর থেকে এদিক্ মাড়ায়নি এ পর্য্যন্ত। জয়ন্ত কেঁদে-কেটে যদি বা কোনদিন আসে এ বাগে, তো তারাদাসী তাড়া ক'রে নিয়ে যেতে আসে রথশুদ্ধ। চকিতে আসা, চকিতে পাওয়া, চকিতে হারানো! বলি, ও তারা, একটু রাখ, মুনি গেছেন এখুনি আসবেন মাটির হাতী নিয়ে।—'সেখানে জ্যান্ত হাতী দেখিয়ে ভুলিয়ে দেবো এখন মা!'—মাতুলি রথ আনে দোরে; বলে—'দেবরাণী ব্যস্ত হবেন, বিলম্ব হলো!" ত্বর সয়না,—যেন কেড়ে

নিয়ে যায় রথে চাপিয়ে। ছেলের প্রাণ কাঁদে মাটির হাতী নিয়ে খেলতে। কশ্যপ দৌড়ান রথে তুলে দিতে সেটি। খেলার হাতী, মাটির ঢেলা—হাতেই রয়ে যায় তাঁর। রথ চ'লে যায়,—যেন বৈজয়ন্তী-হার কেড়ে নিয়ে উড়ে যায় সোনার একটা বাজপাখী! মেঘের পর থেকে শুনি জয়ন্ত কাঁদছে তখনও তারাদাসীর কোলে। হায় রে সে পুলোমা আর নেই!"

নারদ যেন কত দুঃখী এমনি ভাণ ক'রে গদগদ স্বরে কইলেন—"অমন হয়েই থাকে, দেখেছি—'তেলাপোকাটি যেমনি হলো পাখি, অমনি সুর ধরলে—'কলুবাড়ীর তেল আমি কি মাখি'?"

অদিতি বল্লেন—"এ জেনেও ছেলের বিয়ে দিতে বল, নারদ? গরীবের মেয়ে না এনে রাজার মেয়ে বৌ করলেম চন্দরের জন্যে, তাতেও তাই; পণ্ডিতা দেখে বৌ করলেম অগ্নির, তারাও তাই, মূর্খুর ঘরের মেয়ে নিলেম যমের জন্যে, সেও আমার দিক মাড়ায়না! এর পর আবার বিয়ের অনুমতি দেব আমি? মুনির কাছে যাও; তাঁর মতে আমার মত—আমি সব শুনেছি।"



বরসজ্জায় ইন্দ্র

নারদ চেপে ধরলেন—"তবে মা, জেনে-শুনে এমন কথা বল কেন? মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম হয়ে থাকে—কিন্তু মার অনুমতি না হ'লে ছেলের বিয়ে দেওয়া প্রজাপতিরও

কর্ম্ম নয়। আর সেইজন্যেই তিনি পাঠিয়েছেন আমায় এখানে। রাম-কার্য্য মা! এক লগ্নে একই দিনে তেত্রিশ কোটির বিয়ে না দিলেই নয়।"

দে ব মা তা বল্লেন—"তাইতো শুনলেম মুনির মুখে। বানরী বে' কি বল তো?"

—"তা জান না মা? এই যেমন, গান্ধবী বে', বান্ধবী বে', মানষী বে', রাক্ষসী বে',—তেমনি এক রকমের একটা আর কি!"

—"দেবতাদের কি তা হ'তে পারে নারদ? জান তো, আমাদের ঋষি-বংশ—চিরকাল পিতামহি বে' হয়ে আসছে?

নারদ হাস্য ক'রে বললেন—পিতামহ শুদ্ধু এবার বানরী বে' তে নামছেন মা!"

—"অবাক্ কল্লি, ও লো ও নারদ! কাণ্ড কি?"

—"আর দেখ কি মা!—

বাধলো এবার রামলীলা ত্রেতায়,
সব চলেছে কিষ্কিন্ধ্যায়।
বানরী বে' তে সবাই বাঁধলো কামর,
সোলার টোপর, ছোলার কলার—
বেড়ে যাবে দর।"

—"নারদ, তুইও ঐ হেপায় ঘর ভর্ত্তি কর্!"

নারদ ছড়া কাটলেন—

"আগে ছোলা কলার দোকান খুলি,
তবে বানরী বউ ঘরে তুলি।



বরসজ্জায় সূর্য্য

অনুমতি হয়েছে তো মা, এখন তবে চলি?"

নারদ উঠতে যান, দেবমাতা বল্লেন—"কৌতুক রাখ্! বলি, দেওয়া-থোওয়ার কি শুনি?"

—"ঐ একটু লেজুড় আছে এর মধ্যে। কৌতুকে তাদের আপত্তি নেই, যৌতুকেই আপত্তি। খাট-পালং এসব কিছুই দেবে না তারা—কিছু দিলেও নেবে না।"

—"ও নারদ, এ কেমন রীত্ ভীত্ তাদের?—আনন্দ-নাড়ু?"

—"যত পারো মা আনন্দ-নাড়ু তাদের খাইও। কিন্তু বৌভাতে চাউল-সিদ্ধ খাবেনা কুটুমরা। ভাজা চাল, ভাজা ছোলা—যাকে বলে আটভাজা—তাই দেবে পাতে।"

—"ফলার দিলে চলবে না, নারদ?"

—"খুব চলবে; রম্ভা কাঁচা-পাকাতে কিছু খরচ হবে—পাকা দেখার দিনে।"

—"সো টকবে হবে নারদ?

—"ওদের দেশে মা সব অনুষ্ঠান বিয়ের পরে, এখন তোমায় কিছু ভাবতে হবে না।"

—"যে দেশের যেমন আচার! বলি নারদ, বউগুলি দেখতে শুনতে হবে কেমন? শেষ আমায় লোকে দুষবে না তো?"

—"নির্দ্দোষ যাকে বলে। তারা মুখে চূণকাম করতে জানেনা, ঠোঁটে আলতার পোঁছও টানে না, গুড়-মুড়ো-তোলা খড়ম প'রে খট্ খট চলে না, পাগুলি পাটাতন ক'রে ফেলে মাটিতে—এ-ঘর ও-ঘর চলবে, শব্দ পাবেনা মা।"

—"বলি, বিদ্যে সাধ্যি কতদূর? ওটা দেখতে হয় আজকাল!"

—"লেখা কিছু কিছু পারে আঁচড়াতে; কলাবিদ্যেয় আমাদের গণেশের কলাবৌকে হারাবে। নাচতে পারে ডুগডুগী খঞ্জরী বাজিয়ে এমন যে, নটরাজও হার মানবেন। কিষ্কিন্ধ্যায় অনেক গাছ তাতে ঝুলনা বেঁধে দোল খায়—চমৎকার! তাই না দেখে কবিরা তাদের নাম দিয়েছেন—শাখা-মিরগী। একটি দোষ আছে মা তাও বলি, তারা



বরসজ্জায় চন্দ্র

মাছও খায় না, মাংসও খায় না, ফল-জল খায়—তোমার বড় বোয়ের নন্দন বাগানে একটি ফল রাখবেনা তারা।"

—"তা নাই রাখুক নারদ, সেবাশুশ্রূষা করতে পারবে তো বুড়োবুড়ীর?"

—"তা আর বলতে মা! কশ্যপ মুনির পাকাচুল একটি থাকবেনা, উকুনশুদ্ধ উৎপাটিত ক'রে নেবে।"

—"বৌ হয়ে শ্বশুরের দাড়িতে হাত দেখে! বল কি নারদ, বেহায়া নয় তো?

নারদ তা তো ক'রে বল্লেন—"তা ও-সব তোমায় শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে মা। তাদের মা বাপ যেমন শিখিয়েছে, তারা শিখেছে।"

—"একটা কথা ব'লে নিই, মনে এলো নারদ!—জানতো আমার ছেলেরা সবাই রাবণ-রাজার চাকরী করে; ছুটির দরখাস্ত দাও তার কাছে—না হ'লে মাইনে কাটবে, চাকরীও যেতে পারে।"

—"রাবণের চাকরী গেলে তো দেবতারা বাঁচেন!"

—"বলি, খাবেন কি তাই কও? কুবের-ভাণ্ডার তো কপর্দ্দকশূন্য!—আমি খবর রাখিনা বুঝি? ছুটো ছুটো বৌ পুষবেন কেমন ক'রে? ছু' তেত্রিশ কোটি সহজ নয়; তার উপর ছেলে মেয়ে হবে। রাবণকে চেনোনা। বিবাহের একখানা পত্তর মুনিকে ব'লে লিখিয়ে পাঠিও; না হ'লে সে উৎপাত বাধাবে সভায় এসে—হয়তো বৌগুলো কেড়ে নিয়ে চ'লে যাবে।"

—"সে রোগ তার আছে।" ব'লে নারদ চিন্তান্বিত;—পবনদেব দ্রুত মার কাছে এসে উপস্থিত।

—"ও পবন, তা হ'লে এত দিনে তোর বিয়ে করতে মত হলো?"

—"কে বল্লে মা? দাদারা চলেছেন বে' করতে।"

—"তুইও যাবি নিতবর হয়ে। এই সুযোগে একটি ভালো মেয়ে—বুঝেছ নারদ, ধ'রে বিয়ে দিয়ে দিও। কেবলই আমায় ভয় দেখায় রাক্ষসী বে' করবে।"

নারদ হেসে বল্লেন—"সে ভয় নেই মা, গণে-গণে না মিললে রাক্ষসরা মেয়ে দেয় না। দেবগণকে তারা ঘেন্না করে। পবনদেব এই বিয়েই করবেন।"

পবন বল্লেন—"নারদের কথায় ভুলোনা মা, আমি বলছি আমি বিয়ে করবো—কিন্তু নিজে পছন্দ ক'রে।"

—"এই কথাই রইলো তবে নারদ?"

—"পছন্দ হবে মা কিষ্কিন্ধ্যার মেয়ে, হ'তেই হবে পছন্দ। আগে চলুন তো সেখানে।"

পবন বল্লেন—"জোর-জার নেই নারদ! রাম-কার্য্যে আমি যাবো, বিয়েও করবো—কিন্তু কবে, কাকে তা পরে জানবে সবাই।"

দেবমাতা বল্লেন—"বেশ তাই, ভালো মেয়ে পাস্ বে' করিস্; নয়তো আমার কাছে বলিস্, আমার একটি মেয়ে মনে আছে।"

পবন বল্লেন—"সে কে মা?"

—"সুমেরু—" ব'লেই দেবমাতা বল্লেন—"যা, এখন বলব না। মহামায়া দয়া করেন তবে জানবি। আর সব ছেলেরা এ কাজ করুক—বাধা দেবোনা। পবন ওর ইচ্ছেমত বৌ করবে—যাও, আমার অনুমতি রইলো।"

—"আর অপেক্ষা কি, চল" ব'লে পবনবেগে নারদ ব্রহ্মলোকের দিকে দৌড়লেন—প'ড়ে রইলো ঢেঁকি যেখানকার সেইখানে।

এদিকে দেবসভায় দেবতারা সকলে বরসজ্জা ক'রে ব'সে আছেন। ব্রহ্মা লাল চেলীর পরে রক্ত-করবীর মালা, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, লাল দাঁড়ি-গোঁফে ব্রাহ্মী-তৈল, মাথায় লাল খেরুয়ার ফ্যাটা—



বরসজ্জায় যম

দেখতে হয়েছে যেন, লাল কাগজে লাল কালিতে ছাপা শুভ বিবাহের প্রজাপতি-কাটা পত্তরখানি। শিব সেজেছেন দিগম্বর জৈনিকদের বর—গায়ে শ্বেতাম্বরী জামা-জোড়া, কাঁধে গঙ্গাজলি শালের দোপাট্টা, হাতে সাপ-মুখো বালা-বাজু-বন্দ, মাথায় ধুতরো

ফুলের ছেহেরা পাগড়ী—চাঁদের মত গোল! পায়ে একটা ফণাতোলা লপেটা—আধখানা মাত্রপা গিলে আছে। দেবতার আর সকলে রাবণের দেওয়া উর্দ্দি-তখমায় সেজেছেন। ইন্দ্রের সব্‌জী চাপ্‌কানে বীটপালং চীনে বা লঙ্কার বুটি, মাথায় ফুলকপি ছাঁদের পাতাকাটা টুপি। চন্দ্র সূর্য্য সেজেছেন যেন লাল-সাদা মোমবাতির মোড়ক। যম যেন শুকনো ঘাস আর বিচিলি রংএর আঁট-সাঁট একটা গাঁট, পাগড়িতে কাশফুল আর গিনি ঘাসের ঝাঁটা গোঁজা। অগ্নি যেন টেক্কা-মার্ক দেশলায়ের বাক্সটি। বরুণ সেজেছেন যেন পাম্পিং ষ্টেশনের চূড়োর পরে সোডা ফাউন্টেন ফোহারা দিয়েছে। 'যার যা কাজ, সেই তার সাজ' ক'রে ব'সে আছেন সবাই—এমন সময় নারদ দৌড়ে এসে বল্লেন—"পবনদেবের মতিগতি ভালো বুঝছিনে। রামকার্য্য এড়াবার চেষ্টায় পছন্দ ক'রে বিয়ে করবার মতটা চেয়ে নিয়েছেন মায়ের কাছে।"

"পবনের কথা ছেড়ে দেও, মতি স্থির নেই, যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে আর অপেক্ষা করা চলেনা" ব'লে ব্রহ্মা উঠলেন। এমন সময় পবন-বেগে পবন উপস্থিত।

—"একটু সবুর করুন।"

—"কেন ? তোমার আবার বলবার কি আছে ?"

প্রজাপতির কথায় পবন উত্তর দিলেন—মায়ের একটি কথা পবন চেপে যাচ্ছেন "মা বলেন, রাবণ হচ্ছেন দেবতাদের প্রভু, অন্নদাতা ; তাঁর কাছে ব'লে ছুটি নেওয়া দরকার বিয়েতে, পত্তর একখানা দেওয়া দরকার, নাহ'লে বিবাহ-সভায় গোলযোগ উপস্থিত হ'তে পারে।"

'যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয়'। ব্রহ্মা দাড়ি মুঠিয়ে, শিব জটা খাম্‌চে স্তম্ভিত। দেবতারা একবার "তারেৎ ব্রহ্মা" ব'লেই হতভম্ব।

এমন সময় মারুতি শব্দাকাশ থেকে বিকট ধ্বনি পাঠালেন—

"রাম নাম সত্য হ্যায়!
শমন-দমন রাবণ বধে, রাবণ-দমন রাম সহায়!
রাম নাম সত্য হ্যায়!"

শুনে নারদের বুক যেন দ'মে গেল। মৃত্যুঞ্জয় চাঙ্গা হয়ে বল্লেন—"রামই সত্য, রাম নামই সত্য ; যখন রাম-কাজে এক পা বাড়িয়েছি তখন 'রাম' ব'লে দশ পা মাড়াই অধ্রুব।"

ধুধু বাদ্যভাণ্ড বেজে উঠলো। সিদ্ধিদাতা গণেশ, গন্ধর্ব্বসেন দুজনে জয়ন্তের বাঁধা উদ্বন্ধন-সঙ্গীত ধরলেন জয়জয়ন্তী রাগে, দশকুশি তালে—

"জগৎ পিতার বে'
জগদ্ধাতার পিতার পিতার, দেবতার দেবতার বে'—কিষ্কিন্ধ্যাপুরে।

বজ্রধরের বে—দেখি রক্ষরাজা কি কর্ত্তে পারে ?
তেজে চল, সেজে চল রে—কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।”

ওদিকে মারুতি ভারতী-টুকু সবার কাণে পৌঁছে দিয়েই শব্দাকাশে তালা দিয়ে দিয়েছেন—নিঃসাড়ায় যাতে রামকার্য্য সুসম্পন্ন হয়, এবং রাবণ রাজা না জানতেও পারে। কাজেই জয়ন্তের বাঁধা গীত, গন্ধর্ব্ব সেনের উদারা মুদারা, গণেশের মৃদঙ্গের তাল-তেহাই-বোল-চাল এতটুকু যদি শব্দ দিলে; অথচ দেখা গেল—চলেছে সমানে গণেশের চার হাত তাল ঠুকে, গন্ধর্ব্ব সেনের প্রকাণ্ড হাঁ-টার মধ্যে আলজীভ কেঁপে উঠছে সুরে সুরে, দাঁতগুলো চমকাচ্ছে—সোনায় বাঁধা, জয়ন্ত তালে তালে ছড়ি নেড়ে মহা উৎসাহে হেলছেন দুলছেন কেবল। কর্ণ-পটাহে খালি একটু সুড়সুড়ি বোধ করছে সবাই। এই ভাবে শোভাযাত্রা এসে নামলো কিষ্কিন্ধ্যায় যখন, তখন শব্দাকাশ খুল্লেন মারুতি একটুখানি—পাছে বিয়ের মন্ত্রটি শোনা না যায়।



বরসজ্জায় বরুণ

মিয়োনো বাজনা বাদ্যি নিয়ে তেত্রিশ কোটির সেই রথ-যাত্রা পৌঁছল যেন বাদ্যির পাশ হারিয়ে চুপচাপ কিষ্কিন্ধ্যায়। কিষ্কিন্ধ্যাবাসীরা দেখলে—ইন্দ্র এলেন গজস্কন্ধে, মদগন্ধে দিক আমোদিত, এলেন ময়ূরপঙ্খীতে ধুতি পরে যেন টিপু সাহেব—কুমার কার্ত্তিক।

এলেন বরুণ সিন্ধি ঘোটকে
আগুন—বোকা ছাগের শকটে।
মহিষে যমরাজ,
সাথে কবিরাজ—
সুচর্ম্ম-করণী, হাড়জোড়বনী, উৎকুনঘাতনী,
নখুনতারণীর পুটিকা হাতে,
চটি চট্‌পটে, কোঁচা লট্‌পটে—এদিকে-ওদিকে!

এখানে ঊনপঞ্চাশ পবনের স্কন্ধে দোলায় চেপে পবন যখন এলেন তখন শব্দাকাশ সম্পূর্ণ খুলেছেন মারুতি। কিষ্কিন্ধ্যার বানরীরা ঝুঁকে পড়লো পবনকে দেখতে—বাতাসে হেলা যেন ছুসারি কাঁটাল, সুপারি, নারকেল আর কলাগাছ। বাজারে, হাটে, চালে, ছাতে উকু উকু, উলু উলু ধ্বনি উঠলো।

সভামণ্ডপে ন স্থানং তিল ধারয়েৎ। পবন ঢুকতেই পেলেন না। মতং মুনি শুভকার্য্য বানরী-মতে আরম্ভ করে বল্লেন—"প্রথমে প্রজামাতা বরণ।"

প্রজাপতি পা বাড়াতে যান—কিষ্কিন্ধ্যারাজ তাঁকে একপাশ ক'রে কানে কানে কি বল্লেন।

—"ও তাই নাকি" ব'লে ব্রহ্মা শিবকে ইঙ্গিত করলেন। শিব কান পাতলেন ব্রহ্মার মুখের কাছে। খানিক ফুস্‌ফুস্ হ'ল—"তাই বল" ব'লে শিব ব্রহ্মা দুজনে সকৌতুকে দ্বারের দিকে চেয়ে দেখেন, রাবণকে হস্কিয় রাজা হাতে ধ'রে সভাস্থ করলেন। প্রজামাতা রাবণ!!—এই কথাটি তেত্রিশ কোটি বার ফিরল দেবতাদের মুখে মুখে—"রাবণ, রাবণ।" রাবণ আসতেই নারদ তটস্থ হয়ে বল্লেন—"এই যে বরাসন।"

মতং মুনি নারদকে নিবারণ করলেন—সোনার একটি মটর রাবণের হাতে দিয়ে, রাজাকে ইসারা করলেন—প্রজামাতা বরণ শেষ।

শিব ও ব্রহ্মা থতমত।

রাবণ অঙ্গুলি সঙ্কেতে অগ্নিকে ডেকে বল্লেন—"কাল থেকে রোজ বানরঘণ্ট, ত্রিশ দিন চলবে—মন্দোদরীর মন্দাগ্নি হয়েছে।" এই ব'লে রাবণ অট্টহাস হেসে অদর্শন!

—"নাও নাও, দ্রুত রামকার্য্য সারো" ব'লে নারদ তাড়া দিলেন।

মতং মুনি গড়্‌গড়্ মন্ত্র আওড়ান—"সর্ব্বকাম্যৈফলৈ পুষ্পৈপত্রৈশ্চরূপশোভিতা রম্যেষা কিষ্কিন্ধ্যা বানরকন্যকাঃ—" বলেন আর এক এক দেবতা একটি করে বানরী, একটি ফুটো মটর পায়। জাঙ্গুলী, লাঙ্গুলী, দঙ্গলী, কন্দমূলী, গন্ধগুলী, দুলভুলী, তাম্বুলিয়া, হিঙ্গুলিয়া, কট্‌কটিয়া, নট্‌খটিয়া, বেব ভুলি,—কত আর করি বর্ণন!

সাড়ে বত্রিশ দণ্ড মধ্যে রামকার্য্য সমাপন।

এইবার পবনদেবের পালা, একটি বানরীর অভাব পড়েছিল, তাই একটি মর্কটী জোগাড় রেখেছিলেন কিষ্কিন্ধ্যারাজ।

নারদ বল্লেন—"এসো দাদা, তুমি সারলেই আমার ছুটি।"

—"সবার বেলা বানরী, আমার বেলা মর্কটী!"—এই না ব'লেই সভা ছেড়ে উধাও পবন।

কি করেন, তখন মতং মুনি সবাইকে রামকার্য্য করিয়ে, ঘট উত্তোলন মন্ত্র পড়লেন, ফলারের পূর্ব্বে—"হুম রম্ভা পত্রাদিরুচং নেত্রানন্দপ্রদায়কং, শুক্ল-পীত-হরিৎ-রক্ত-বহুবর্ণবিধায়কং সুফলপ্রসবকারকং সর্ব্বলোকপ্রপূজিতং ঘটেয়ং নমঃ ঘটেয়ং নমঃ রাবণায় নমঃ, ব্রাহ্মণায় নমঃ," ব'লে দম্পতিদের হাতে এক এক সরা কদলী ও শর্করা বিলি ক'রে বিবাহ-পদ্ধতির পুঁথি বন্ধ করলেন।

চাঁইবুড়োও পুঁথি বন্ধ করেন দেখে কলাবাহুর বল্লে—"পরিশিষ্ট করেন।"

চাঁইবুড়ো পুঁথি না খুলেই মুখে মুখে ছবার জীভ কেটে পরিশিষ্ট গাইলেন—"তারপরে বাসর জাগরণ, বানরী-বীণায় তার পরং, তালি চট্‌পটি বানরী-নর্ত্তন ও ডুগডুগি বাদন, সকালে আতস বাজীর জাসন ও ফলাহার সমাপন। তারপরে কালে কিষ্কিন্ধ্যায় তেলাকুচায় বুলবুল চুলবুলিল যখন, একে একে দেবাংশে জনমিল মহা মহা কপিগণ—

হইল ইন্দ্রের তেজে বালী কপিবর, সুগ্রীব বীরের জন্ম দিলেন ভাস্কর।
হইল ব্রহ্মার তেজে মন্ত্রী জাম্বুবান, শিবের তেজে মহাকপি কেশরী যার নাম।
হেমকুট নামে কপি বরুণ-নন্দন, পঞ্চপুত্র যমের—যম দরশন।
অগ্নি-তেজে হইলেন নীল-সেনাপতি, কুবেরের তেজে জন্মে বানর প্রমাথি।
চন্দ্র-তেজে দধিমুখের জনম, একে একে কত আর করিব বর্ণন।
একেক দেবের তেজে একেক বানর, দিনে দিনে বাড়ে যেন শালতরুবর।
কিষ্কিন্ধ্যার ফলমূল খাইতে রসাল, তাই না খাইয়া সবে বিক্রমে বিশাল।
তেজ হইতে তেজ বাড়ে সম্পদে সম্পদ; হইল বালীর পুত্র কুমার অঙ্গদ।
অঙ্গদ কুমারে দেখি সুখী দেবগণ, যে যার কাজে সকলে করেন গমন।
পরে কহা যাবে অপর ঘটন, এবে ফলারম্ভে হোক পুঁথির শয়ন।"

শনি-মঙ্গলবার পুঁথির শয়ন। পশ্চিম কোলোঙ্গাতে উত্তরাস্যে যথাবিধি পুঁথিকে শয়ন করিয়ে, রবি-সোম রথযাত্রার আসরে গান গেয়ে, বুধবারে পুঁথি-জাগরণ করাতে গিয়ে চাঁইবুড়ো দেখেন—পুঁথি ঘুরে শুয়েছেন, উত্তর শিয়র থেকে দক্ষিণ শিয়রে। "কপিল

কপিল” বলতে বলতে পুঁথিকে যথাবিধি জাগরণ, প্রক্ষালন, দন্তধাবন, শিখাবন্ধন, তিলকসেবা, বস্ত্রপরিধান ইত্যাদি এবং এক চোখ বুজে এক তারা দর্শন করিয়ে চাঁইবুড়ো কাঁপতে কাঁপতে পুঁথিকে পেঁপেতলায় উপস্থিত করলেন—সঙ্গে চাংরাবুড়ী জল ছড়া দিতে দিতে, বেঙির মা চামর বাতাস দিতে দিতে।

ব্যাসাসন গণ্ডুষাদি করে তৃতীয় পল্লব উল্টে দেখেন, পুঁথির পাঠ বদলিয়ে “মারুতি কথ্যতে” এর স্থানে কে যেন লিখেছেন—“জাম্বুড়ী বদতি”। চাঁইবুড়োর আপাদমস্তক শিহরিত! হৃদয়ে দশবার—ক্রোঁ, দক্ষিণ বাম চক্ষু, দক্ষিণ বাম কর্ণ দশবার স্পর্শ করে—হ্রীং হ্রীং, দুই নাক টিপে হুঁ হুঁ দশবার, নিঃশ্বাস টেনে আর ছেড়ে ভ্রূর মাঝে ‘ব্লুং’ বলে তিনটি টোকা দিয়ে চাঁইবুড়ো বল্লেন—“পুঁথির পাঠ জাম্বুবান বদলিয়ে গেছেন। অতএব বক্তার ভুলচুক মাপ্—”

“আপন পিতার প্রথম বিয়ে কেউ দেখেনি, আপন ডাক নাম কেউ নিজে রাখেনি এ পর্য্যন্ত—ইতি হনুমন্তের মন্তব্য” বলেই চাঁইবুড়ো ধরলেন তৃতীয় পল্লব—

ঐ যে পবনদেব বিয়ে এড়িয়ে কিষ্কিন্ধ্যা ছেড়ে সরলেন, তাতেই দেবাংশী বানরের একটি কম পড়লো। রামচন্দ্র যেন উদয় হতেই চান্‌না এমনি ভাবে রয়েছেন মা কৌশল্যার গর্ভে অযোধ্যায়। এমন সময় রাশিবুড়ী,—বয়সের নাই গাছপাথর কি নুড়ি, কালোজামের মত গায়ের রং, রাশি চক্কর ফিরছে মাথার পরে, গরুর গাড়ীর চাকার মত—আস্তে আস্তে নিঃশব্দে ইন্দ্রপুরে উপস্থিত হয়ে, বিশ্বকর্ম্মাকে দোরে দেখে বলছেন—

“একি দেখলাম—সব যে চুপ?
সুরপুরে সুরগণ বলিভুজ—
কেহ দ্বিভুজ, কেহ চতুর্ভুজ
করতেছেন কেবলি গুজ্ গুজ—ফুস্‌ফুস্!
রবিচ্ছবি দিচ্ছেনা ধূপ,
সোমরসে সোমের ভিজছেনা মুখ,
মঙ্গল যেন দেখছেন অমঙ্গল
হতবুদ্ধি চাইছেন বুধ!
দেবগুরু বৃহস্পতি
বসেন যেন ভ্রষ্টমতি—ত্রস্ত,
শুক্র আছেন বক্রমুখে আড়ষ্ট!
উগ্র শনি যেন অশনির ভয়ে এতটুক্!
বলি বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বে কী ব্যাপার?
বিশ্বকদ্রুগণ না করে গগনভেদী চীৎকার—

আগুলি স্বর্গের দ্বার ;
ইন্দ্রাণীর রন্ধনাগার কি বন্ধ ?
পাচ্ছিনা যে গন্ধ—বিশ্বগন্ধার !
বলি—ক্রিয়াকাল উপস্থিত,
বিশ্বকাগণের কাতর কুক্কু শ্রুত হচ্ছেনা কিঞ্চিৎ !
নন্দন কাননে বিশ্বপণি, বিশ্ব কেশলার—
নামটি নাই—পত্ররচনার !
ব্যাপার কি ?—বিশ্বকর্ম্মা, রইলে যে চুপ ?'

বিশ্বকর্ম্মা দু'হাত উল্টে দীর্ঘশ্বাসে বলেন—

"কি জানিবেন বিশ্বকর্ম্মা ?
—অগোচর শিব ব্রহ্মা !
কি জানি কোথা আটকিয়েছে বিশ্বযন্ত্রের চাকাখানি
হয় লয়, নয় প্রলয়, নয় প্রণয় ঘটিত ব্যাপার মানি।"

এই বলে বিশ্বকর্ম্মা গেলেন একদিকে দীর্ঘ দীর্ঘ পা ফেলে। রাশিবুড়ী ঘুরে যেখানে পারিজাত বৃক্ষতলে দেবরাজ, দেবরাণী সেখানে উপস্থিত হয়ে ছড়া কেটে বল্লেন—

"সুররাজ কেনে আজ বিরস বদন ?
কি দুঃখ মনে, কেনে বা বিমন ?
দুজনে দেখি সকাতর বিলক্ষণ,
ঘটিল কিবা সু কু এমন ?"

ইন্দ্র বল্লেন—

"মৃত্যুঞ্জয়ের অসাধ্য হয়েছে পবনের রোগভঞ্জন
প্রজাপতির হয়েছে অসাধ্য গন্ধবহের বিবাহ বন্ধন !"

ইন্দ্রাণী বল্লেন—"কিছু যদি জানো সমাচার, পবন দেবতার—করাও শ্রবণ !"

রাশিবুড়ী বল্লেন—"যেটুকু জানি, দেবরাণী, করি নিবেদন।"

পবনদেব উনপঞ্চাশ সহচর সঙ্গে রামকার্য্যের জন্য মনোমত একটি ঘরণীর চেষ্টায় ধরণী পরিভ্রমণ করছেন ; দেখছেন কি—

খুঁজিয়া মহাচীন, কোরিয়া বন্দর,
তদন্তে প্রশান্ত সাগর ;
সেখানে এক কন্যা—জলহস্তীর পর,
পরমা সুন্দরী—
যেন চীনের পুতুল রেখেছে গড়ি

কিম্বা চীনের পটখানি তুলি ধরি—লিখেছে কারিগর
সব ভালো কন্যার, গঠন ছুটি পা'র
যেন খরগোসের দস্তানামোড়া কর।

"শশাঙ্ক দাদারই এমন মেয়ে পোষায়—" —বলেই পবন পশ্চিম মুখো হলেন। সেদিকে গুজ্জর, কচ্ছ, আস্তিন, পুস্তিন, লোহিত সাগর, সেখানে—

রোহিত মৎস্যের পরে ললিত সুন্দরী এক গুর্জ্জিন্,
শুট্‌কী গন্ধ ঢাকতে আতর ইস্তাম্বুল মাখা রাত-দিন।
রং যেন মাছের পেটের বরাবর।

"বরুণ দাদারই পোষায় এ পেয়ে"—বলে পবন উত্তর মুখো। সেখানে—

শ্বেত ভালুকীর পরে শ্বেতদ্বীপের কন্যা
কি কবো তাহার রূপ—বরফের যেন বন্যা।
জানিনা, পবন দেব পড়লেন তার পাকে
অথবা পবনের পাকে পড়লো কিনা সে কন্যা!

ইন্দ্রপুরের হাওয়া মহলের চূড়োর পরে বাজ কাটিতে বসে শ্বেত কাক। ইন্দ্র তাকে শুধোলেন—"পবন এখন কোন্ মুখে বইছেন?"

শ্বেতকাক চেয়েছিলেন উত্তর-পশ্চিম মুখে, যেন ঘূর্ণি হাওয়াতে ফেরালে মুখ দক্ষিণে।

—"কিছু বুঝলেম না।" বলে ইন্দ্র উঠলেন।

ইন্দ্রাণী বল্লেন—"আর বুঝে কি হবে? পবনের মতিগতিই ঐ প্রকারের। উতলা হয়ে ঘুরুন এখন—দশদিকে!"

"দেবলোকের কথা থাকুক এখানে
চল এবে মন পবন যেখানে—"

বলেই চাঁইবুড়ো ধুয়া ধরলেন—

"মহাদেবেরও যেটা অসাধ্য,
মহামায়ার কাছে সেটা সুসাধ্য!
অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া,
অঞ্জনা হলো প্রভঞ্জনের জায়া।"

দক্ষিণে বলিদ্বীপ, যবদ্বীপ, শ্যামদ্বীপ তল্লাস করে হতাশ পবন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে জাম্বুড়ীর বাসা জম্বুদ্বীপে উপস্থিত। যেন কী তো কিসের টানে হাতে দড়ি দিয়ে নিয়ে চল্লো পবনকে—ক্রমেই দক্ষিণ দিকে।



যমপুরীর দক্ষিণ দুয়োর আর মায়াপুরীর উত্তর দুয়োর—এরই মাঝে চন্দনগিরি। পবন ঘুরি ফিরি চন্দনগিরি দেখে যান একলাই। তখন—

চৈত্র মাস প্রবেশিল বসন্ত সময়
আইল পবন দেব পর্ব্বত মলয়।
একে তো বসন্ত তাহে চন্দনের বন
উতলা করিল গন্ধবহের মন॥

॥ গীত ॥

মনোমত চাহি উচাটন মন,
স্থির নন্ পবন কোনখানে।
'নিতান্ত বিমুখ পবনে প্রজাপতি'
—বলি কান্‌তে কান্‌তে কপালে কর হানে॥

রক্তচন্দনের বনে বিয়ের লাল প্রজাপতি দেখা দিল না, তার স্থানে দেখা দিল মহামায়ার দাসী চন্দনা—বাসন্তী শাড়ীখানি জড়িয়ে যেন পড়াপাখীটি।

—ওসে, চন্দনার রূপ বড়ই অদ্‌ভূত
হলুদের ক্ষেতে যেন ফুটেছে কলুদ।

চন্দনাকে দেখে কাছে ঘেঁসে পবন শুধালো—

—"কে তুমি? কি বা তব নাম?
যেন চন্দন ফোঁটা পণ্ডিতার ঠাম?"

চন্দনা কটকট করে শুনিয়ে দিলে—"অঞ্জনার স্রক্‌চন্দনী করঙ্কবাহিনী কিঙ্করী চন্দনা"—এই বলেই চন্দনা ঘুরে চলে যায়। দেখা যায় যেন একটা হলুদ-কালো ডোরা-সাপিনী মিলিয়ে গেল চন্দন বনে।

চন্দনার পাছে তাড়া করে যেতে পবন দেখেন—সামনেই চম্পক বন। সেখানে চাঁপার ডালে পা রেখে চাঁপালি শাড়ী পরা কি তা দেখবার সময় হোল না—পবন তাড়াতাড়ি শুধোলেন—"চম্পক বনে কে তুমি কন্যা?"

একটা কন্টক ফড়িং মুখ ফিরিয়ে বল্লে—"অঞ্জনার ফুলমালিনী চাঁপা!" তার পরই একফালি চাঁপালি রংএর কুয়াশা হয়ে কন্টক ফড়িংটা পালিয়ে যেতে চায়—পবন তার পাছে পাছে দৌড়ে চম্পক বন পেরিয়ে কন্টক বনে উপস্থিত। সেখানে দেখেন, কেয়াপাতার মত কাঁটা-চুলি জাম্বুড়ী বসে—রাস্তা আগলে।

পবন শুধান—"কে তুমি গা?"

বুড়ী গা চুলকে বলে—"আমি অঞ্জনার ধাই মা।"

পবন স্তম্ভিত। চন্দনা চাঁপাকে দেখে মনে হয়েছিল, অঞ্জনা না জানি কেমন সুন্দরী, যার দাসীরা এমন। জাম্বুড়ীকে দেখে যেন সে ভুল ভাঙে ভাঙে; "হে রাম"—বলে পবন-দেবভাষায় একটা উদ্ভট কি বল্লেন—

"গন্ধাত্যাসৌ ভুবন বিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা।
অন্ধীভূত কুসুম রজসা কণ্টকৈশ্ছিন্ন পক্ষ॥
পদ্মভ্রান্তা ক্ষুধিত মধুপা।
স্থাতুং গন্তং কমপি ন শক্য॥"

—"হাঃ"—বলেই পবন ধুল্যবলুণ্ঠিত কলেবর।

—"গালি দিলা বাবা?"—বলেই বুড়ী পবনের হাত চেপে ধরে একটি হাঁক ছাড়লেন—"গ্রেপ্তার"—চন্দন গিরির গুহা প্রতিধ্বনি পাঠালে, যেন কুঞ্জর কেশরী গর্জ্জন করে উঠলো। জাম্বুড়ীর হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়ালো জাম্বুনদের গহনাতে আপাদ-মস্তক মোড়া একটি কন্যা—যেন অঞ্জন শিলা থেকে কুঁদে কেটে বার করা পুতুলটি।

পবন দেখেন—সে যেন সুমেরুর সোনার কটোরায়, একটি প্রাণভ্রমরী, সোনার আঁচলে ঝাপা কাজললতা, যেন মিঙ্কি হরিণীর নয়নতারা—এমন কালো ; চলছে যেন নাচ-খঞ্জনী। কন্যার নাম শোধাবেন কি, দেখেই বুঝলেন পবন—ইনিই অঞ্জনা।

কন্যার রূপেতে বায়ু আকুল হৃদয়,
কহিতে না পারে কিছু জাম্বুড়ীর ভয়।

জাম্বুড়ী কালো জামের আঁটির মত দুটো বেগুনি চোখের মণি ঘুরিয়ে বল্লে—"পবনের পছন্দ হলো না লো অঞ্জনা, চল তোরে কেশরীর হাতেই দিই।"

বুড়ী যায় বুঝি! অঞ্জনাকে দেখে যেটুকু বুদ্ধি ছিল, সেইটুকু নিয়ে অঞ্জনার হাত ধরে মনের আবেগে পবন বল্লেন—"অঞ্জনা, তুমি নও অন্জনা ; পবনের মনোরঞ্জনা হও।"

জাম্বুড়ী যেন কোপ দেখিয়ে বল্লে—"পছন্দই যদি হলো অঞ্জনাকে, তবে নামটি খারাপ কর কেন? আমি নাম দিলেম 'অঞ্জনা', তুমি বলছ 'রঞ্জনা'। আমার নাম 'জাম্বুড়ী', কোন দিন না বলে বসো—'পান-সুপুরি'। না বাপু এমন বেভুল বরকে মালা দিতে বলতে পারিনে।

যাও পবন নিজ স্থানে
অঞ্জনা পালা তোর ঘর যেখানে।"

মেঘের ঘটায় কাঁটা বন ঘন হয়ে উঠলো—অঞ্জনা হারিয়ে গেল।

জাম্বুড়ী একমুঠো কালো জাম পবনের হাতে দিয়ে বল্লে—"জাম খাও আর শোন—অঞ্জনার ইতিহাস—

"মরিচ দ্বীপ, লঙ্কা দ্বীপ, কত দ্বীপই ফিরলাম,
জম্বুদ্বীপের কালোজামটির জুড়ি তো না দেখলাম।"

বুড়োকে হারিয়ে মনের দুঃখে এইখানে এসে দেখি কি :—

বিশ্বামিত্র মুনির শাপে আমার সামনেই একজোড়া বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, কুঞ্জর-কুঞ্জরী হয়ে গেল। আমি তো দেখে ভয়ে জড়ীভূত—আমারে বা করে দেয় মুনি বিদ্যাধরী।

মুনি শাপ দিয়েই পালাতে চায় ;
আমি চেপে বসলেম পথের মহড়ায়।
—"বলি, শাপ ঠেকাতে পার
বিষ ঝাড়তে নার ;
শাপান্ত কর
নয় কণ্টক বনে ঘুরে মর—বছর দুচ্চার!"
—"কন্যা জন্মালেই শাপমুক্তি!"
—"যাও মুনিরাজ সোজা পথ দি—" বলে আমি পথ ছাড়লাম।

কালে শাপ-মুক্ত হল বিদ্যাধর বিদ্যাধরী,
বনেতে দেখিয়া কন্যা আমি গেলাম মায়ায় পড়ি।

পিতামাতার স্নেহ নাই সন্তানের পর, অনায়াসে ফেলে গেল বনের ভিতর।
একাকী কান্দে শিশু কেয়াবনের পাশে, অশ্রুজলে শ্রমজলে কলেবর ভাসে।
ক্ষুধায় আকুল তনু ঘন বহে শ্বাস, দেখি মায়া হৈল নিলাম বুকের কাছ।
কোলে নিয়া শিশু কান্দিলাম বিস্তর, খাওয়াইয়া জামের রস ফিরাই কাঁধের পর
নাম তার দিলাম অঞ্জনা সুন্দরী কাঞ্চা বয়েসেই বাছার রূপ রোমাঞ্চকরী
ভয় হল তখন রাবণ যদি দেখে টপ্ করে দশবদনে ফেলিব কন্যাকে।
গিরি পরে বেঁধেছিলাম দারুচিনির ঘর, কন্যাকে লয়ে লুকাইলাম তাহার ভিতর।
এখন গেলাম মুস্কিলে পড়ি কার হাতে দিই বুড়াকালের নড়ী।

পবন বলেন—"আমায় দাও বিবাহ করি।
আমি প্রভঞ্জন, সে প্রভঞ্জনা
লেখা তো হয়েই আছে—মিলন দুই জনা।"

জাম্বুড়ী বল্লে—"ছন্দে মিলেছে যখন কি আর করা যায়;
এ বিবাহে দিলাম সায়।
মেয়ের জুড়ি পাওয়া দায়,
দাঁত খামাটি চিমটি দিতে সবারে হারায়।
আমি রই কাঁটা বনে পড়ি,
সে রয় পর্ব্বতোপরে—একেশ্বরী।
পারো তো সুখী হও দুজনে—বিবাহ করি।"

বলেই জাম্বুড়ী অন্তর্দ্ধান।
চেয়ে দেখেন পবন কাঁটাবন হল পুষ্পবন,
দেখা দিল বাবলাফুলি কমলা ফুলি সখী দুইজন।
দেখিয়ে পথ তারা চলে আগুসরি
একা আছে যেথা অঞ্জনা বনচরি॥

নিরজনে অঞ্জনা দাঁতে সুপারি কাটে, পবন দেব উপস্থিত জাঁতি দর্পণ হাতে।
জাঁতি দর্পণ পেয়ে অঞ্জনার বাড়িল কৌতুক, জাঁতিতে সুপারি কাটে দর্পণে দেখে মুখ।
পবন দেব বিয়া করি সেস্থানে রয়ে যান, আঠারো মাসে অঞ্জনার হইল সন্তান।
অমাবস্যা তিথিতে জন্মেন মহাবীর, সেদিনের কথা কহি শুন হয়ে স্থির।



স্থষ্টির লোকের ঘরে উঁকি দেওয়া দিবাকর নিশাকর তুই আকাশ-চরের দোষ। মহাবীর যে রাতে জন্মালেন সেটা ছিল ঘোর অমাবস্যা। নিশাকর খবর করতে পারলেন না কিছু। পবন নন্দন উল্টো কলাপাতে শুয়ে চোখ মিট্ মিট্ করছেন, এমন সময় উঁকি মারছেন দিবাকর—গাছের ফাঁকে ফোঁকে রক্তবর্ণ মুখখানা! আর ঠেকায় কে—

পর্ব্বত হইতে লক্ষ যোজন ভাস্কর,
এক লম্ফে উঠিল শিশু দেখিতে তুস্কর।

ফলভাবি উভয় করে দিবাকরে ধরতে যান, দৈবায়ত্ত গ্রহণে রাহুর অধিষ্ঠান।
সূর্য্যে ধরিতে শিশু চলেছে ত্বরিৎ, দেখিয়া নূতন রাহু পুরাতন সশঙ্কিত।
তুইদিকে তুইরাহু মধ্যে দিবাকর, পলাতে না পেরে হৈল ফাঁপর।
আকাশ জুড়িয়া বিরাট আকার, ভাবে পুরন্দর একি সমাচার।
ঐরাবতে বজ্রধর আসি উপস্থিত, গজরাজে দেখি শিশু বড় আনন্দিত।
সিন্দুর শোভিত দেখি মত্ত করীর শির লাফায়ে ধরিল শিশু দশনে হস্তীর।
মূলা ভাবি গজদাঁতে বসাতে কামড় ত্রাসে বজ্র মারিলেন শিশুরে পুরন্দর।
বজ্রাঘাতে বাতাত্মজ হয়ে অচেতন হনু ভাঙ্গি পড়িলেন কদলীর বন।

অঞ্জনা তো কেঁদেই অস্থির—

নিরখিয়া অঞ্জনার উড়িল পরাণ, ব্যাকুল হইয়া কান্দে, ঝরে দু নয়ান
'পুত্র পুত্র' বলি করে অঞ্জনা ক্রন্দন, শুনি দ্রুত আইলেন দেবতা পবন।
অঞ্জনা বলেন—"ইন্দ্র কৈল বজ্রাঘাত, পুত্রে পাড়িল যেন কদলীর গাছ।
দেবতা হইয়া অপকর্ম্ম করিল, গর্ভেতে জন্মিল পুত্র, বজ্রেতে মরিল।"

পবন তখন ক্রোধে বল্লেন—
"জগতের প্রাণ পবন আছি কোন কাজে ?
দেখিতো মোর পুত্র বাঁচে কি না বাঁচে।"

এই বলে পবন সজোরে পুত্রের মুখে ফুৎকার—পবন পুত্রের পেটটা ফুলে উঠলো জোড়া কুমড়োর মত, সাড়াও দিলেনা ছেলে শব্দও দিলেনা।

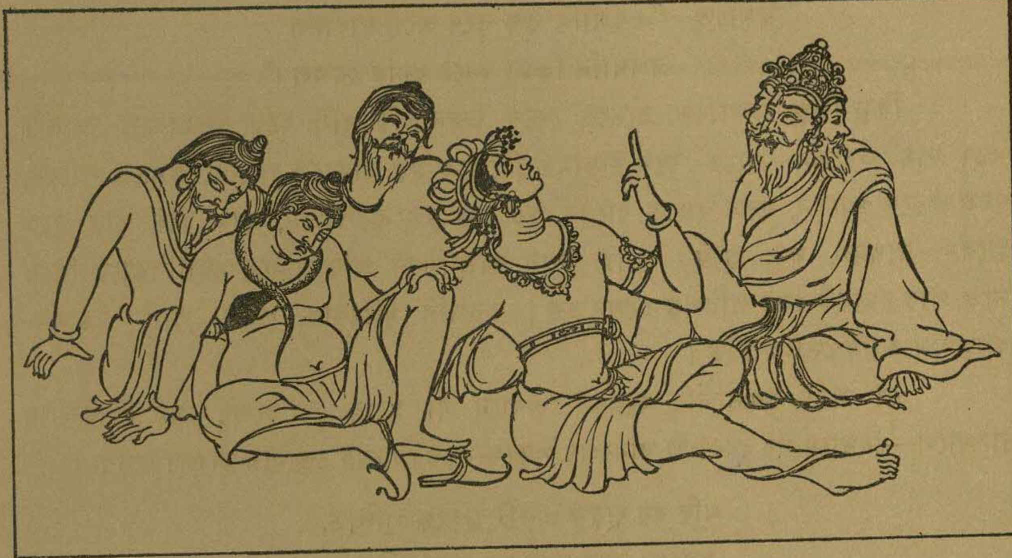
অঞ্জনা হায় হায় করে বলেন—
"যদিবা বাঁচিত পুত্র আপনার ধর্ম্মে,
মরিল এবারে নাথ তব অপকর্ম্মে।"

অঞ্জনার বচনে পবনের লাজ,
বলেন—"আজ হতে ছাড়লাম জগতের কাজ !
জগতের জীবের আমি হই প্রাণ
মোর পুত্র মরে—একী অপমান।
বিধাতা সৃজিল সৃষ্টি বড় করি আশ
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আজি হউক বিনাশ।"

এই বলেই না পবন তাঁর ডানার ঊনপঞ্চাশ পাখনা বন্ধ করে গোম্ হয়ে বসলেন। ত্রিভুবনে রব উঠল—'দম্ ফাটে—মরি—প্রাণ যায়'। শ্বাস পবন সে লোকের জীবন, পবন না হলে বাঁচার কি উপায় ?

স্থাবর জঙ্গমাদি মরে যত জীব,
মুনি ঋষি অচেতন—হাঁপাচ্ছেন শিব
ইন্দ্র আদির দম বন্ধ—নাড়ি ছাড়ো ছাড়ো।
সৃষ্টি নাশ হয় দেখি, চিন্তা বিধাতারও।
ব্রহ্মার পরম হংস হাঁপান মানস সরোবরে।

ব্রহ্মা ওঠেন তো পড়েন, হাঁপাতে হাঁপাতে পবনকে এসে বলেন—
"বায়ু রোধ করি নাশিবা জগৎ ?
আপনি মরিবা বুঝি কর এই মত !



আত্ম রাখ, সৃষ্টি রাখ—শুন, দিই বর—
চারি যুগে তব পুত্র হইবে অমর।"

শুনিয়া ব্রহ্মার কথা পবনের হাস, রুদ্ধ ছিল পবন করিল খালাস।
হনুমানও মার কোলে ফিরিলেন পাশ বর দিতে সকল দেবতার তখন উল্লাস।

তখন সব দেবতারা বর দিতে দৌড়ান হনুমানকে।
যম বললেন—"যম হতে তোমার নাই ডর।"
বরুণ বলেন—"সাগর হবে তোমার হাঁটু জল।"
অগ্নি বলেন—"অগ্নিতে না পুড়িবে কলেবর।"
ইন্দ্র বলেন—"শরীর হোক বজ্রের সোসর।"

ব্রহ্মা বলেন—"হবে অজর অমর—
ভক্তি রেখো বাপু ব্রাহ্মণে—না হলে হবে ফাঁপর।"
এস্থানে জন্মকথা মারুতির শেষ।
এইবারে যাবো সবে কিষ্কিন্ধ্যার দেশ॥

সকালে সকালে বাল্যভোগ দিয়ে পুঁথিকে সভাস্থ করলেন চাঁইবুড়ো। হনুমন্তের মন্তব্য দিয়ে কথা সুরু হোল ঃ—

কথ্যতে—"একগাছি শুষ্ক তৃণে জ্বলে দাবানল
দশখানি ভিজা কাঠে ধুমাই কেবল।"

কিছু কিছু কলাবিদ্যা হয়েছে দেখে চন্দনগিরি খুসি হয়ে হনুমানকে বহুরূপী বিদ্যা দান করলেন—যাতে করে ইচ্ছামত নিজেকে হনু বাড়াতে পারেন, কমাতে পারেন, অদল করতে পারেন, বদল করতে পারেন, সূচ হয়ে ঢুকতে পারেন, ফাল হয়ে বার হতে পারেন—যথেচ্ছা, যথা সুখে। তার উপর স্বাভাবিকী প্রতিভা বলে কলাবিদ্যাতে নিজে নিজে পাঁচ বছরেই বেশ পরিপক্ক হলেন হনু; তদুপরি মুষ্টিযোগ, লঙ্গর, প্যাঁচ্ উল্লম্ফন-প্রোলম্ফন আদি তো আছেই।

এই সময় চন্দনগিরি বল্লেন—"এখানে যা হবার তো হলো, এখন কিষ্কিন্ধ্যার পাঠশালে—যেখানে সব দেবাংশী বানরগণ পড়ছে—সেইখানেই তোমার যাওয়া কর্ত্তব্য।

যদি রয় সুবৃক্ষ একটি সুগন্ধে পুষ্পিত,
সর্ব্ববন তার গন্ধে হয় আমোদিত॥

অতএব, এখানে পর্ব্বতে পর্ব্বতে লাফালাফি আর চন্দনগাছ উপড়ে লাভ কি?—সুপুত্র হয়ে যেখানে তোমার দাদারা পড়ছেন নানা বিদ্যা সেইখানে গিয়ে পড়।

হনুমান বল্লেন—"গুরুদক্ষিণা?"

—"কিছু প্রয়োজন নেই।" বলে চন্দনগিরি স্তব্ধ হলেন।

গুরু আদেশ শিরোধার্য্য করে হনুমান গিয়ে অঞ্জনা মাকে বলছেন।

—"মতং মুনি কিষ্কিন্ধ্যায় আছে
বিদ্যা শিক্ষা করিতে চলিব তার কাছে।"

মানুষের মা হলে বলতো—

ওরে বাছা ইকি শুনি বোল?
মায়ের প্রাণ যে হ'ল উতরোল।
তুমি আমার চোখের মণি—
কি কথা কহিলা হনুমনি,
কোথা ছাড়ি যাইবা জননীর কোল?
দেখ রাম গেল বনপথ
শোকে মো'ল দশরথ



পাছে তোমার মার তেমন হয়—
যা হয়েছে বিত্তেসাত্তি,
এখন বাজুক বিয়ের বাত্তি
পুঁথি পাটা ঠাকুর ঘরে তোল !"

কিন্তু ঃ—

নরে আর বানরে এক নয় কখন
সন্দ হয় তো কার নামে কয় অক্ষর গণ

হনুমান সহজেই অনুমতি পেলেন। একটা ঝুনো নারকেল আর গোটা কতক তালআঁটি পেলেন হনুমান—অঞ্জনার আশীর্ব্বাদ! যদি কাঁদতো অঞ্জনা তো চোখের জলে গোলা একশিশি কাজল কালি গড়িয়ে পড়তো চন্দন পাহাড়ের গা বেয়ে! তা তো হলো না—এতেই বোঝ নরে বানরে তফাৎ !

হনুমান তালআঁটি চিবোতে চিবোতে চল্লেন—গুরুগৃহে কিষ্কিন্ধ্যায়। যাচ্ছেন আর থেকে থেকে আকাশে চাচ্ছেন—কত বেলা! খুঙি পুঁথি কিছুই নেই সঙ্গে। পথে যেতে পাহাড়ী আতা পেড়ে কামড় দেওয়া হচ্ছে আর ইতি উতি চাওয়া হচ্ছে—কলাগাছ

কোথাও আছে কিনা। মাঠে পারে দেখা যায়—কাঠালপুর, বড় বড় গাছ ঘেরা ছোট ছোট ঘর-পুকুর, তারপরে কলাই ডাঙ্গার ক্ষেত, চাল-কুমড়োর মাচা, বেগুন ঝুড়ির হাট, তেঁতুলীয়ার পিতল-গোঁসাইয়ের মঠবাড়ীর বাগান—কাঁচাপাকা তেঁতুল আর বাদুড়ে ভর্ত্তি। পথ চলতে আর মন চায়না পবন-পুত্রের। ইচ্ছা করে এই সব গাঁয়ের একখানে থেকে যাই—

ফলও প্রচুর ছায়াও মেদুর
বসলেই হল বিছায়ে মাদুর,
কে আর যায় কিষ্কিন্ধ্যায়—অতদূর!

চলতে চলতে কোনখানে দেখা যায়—একটি কুয়োতলা, একটি বটগাছ, একটি কালো কোলো পল্লীবালা, পোড়ো মন্দির, ইষ্টকালয়, দেখে হনুমানেরই মন খারাপ হয়ে যায়, মানুষ তো দূরের কথা—এমন সুন্দর সেসব স্থান।

হনু একটা গাছে ঠেস্ দিয়ে মনোরম দৃশ্য দেখতে বসেন, পিঠে কাঠ পিঁপড়ে কাটে—'উপ্' করে একটা কাতর ধ্বনি করেই আবার পথচলা সুরু!

সন্ধ্যা হয়ে আসে, সহর কিষ্কিন্ধ্যার দেখাই নেই। পূর্ব্ব কথা স্মরণ করেই যেন পশ্চিম পাহাড়ে গা ঢাকা হলেন—ভানুমান।

বেলা অবসান প্রায়, অস্ত যায় ভানু
বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি রোদ দৃষ্টি মাত্রে হোলো বোধ
কিষ্কিন্ধ্যায় আনু।

মলয় পর্ব্বত থেকে নেমে এসে দূর থেকে কিষ্কিন্ধ্যার বাড়ী, ঘর, সহর, বাজার, গড় সব দেখছেন হনুমান যেন উইটিপি মত।

পথ ভুল হলো না কি? এ কোথায় এলেম? পথে একটা মর্কট যাচ্ছিল, তাকে ডেকে সহর কোন বাগে শুধোতেই, সে বলে উঠলো—"কড়কৌচী? আগবাঢ়—সহড় কিষ্কিন্ধ্যা নিন্দাড় নয়—আগবাঢ়, আগবাঢ়।" যাকে শুধান সেই বলে—"আগবাঢ়।"

কোথায় কিষ্কিন্ধ্যা? কোথায় কি? যত আগান দেখেন সামনে—উইটিপি! রাতের অন্ধকারে দূরে চোখ চলে না। উইটিপির পরে একটা ঝাঁটি আমলকী আর গোটাকতক ডাঁটি মনসা গাছ খাড়া দেখে পবননন্দন উইটিপির 'পরে উঠে—

—ফলেতে প্রচুর ছায়াতে মেদুর
সেই গাছ বলে বিছাও মাদুর—
রে দূরের পথিক! ফল না পাস্ তো শীতল ছায়া
জুড়াবে তো তোর সকল কায়া—

এই বুদ্ধি করে সে রাতের মত আমলকী তলেই গা ঢাকলেন—"রাম রাম" বলে।
নিদ্রা হয় না সাপ খোপের ভয়ে; চারিদিক চেয়ে দেখেন হনু—

"গতোর্দ্ধরাত্র নিস্পন্দস্তরবঃ সর্ব্বে নিলীন মৃগপক্ষিনঃ
দিশশ্চ নৈশান্ তমসা ব্যাপ্তা নভোনৈত্ৰৈরিবাবৃতম্॥

অর্দ্ধরাত্র গতে নিস্পন্দ তরুলতা,
নিদ্রাতুর মৃগপক্ষে ঝিমায় যথাতথা
দিক ঘেরা নিশান্ধকার আকাশ যবনিকার
ছিদ্রে ছিদ্রে উঁকি দেয় অগণ্য তারার—চোখ কটা॥

ভয়ে ভয়ে রাত কাটলো হনুর। সকালে দেখছেন—

এখানে গাছ হয়ে আছে পাথর
পাতা পত্তর পাথর কুচির বরাবর,
নোড়া নুড়ি, ফল ফুলের কুঁড়ি—ছোট বড় বিস্তর।
গাছে বসে আছে পাখী—নাহি গায় গান,
বানরগুলো নড়েনা চড়েনা—ল্যাজে দিলে টান!
জড়াজড়ি করে আছে নাগ নাগিনী
আরো কত জীব—তাদের না চিনি
আধা মানুষ, আধা মাছ—
মূর্ত্তি সব বিরাট।
হাতী ঘোড়া গাই গরু—সবই পাথর।

একস্থানে গজবদন মানুষের ধড় বিরাট এক মূর্ত্তি দেখে পবননন্দন তটস্থ! ধীরে ধীরে পিছু হটে সে স্থানটা প্রদক্ষিণ করে ভালো মানুষটির মত সরে পড়লেন। খানিক এগিয়ে দেখেন একদল মর্কটী বসে রোদ পোহাচ্ছে। হনুকে আসতে দেখেই তারা কিলকিলা শব্দে পলায়ন! হনু আগান কি পিছান ভাবছেন এমন সময়—'ঢ্যেং এ্যং ওম্ ওম্বা'—শব্দে বিরাট একটা ঘণ্টাধ্বনি। তার পরেই নাচধ্বনি শুনলেন—

"কিচিকিন্ধ্যা কিচিকিন্ধ্যা—নিন্দার নয় সহর
হক্ষিয় রাজা—ধর্ম্মে পালেন প্রজা।
রম্যেষা ভুবনধন্য—কিচিকিন্ধ্যা নগর।"

হনু বুঝলেন কিষ্কিন্ধ্যায় এসে পড়েছি। হনু আনন্দে গুন্ গুন্ গীত গেয়ে অগ্রসর হলেন—

ঐ দেখা যায় কিষ্কিন্ধ্যা, মধ্যে মধুবন
নিকট এবার গুরুর ভবন॥

আসবার কালে চন্দনগিরি ভূর্জ্জি পাতায় মতং গুরুর নামে একখানি পত্তর হনুর হাতে দিয়েছিলেন। হনু সেটি মুঠোর মধ্যে নিয়ে সহর কিষ্কিন্ধ্যার অলি গলি খুঁজে দেখেন—কোথায় বা গুরু, কোথায় বা পাঠশালা! বানর বানরীর মেলা! সহর বাজার সরগরম—

পুরু পুরু সর, খামা খামা দৈ,
খোরা খুরি কলাপাতা ছোলা ভাজা খৈ,
গুড়পাটালীর গুলজার বাজার দেখি—
হনু বলে—"বিধি করে চতুর্ম্মুখ হই!"

গুরুর চতুষ্পাঠির কথা মনেই নেই হনুর। ওদিকে রোদ চড়েছেন বেলা তুপুর। হনুর ক্ষুধাও লেগেছে প্রচণ্ড।

চকবাজারে মালি বেচছে—ফুলকপি বাঁধাকপি, এক একটা গামলার মত। হনু সেইখানে গিয়ে নিজের পেটে বাঁ হাতখানা বুলিয়ে ডান হাতখানা ঝাঁকার দিকে "রাম রাম" বলে বাড়াতে, পসারি বল্লে—"না হব যাহঃ।"



যাই ঐ কথা বলা আর টপ্ করে একটা বাঁধাকপি হনুর গালে, তৎক্ষণাৎ একটা ফুলকপি বাঁধাকপির সঙ্গে ঢুকেছে প্রায় সবটা—কেবল গোড়াটা মোটা একটা বর্ম্মা চুরুটের মত বেরিয়ে আছে; ধরলে বাঁ-হাত চেপে হনুর দোকানদার।

—"পয়সা?"

হনুর বাঁ হাতে চন্দনগিরির চিঠি—মুঠো খোলেন না।

—"তষ্কর, তষ্কর,"—যত চ্যাচায় দোকানী, হনুমান তত জোরে কর বন্ধ করেন।

দোকানের সামনেই—কাঠের মকরের পিঠে ধ্বজা আঁটা "সুস্তেং বৈদ্যপীঠ" লেখা বেনের দোকান। শুকনো শিকড়, মূল, গাছ-গাছড়া মহৌষধি সব ঝুলছে। হনু সেখান থেকে একগোছা গাঁজার আঁটি মুখে দেওয়া!

—"মোলোরে খেলেরে" বলে স্থস্থেং বন্থি তেড়ে আসতে না আসতে, হনু দাওয়ায় পড়ে অজ্ঞান—হাত পা শিথিল, শিবনেত্র, মুখ নড়ছে একটু একটু যেন 'রাম রাম' বলছে।

ধন্বন্তরীপুত্র স্থস্থেং পাঁজাকোলা করে বালক হনুরে তো নিজের ঘরে নিয়ে শোয়ালেন। দোকানী এসে কপির পয়সা চায় তাঁর কাছে।

—"পয়সা দেবো! ঐ কপির ঝাঁকার সঙ্গে তোমারেও চালান দেবো! পালা এই বেলা ঝাঁকা নিয়ে। কপি কটা খেয়ে পরখ করতে হবে বিষাক্ত কি না—ফেলে যা আমার উঠানেঃ আর বাজার মুখো হস্নে! একথা প্রকাশ হয়েছে কি গেছো—ফাটকে!" দোকানী কপির সঙ্গে কলা মূলো শশা, যা কিছু ছিল সব বন্থি বাড়ি ফেলে চোঁচা দৌড়!"

স্থস্থেং ডাকলেন—"গোপাড় দাস, এদিক্যা আস—" চেলা গোপাল দাস আসতেই—"ক্ষেতপাপড়া ধনিয়া পলতা মিলিত এক্কতোলা মধুর সঙ্গে—" বলেই হনুর নাড়ি টিপে ধরলেন।

স্থস্থেং বাঁ হাতের মুঠো খুলতে যান—খোলেনা। নাকে তুলো ধরে দেখেন নিশ্বাস দিব্যি বইছে, মুখব্যাদান করিয়ে দেখেন দাঁতি লাগে নাই, ল্যাজটার ডগায় ছুঁচ ফুঁটিয়ে দেখেন লাফিয়ে উঠলো, কাতুকুতু দিতেই হনুর উপ্ করে উঠে বসা!

—"খেয়ে ফেল খলটা চেটে!"

গোপাল দাস খল ধরে দিলে সামনে। হনু সেটা চেটে খেয়ে বল্লেন—"আর একটু ছান!"

স্থস্থেং বল্লেন—"হবে, বাম হাতের মুঠোটা ছাড়ুক!"

হনু বাঁহাতের মুঠো খুলে দেখালেন—চন্দনগিরির পত্তরটি!

খপ করে স্থস্থেং বৈদ্য—"ব্যবস্থা পত্তর না কি?"—বলে ভূর্জ্জিপাতাখানা টেনে নিয়ে আলোয় ফিরিয়ে পড়লেন—

নমো গুরু কল্পতরু বিখ্যাত মতং হনুমানে কৃপাং কুরু ভাবি অজ্ঞজন।
জননী অঞ্জনা, ইহার পিতা যে পবন রামভক্ত ইহারে করিবা যতন।

"ভাই ভাই" বলে স্থস্থেং পবননন্দনে শত চুম্বন দেন। আর গোপালকে বলেন ডেকে—

"ভাগ্য বলে আইলেন পবননন্দন, ভালো মত প্রস্তুত কর অন্ন ব্যঞ্জন।
লুচি মালপোয়া তেলে ঘৃতেতে ছাঁকিয়া, বার্ত্তাকু ভাজহ তাহে তিল বড়ি দিয়া।
চোঁয়া চোঁয়া করে ভাজ উচ্ছে কড়কড়ি, গুড় চিনি একত্রেতে তাহে ফুলবড়ি।

অড়হড় ডাল আর মুগের সাউলী, স্থপঘণ্ট মোচাঘণ্ট কদলীর আউলি।
কুষ্মাণ্ডের অম্বল তাহে দোবরা চিনি, নারিকেল পূর ভাজো—পথ্য করবেন ইনি।
পাকশাল হইতে আইল পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, হনু সঙ্গে বৈদ্যরাজ করিল ভোজন।
ভোজন করিয়া দোঁহে কৈল আচমন কর্পূর তাম্বুল নিল মুখের শোধন।

এই বলে চাঁইবুড়ো সেদিনের মত পুঁথি পাঠ বন্ধ করলেন।

পরের দিন পুঁথিকে বৈকালিক শীতল ভোগ দিয়ে পুনরায় কথা আরম্ভ হল, হনুমন্তের মন্তব্য দিয়ে—

"কি করে দেহের সুখ
পিঞ্জরায় থেকে লাগে ভুখ !!"

মতং গুরু ইক্ষিয় রাজার পুরুতগিরিও করেন, রাজবংশী দেবাংশী বানরদের গুরু-গিরিও করেন। বালী, সুগ্রীব, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, জাম্বুবান এঁর হাতায় কেউ হাতে থান ইট, কেউ হেঁট মাথা উপর পা, কেউ বিছুটি কাঁটার পাটিতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে সূয্যির দিকে চেয়ে নানান তরো গুরুদণ্ড ভোগ করছেন—এমন সময় হনু ঢুকলেন সেখানে।

পোড়োরা হনুকে দেখে বল্লে—

"কে তুমি বালক ? দেহ পরিচয়
কোথা হইতে আইলে ? কাহার তনয় ?"

হনু বল্লেন—"আমি অজ্ঞজন
মাতার নাম অঞ্জনা, পিতার নাম পবন !"

সর্দ্দার পোড়ো জাম্বুবান বেত কাঁটার ঝাঁটায় নিজের পিঠ ঝাড়বার শাস্তি ভোগ করছিলেন, ধীরে ধীরে বল্লেন—

"পলায়ন কর, পলায়ন কর, ভাই বাতাত্মজ,
এমন গুরু যে ইন্দ্র গজে পিটিয়ে বানায় অজ !"

এই শুনে বালী সজল নেত্রে হনুর দিকে চাইলেন—গরম তাওয়া পিঠে বাঁধা !

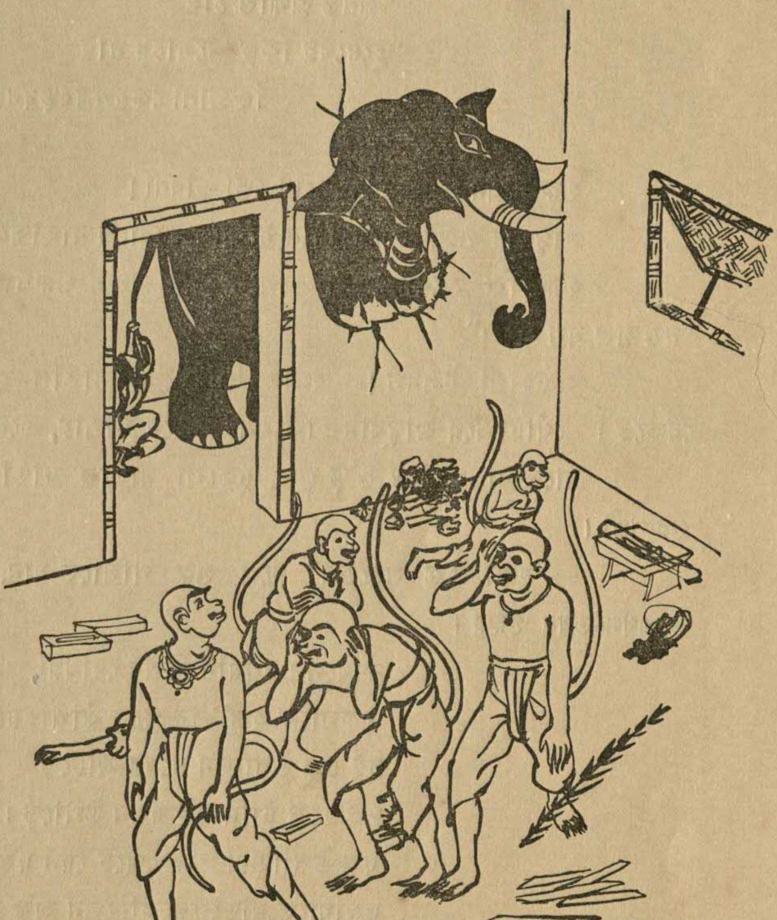
হনুমান বল্লেন—"আমি অজর, আমি অমর
আগুনে জলে পাকা, বজ্জর ভাঁটা—শক্ত কলেবর,
—যমের লাগাই ডর !"

জাম্বুবান বল্লেন—

"বোঝা যাবে যখন গুরুদণ্ড পড়বে মাথার পর !"

মোটা এক ডাণ্ডা হাতে মতং মুনিকে পোয়াটেক পথ প্রাতঃস্নানের পর আসতে দেখে, গয় গবাক্ষ দুজনে বলে উঠলো—"ঐ আসছেন গুরু কল্পতরু !"

—"আর কথা নয়" বলেই জাম্বুবান হনুমানের দিক থেকে আকাশ বাগে চেয়ে পড়া সুরু করলেন,—"ক কইতে কফ., খ কইতে খক্।"



সব বানরে সুর ধরলে অমনি—"কয়ে কশা, খয়ে খড়্গ, গয়ে গুঁতা, ঘয়ে ঘুষা, ল্যাজ গোটা পাগুড়ি বাঁধা (ঙ) উঙা অনুস্বর, বিসর্গ হক্কিয় তৎ—সদ্গুরু দণ্ডবৎ ক্ষেমা কুরু—নাকে খৎ"— বলেই যে যার পায়ের তলার বিছুটি পাটিতে নাক ঘসে হাতের থান ইট কখান মুনির আসার পথে একটার পর একটা সমান সারি সারি সাজিয়ে দিয়ে বিছুটি পাটি টেনে ফেল্‌লে উঠানের কোণে—পাছে গুরুর পায়ে কাঁটা ফোঁটে।

রাঙা ইটে পা ফেলে গুরু এলেন দুলে হেলে। দাওয়াতে উঠতেই বালী থেকে আরম্ভ করে দেউলী—কী বানর, কী বানরী সবাই ঝামা ইটের উপর থেকে পদধূলি চেটে সাফ করে নিলে। এক হনুমান খাড়া দাঁড়িয়ে। গুরু জাম্বুবানের দিকে চাইতেই—জাম্বুবান হনুর কানে কানে বল্লেন—"গুরু মতং প্রণাম কর !"

হনুমান গুরুর দিকে চেয়ে বল্লেন—"রাম ছাড়া কাউকে করি না প্রণাম !"

সভাস্থলে যেন বজ্রাঘাত পড়ল। গুরু ডাণ্ডা ঠুকলেন—ঠক্! রেগে হাত কাঁপছে যত—ডাণ্ডা ঠক ঠকাচ্ছে তত—"ঠক্ ঠকের শিরোমণি বিদ্যা সিদ্যা কিছু হয়নি—চাল চোল চোয়াড়ে যেন কেমন কেমন না ?"

জাম্বুবান গুরুলাঠির ভাষা বুঝতেন, তাড়াতাড়ি বল্লেন—

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ঠাঁই
ভুদেবের কিছু অগোচর নাই
জিজ্ঞাসা কেবল বিড়ম্বনা !"

গুরু বল্লেন—"কি করি তাই তো ভাবনা !

জাম্বুবান গুরুর কানে কানে বল্লেন—দেবাংশী বাতাত্মজ !"

গুরু কি শুধোতে যাচ্ছিলেন এমন সময় গুরুপত্নীর চীৎকার শোনা গেল—"মত্ত গজ মত্ত গজ !"

অস্টচালা টলমল ! গুরুর লাঠি যেন মাতাল হয়ে ডাইনে বাঁয়ে এঁকছে বেঁকছে। খোঁটা ধরে জাম্বুবান হাঁকছেন—"এযে কাঁপায়, এযে কাঁপায় !"

দাঁতে বাতা ফুঁড়ে শুঁড় সুদ্ধ্ ঢুকলো মাতাল দাঁতাল রুখে—ল্যাজ ধরে তার গুরুপত্নী।

—"হস্তী হস্ত সহস্রেণ" বলে গুরু পালাতে যান, শুঁড় বাড়ায় হাতী। তখন —এখন-তখন গুরুর।

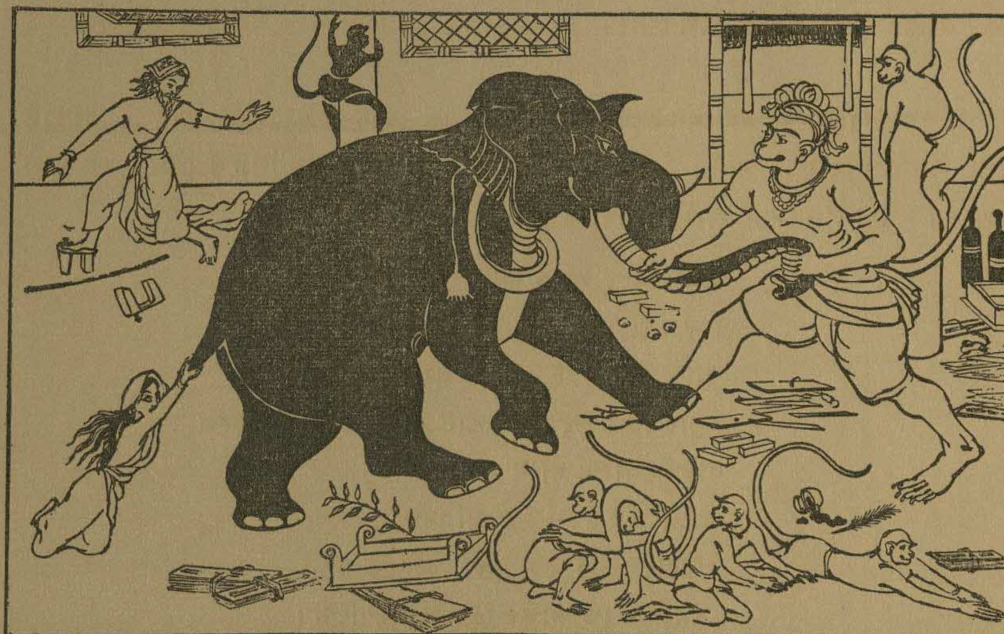
রুষিলেন হনুমান বিপদ দেখিয়া,
একলাফে হস্তী'পর পড়ে ঝাঁপাইয়া।
দুই চক্ষু উপাড়েন নখের আঁচড়ে
দুই হস্তে টানি দুই দশন উপাড়ে।
দন্ত উপাড়িয়া তার পেটে দেন দন্ত
দন্তাঘাতে মাতঙ্গের করিলেন অন্ত।

তখন গুরুর হাসি ধরে না। "জয় হনুমন্ত জয় হনুমন্ত"—বলছে বানরগণ।

"মুনিপত্নী বাপ্ হনু রক্ষা করিলে আজ
কি বলিব আর বাছা তুমি কপিরাজ !"

গুরু তখন নিজের কাছা কোচা সামলে বল্লেন—

"এই দুষ্ট করী ছিল পূর্ব্বজন্মের অরি
আমি তখন ছিলাম দুর্দ্দান্ত কেশরী।



তোমার প্রসাদে বাঁচে প্রাণ সবাকার,
আপন ইচ্ছায় কর আহার বিহার।
নির্ভয় করিলা বীর মুনিরে তুমি আজ,
যেই ইচ্ছা বর মাগ শুন কপিরাজ।"

হনুমান বলেন—"যদি বরই নিতে হয়—
লইব রামের কাছে—অন্যের কাছে নয়!"

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত মতং মুনি, তার পরেই বিষম কুপিত, হনুকে শাসায়েন তখুনি—প্রথমে সমস্কৃততে, তারপরে ভাষা পদ্যে।

—"পরিহাসং গুরোস্থানে চাপল্যং তু পরিবর্জ্জয়েৎ।"
"বানর হইয়া যে গুরুরে কর ঘৃণা
বল বুদ্ধি বিক্রম পাসর আপনা।"

—"হে রাম"—বলে হনুমান গায়ের ধূলো ঝেড়ে গুরুবাড়ীর হাতা ছেড়ে যান। দুয়োরে হস্তীপক্ হক্কিয় রাজার সহরকোটাল গোদা ভোঁদা। হনুমান তখন গুরুশাপে

আত্মভোলা। গোদা ভোঁদা সহজেই হনুকে হাতী মারার অপরাধে হাত কড়ি দিয়ে হক্ষিয় রায়ের বাড়ীর দিকে চলে গেল।

রাজবাড়ী তো নয় যেন ইটের পাঁজার উপরে ছোট বড় মেটে গামলা, ঢাকাই জালা উল্টোনো দেখা যায়। কেল্লার ফটক নেই—বাহির গড় টপকে ঢুকতে হয় সহর বাজারে। মধ্যগড়ে দেখা যায় কিষ্কিন্ধ্যার প্রাসাদ।

জঙ্গল সহর মাঝে অতি সুশোভন,
বিরাজয়ে হক্ষিয় রায়ের ভবন।
অতি উচ্চ পূরট প্রাচীর ভালো ভালো
চতুর্দ্দিকে চতুর্দ্দ্বার, কপাট নাই—দেয়াল চটালো।
দ্বাদশ যোজন দীর্ঘে প্রমাণ
প্রস্থে অর্দ্ধ তিন হস্ত পরিমাণ।
উঠিয়াছে উচ্চ এক মুর্চ্চা ভেদিতে গগন
সেখান হ'তে ভাস্কর ঠিক লক্ষ যোজন।

কতকাল রাজত্ব করছেন কিষ্কিন্ধ্যায় হক্ষিয় তা কেউ জানেনা। বত্রিশ জন মন্ত্রীর শ্রাদ্ধ আর শততম স্মৃতিসভার পরে পরে বক্তৃতা দিতে দিতে দুপাটি দাঁত ক্ষয়ে মাড়ি সার হয়েছেন, সিংহাসনে বসতে বসতে এত বৃদ্ধ হয়েছেন তিনি যে দাঁতের সঙ্গে বত্রিশ গজ ল্যাজও পড়ে গিয়ে দেখতে হয়েছেন প্রায় মানুষ। বালী সুগ্রীব বলতেন—"মাতামহ আমাদের কপি সিংহাসনে রাজছত্তরের সঙ্গে রোলাম আঁটা হয়ে গেছেন—বত্রিশ সিংহাসনের হারানো পুতুলপ্রায়। আমাদের সবার গল্প শেষ হলে তবে খসে পড়ে উনি স্বর্গে যাবেন।"

তিনকেলে বুড়ো হক্ষিয় রায়— কেলে মাটির কুঁজোর মত তে-পায়া সিংহাসনে বাঁকা হাতোলের মত দুই কর প্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ নিশাকরের দিকে বাড়িয়ে নিজের কর-কোষ্ঠি গণাতে বসে আছেন; মস্তকে অলাবু মুকুট, গায়ে বেগুনিছাপ রাজবেশ, গলায় বকুল-বিচি-মুক্তার গণ্ডমালা, কানে আমলকী-পান্নার বীরবৌলী, হাতের বুড়ো আঙ্গুলে একটা তেলাকুচি-পলার অঙ্গুরী। পাশে তাঁর পঞ্চদশ বর্ষীয়া খণ্ড 'ত' য়ের মত মুখখানি টীকারাণী—তিন্তিড়ি-বীজ মণিহার, তরমুজি-দানা চৌদানি, বাদাম-তক্তি জসম্, পেস্তাদানার সাতনরী, খোয়ে মুক্তোর গুজরী পঞ্চম তাবিজ কঙ্কনাদি, তদুপরি ইচড় বুটি সবজী ওড়না, ঘাঘরী, মাথায় আনারসী মটুক পরে সভা আলো করে বসে আছেন। এমন সময় খটাং খুটং খট্ খটং খড়মের শব্দ দিয়ে দেবপুত্র বানরগণ সঙ্গে মতং মুনি সভাস্থ হলেন।



হক্ষিয় রায় বল্লেন—

"শিখাতে দিলাম কুমার গণে, মুনি মতং
দেখি কার বিদ্যা হ'ল তো কেমন!"

মতং মুনি বল্লেন—

"বিদ্যা হল সঞ্চয়
এবে তারি পরিচয়—স্তেন কুমারগণ!"

হক্ষিয় বালী ও সুগ্রীবের দিকে চেয়ে বল্লেন—

"এ সম্পদ সম্প্রদান সকলি করিলাম দৌহিত্রের প্রতি
কি বিদ্যায় হল প্রণিধান?
ব্যাকরণ না অভিধান?—কহিবা সম্প্রতি!"

তখন বালী কি করেন, মাটি আঁচড়ি বলেন—

"মুষ্টিযোগ শিখেছি খালি
নিমেষে চতুঃসাগর ঘুরে আসতে পারি!"

তখন সুগ্রীব ক'ন গ্রীবা চুলকি—

"কীলে উড়াই আগুনের ফুল্‌কী
নখেতে পাষাণ ফাড়ি!"

নল বলেন—"আমার হাতে শোলাও যা পাথরও তাই!"

নীল বলেন—"চিল কাঠ জোড়া লাগাই।"

গবাক্ষ বলেন—"চক্ষের পর্দ্দা একটুও নাই।

গয় বলেন—"দফা গয়া করতে আমার তুল্য নাই!"

জাম্বুবান বলেন—"জম্বুদ্বীপে বুদ্ধিমান যদি কেউ থাকে তো তুমি আর আমি, আর আমাদের আর একটি ছোট ভাই!"

হক্ষিয় বল্লেন—"কই তার যে দেখা নাই?"

এই সময় হনুমানকে নিয়ে গোদা ভোঁদা দুই নগরপাল হাজির করে বল্লেন—"বাতাত্মজ মেরেছেন মত্তগজ!"

হক্ষিয় বল্লেন—"তা জানি,

দামামা নামে দানব ছিল সেটা সেজে মত্ত গজ,
মহাশত্রু নিপাত করেছেন বাতাত্মজ!"

নিজের হাতে পবননন্দনের বন্ধন ঘুচিয়ে হক্ষিয় বল্লেন—

—"কহ তব নাম, শ্রবণে অভিলাষ!"

হনুমান আত্মভোলা হয়েছেন মুনির শাপে, কিন্তু রামনাম ভোলেন নি, সহজে জবাব দিলেন—"রাম দাস!"

—"তা জানি!" বলে হক্ষিয় বল্লেন—"কি কাজে পাঠালেন তোমার প্রভু শুনতে পাই?"

হনুমান বল্লেন—"প্রভু এ স্থানে আসবেন, আগে হতে পাঠালেন এ দাসে তাই!"

—"তা জানি, এ কথা বহুদিন হতে চলেছে কানাকানি!"

গোদা ভোঁদাকে ডেকে বল্লেন—"গজদন্ত দুটায় রামচন্দ্রের জন্য গুটা সিংহাসন প্রস্তুত করায়ে রাখ, ভাল কারিগর আনি!

বৎস হনুমন, ঋষ্যমুখে আছে প্রশস্ত আরাম ভবন
সেখানে করিবা অপেক্ষা—পাতি রাম রাজার সিংহাসন খানি
জানি আমি, জানি সব জানি!"

বলে রাণীর হাত ধরে হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে অন্দরে প্রস্থান করলেন।

হনুমানের খাতির দেখে মতংমুনি আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে সভা ত্যাগ করলেন—

"বহু দোষ জন্মে অতি লালনে
বহু গুণ বর্ত্তে গুরু তাড়নে।"

হক্ষিয় রাম আদরে যত্নে হনুমানকে নিজের কাছে রেখে লালন পালন করছেন। 'বুড়োতে ছেলেতে কাশি কথায় কথায় হাসি'!

হক্ষিয় বলেন—"বিদ্যা হয়েছে কিয়ৎ পরিমাণ?"

হনুমান বলেন—"দাদাভাই, চালভাজা খাই
করি রাম নাম।"

বলেই হনু গান ধরেন।

রামনাম করি,
রাম গুণ স্মরি ধন্য।
রাম বলে ডাকি,
হরিষেতে থাকি,
অন্য বিদ্যা শূন্য॥
পড়িনি বিপাকে
হয়নি চিবাতে—তালপাত পুঁথিখান
নগণ্যের অন্য গুরু নাই—ভিন্ন রাম নাম।"

হক্ষিয় রাজা হনুমানের ছড়া কাটা শুনে যত হাসেন তত কাশেন।

রাণী বলেন—"হনুমান আহ্লাদের নাতি,
কাজ কি পড়ে পুঁথি পাতি!"

হক্ষিয় বলেন—হনুমান, তোমায় দেব মহাবিদ্যা গলাধঃকরণ—হাতাহাতি।

মাতামহতে নাতিতে সেইদিন থেকে গলাধঃকরণ বিদ্যের চর্চ্চা চল্লো। চিটে গুড়ে মাখা মাটির তাল থেকে ছালসুদ্ধু সওয়া মুনি কাঁঠালে পৌঁচেছেন যখন হনুমান, তখন ঝুনা নারকেল ছোবড়া সুদ্ধু পার করার বিদ্যা দেবার পালা পড়লো। হনুমান বিপদ গণলেন—"দাদাভাই তোমারও দাঁত একটি নাই, আমারও আক্কেল দাঁত গজায় নাই! ঝুনো নারকেলের পাঠ দেওয়া এখন থাক্!"

তখন শুনিতে হনুমানের উক্তি, হক্ষিয় রায় মারমূর্ত্তি, বলেন—

"বিদ্যা শিখিতে অযতন!
এখন করিলে হেলা—পরে ঠেকিবে তখন।"

এই না বলে বুড়ো হক্ষিয় ঝুনা নারকেলটি যেমন গালে ফেলা, অমনি টুঁটিতে বাধা, সেটা নাবাতে শিকড় সুদ্ধু একটা পটল গাছ মুখে গোঁজা। আর বদ্যি খোঁজার

সময় হ'ল না, তু'বার 'ওয়াক্ খক্' করে একটা পটল তুলে বুড়ো দাদার দমবন্ধ—শিবনেত্র —অঙ্গ স্থির! অক্ষয় স্বর্গলাভ করলেন হক্কিয় রায়।

স্বসম্পর্কীয় শ্রাদ্ধের দিনে শ্রাদ্ধিয় সংকীর্ত্তনে খোল ধরলে বোল—

"পট্টোল্ তোল্ পট্টোল্ তোল্
বোল হক্কিয় বোল, আবোল তাবোল
তবলা তাবোল!"

মহাসমারোহে মাতামহের বালুকা-পিণ্ড দান করে, পুরাতন কিষ্কিন্ধ্যায় বড় কুমার বালী আর নতুন কিষ্কিন্ধ্যায় ছোট কুমার সুগ্রীব অভিষিক্ত হলেন। অত আদরের নাতি হনুমান—তাঁর প্রতি কেউ চেয়েও দেখলে না। অনাথ হনুমান গজদন্তের রামের পিঁড়িটি মাথায় নিয়ে সবার অসাক্ষাতে ঋষ্যমুক্ পর্ব্বতে গিয়ে লুক্কায়িত হলেন।

বলেই চাঁইবুড়ো সেদিনের মত পুঁথির পাটা বন্ধ করলেন।

পরের দিনে হনুমন্তের মন্তব্য দিয়ে পুঁথি পাঠ সুরু হল ঃ—

"নাক কাটিলে কাঁদিতে বসা,
কাটা ঘায়ে কেবল লবণ ঘসা।
কান কাটিলে চুলে ঢাকা যায়,
চোখের জল সে কাটা নাক জ্বালায়॥"

ঋষ্যমুখ্ পাহাড়টি যেন একটি ভল্লুক শুয়ে আছে—পম্পা হ্রদের ধারে। দক্ষিণে তার মধুবন কিষ্কিন্ধ্যা, উত্তরে পম্পার পার হতে শবরীর আশ্রম, দণ্ডকবন, পঞ্চবটী, জনস্থান, মিথিলা, অযোধ্যা—চোখে পড়েনা পরিষ্কার; কিন্তু বোঝা যায়—এটা বন, এটা আশ্রম, এটা জনপদ। হনুমান আনন্দে গিরি বাসে রয়েছেন সেখানে।

সূর্য্যপক্ক মধুর সুস্বাদ—
ফলাহার করি ঘুচান অবসাদ।
অভিরাম গিরিতল, শীতল নির্ঝর জল,
ফল পুষ্প গন্ধে কানন আমোদিত
ময়ূরের কেকা মুখর, ভ্রমর গুঞ্জিত।
ভাস্কর পশ্চিমে যান—বেলা পড়ে আসে,
হনুমান শিলাতলে বসিয়া বাতাসে।

একদিন চেয়ে আছেন উত্তর মুখে, দেখেন সেই মিথিলার আর অযোধ্যার কাছ বরাবর একটা রামধনুক দেখা দিল—দূর থেকে এলো একটু যেন মেঘ গর্জ্জন দেবদুন্দুভির মত কানে। মেঘগুলো সব গর্দ্দভ বরণ—সরে সরে ভেঙে পড়ছে রামধনুকে ঠেকে। তারপর আর একদিন দেখেন হনুমান—অযোধ্যার উপরে রাতের আকাশে উঠেছে চাঁদ, তারা, তার নীচে ঘুরছে, ফিরছে, জ্বলছে, নিভছে—রাশি রাশি জোনাক-পোকার ঝাঁক। বাতাসে লাগছে থেকে থেকে বাঁশীর সুর! দেখতে দেখতে চাঁদ অস্ত গেল। সকালে সূর্য্য উঠলো—কিন্তু যেন কালো একখানা লোহার তাওয়া। তারপর দশদিন ধরে আর কিছু দেখা যায় না—কেবল ঝড় আর বৃষ্টি, আর তার মধ্যে মধ্যে বাতাসে হু হু কান্নার সুর! কি যেন একটা ঘটে গেল অযোধ্যার দিকে। দশ দিন পরে সূর্য্য উঠলো তেলের মত হলুদ গোলা আকাশে একটিবার—তারপরই লোহার কস্‌ধরা কালো মেঘের রথ সূর্য্যের আলো অন্ধকার করে দক্ষিণ মুখে চলে গেল। তারপর আকাশ পরিষ্কার—নীল, হলুদ, আর সোনালী রং-এর পতাকা যেন দেখছি। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ একখানা মেঘ যেন নাক কাটা রক্তমুখি কালো বোকুশী পালিয়ে গেল দক্ষিণ মুখে বাতাস নাকি সুরে ভরে দিয়ে, রক্ত বৃষ্টি করতে করতে।



পরের দিন হনুমান দেখলেন, দূরে সমস্ত বনের শিয়রে যেন গিরিমাটির ছোপ ধরিয়েছে—গোধূলির আলো! আকাশ কালো অন্ধকার তারই উপরে একটা আগুনের শিখা, না হরিণের শিং, না নাগ চম্পার তোড়া, কিছুই বোঝা যায় না—চলছে, ফিরছে, ঝক্‌ছে! হঠাৎ একটা বজ্রধ্বনি দিয়ে সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল! পলক না ফেলতে

আকাশ মেঘ পাখনায় ভরে গেল—যেন মস্ত একটা শকুনি পাখি ডানা ছড়িয়ে আকাশ-পথ আটকিয়েছে! তারপরেই মেঘ গড় গড়, বিদ্যুৎ চক্‌মক্—

দশদিক আন্ধার করিল মেঘগণ,
ঘূর্ণী হয়ে বহে উনপঞ্চাশ পবন।
ভয়ে কাঁপে স্থাবর জঙ্গম,
"যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি' শব্দে ভরিল গগন।
ঘন বাজে যেন ভোরঙ্গ ভম্ ভম্॥

—"কে কোথা বাহিরে রয় এমন দুর্য্যোগে!" এই বলে হনুমান পর্ব্বত গুহায় লুকাতে যাবেন এমত কালে, উপর আকাশে "হা রাম" শব্দ শুনে হনুমান স্তম্ভিত বিস্মিত হয়ে ফিরে দেখেন—

অকাল বাদল দৌড়ে উর্দ্ধশ্বাসে
তাহার সহিত পাল্লা দিতে পারে না বাতাসে।
"হা রাম, হারালাম" শব্দ উঠে ক্ষণে ক্ষণ,
কাহার ভূষণ পুষ্পে ছাইল গগন।
সে বসন ভূষণে ছাইল পৃথিবী,
রত্ন আভরণ ঝরে—বিদ্যুৎ ঝিকিমিকি।
ছিঁড়িয়া পড়িল মণি মুকুতার ঝারা,
হিমালয় হতে যেন নামিল গঙ্গাধারা।
অন্তরীক্ষে হাহাকার শুনিতে হনুমন,
পলক ফেলিতে মেঘ হৈল অদর্শন।
পড়ি আছে গুহা দ্বারে—ছিন্ন হার, বসন ভূষণ।
নিরখি হনুমান অশ্রুজলে ভাসে
আকাশ চায় হতাশে—

তখন—

চন্দনের গন্ধ হঠাৎ বহে পবনে
দুলায় তরুগণ মলয় সমীরণে।
মেঘ উড়িয়া গেছে অজানা দেশের পার
ক্ষীণ চন্দ্রচ্ছায় পড়লো জলেতে পম্পার।
কে জানে কার এ উত্তরীয় গায়ের ভূষণ
ভাবি যত্নে কুড়ায়ে রাখেন গুহাতে হনুমন।
নিঝুম ঝিমালো—গিরি, নদী, বন॥

এইটুকু গেয়ে চাঁইবুড়ো সে রাতে পুঁথি বন্ধ করলেন—"রামচন্দ্র হে তোমারি ইস্চা" বলে।

(পুঁথি কণ্ঠের টিপ্পুনি)

চাঁইমশায় পরের দিনের জন্যে বালী-মহিষে যুদ্ধ ও ভ্রাতৃবিরোধ থেকে সুগ্রীব সখা ও বালীবধের কয়খানি পাতা রাত্রেই বেছে, তাকের পরে রেখে, ঠাকুরের সেবাদাস কৃপানাথকে বল্লেন—"ঠাকুরঘরে বড় তেলাপোকার উৎপাত হয়েছে ; ঘরটা যেন ঝাড়িয়ে ঝুড়িয়ে চাবি দিও না—দোর খোলা থাক এট্টু হাওয়া লাগুক ঘরে।" এই বলে পুঁথি সিন্দুকের চাবিকাঠি কৃপানাথের হাতে দিয়ে চাঁইবুড়ো তো শয়নে যান।

ভোরবেলা চাঁইমশায় ডাকছেন শুনি—"ও কীরপানাথ! বলি, দুধ জ্বাল হল ? এক বাটি চা ছাও—তামাক পুড়ে গেল!"

কৃপানাথ এক জামবাটি দুধে চায়ে, তার সঙ্গে একটু গুড়, দুখানা বাসি লুচি নিয়ে হাজির। আমার হাতে হুঁকোটি দিয়ে চাঁইমশায় লুচি ক'খানি গুড় মেখে গালে ভরে, চায়ের বাটিতে মুখ দিয়ে, নাক সিঁটকে বল্লেন—"কাগজ কালী পোড়া গন্ধ পাই যে ?"

কৃপানাথ বল্লে—"কাঠ আনা হয়নি, তাই ছাপার কাগজ পুড়িয়ে আগুন করেছি!"

প্রায় দেড় পোয়া ক্ষীর নষ্ট হয় দেখে চাঁইমশায় এক নিঃশ্বাসে কোন রকমে চা টুকু গলায় ঢেলে পুঁথি জাগাতে চল্লেন, ভোর পাঁচটায়—সঙ্গে আমি লণ্ঠন দেখিয়ে।

পুঁথির ঘর খুলতেই কেবল ধুয়া আর কাগজ পোড়া গন্ধ ছেড়ে দিলে ঘরখানা। "যাক আরশোলা বংশ নির্ব্বংশ করেছেন কৃপানাথ"—বলে চাঁইমশায় চটি পাটি দোরে রেখে ঢুকবেন—কৃপানাথ ঝাড়ন হাতে এসে বল্লে—"সবুর করেন, পোড়া কাগজ গুলা বাইরে ফেলাই।"

ঝাঁটা পেটাতেই এক ঝাঁক আরশোলা চৌকাঠ বেয়ে দোরের গায়ে উঠে ফর্ ফর্ উড়ে পালাল। মুঠো মুঠো আধ পোড়া কাগজ কৃপানাথ বাইরে টেনে বার করলেন ঝাড়নে বেঁধে।

—"বলি, ও কৃপানাথ, ঘরের মধ্যে যে লঙ্কাকাণ্ড করেছিলে" বলেই ঘরে ঢুকে চাঁইমশায় তাকের পরে হাত দিয়ে বল্লেন—"কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের পাতা কয়খান্ যে এখানে রেখে ছিলাম কল্য ?"

একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়ের চিহ্নের মত কৃপানাথ হাঁ করে চেয়ে রইল। বাতাসে একটা কি খড় খড় করতে সে দিকে চেয়ে দেখেন, আধপোড়া একতক্তা তুলোট কাগজ—কালো হলুদে প্রজাপতির মত ডানা নাড়ছে।

—"একি করেছ কৃপানাথ ?" বলে কাগজ কটা হাতে নিতেই কৃপানাথ বল্লে—"কাগজ পুড়িয়ে, ঘরটায় ধোঁয়া দিয়ে আরশোলা তাড়িয়েছি !"

—"বেশ করেছ ! আরশোলা বধের সঙ্গে আমারেও বধ করেছ। মারুতির পুঁথি খণ্ডিত হল—তোমার বুদ্ধির দোষে। এমন বাঁধা আসর মাটি !"

কৃপানাথ কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লে—আমি চোঁতা কাগজ বলে পুড়িয়েছি ! যাই বটতলায়, নতুন পুঁথি তল্লাস করে আনি গা !"

চাঁইমশায় বল্লেন—"মারুতির পুঁথি ছাপা হয় নাই বাপা ! বাজারে পাবা রামানন্দি রামায়ণ—দাম চারি টাকা ! যা হবার হয়েছে, চল গঙ্গার দিকে যাই, আধ পোড়া পুঁথি জলে দেওয়া চাই !—দেখি তার পরে কি করেন গোঁসাই !"

আধ পোড়া পুঁথি—তার সঙ্গে একটু ভাঙ্গা শিলেট, দুখানা কাঠ কয়লা, চার টুকরো ঘুঁটে, কলাপাতে মুড়ে সঙ্গে চল্লো কৃপানাথ, আগে আগে চাঁইমশায় মাথায় লাল গামছা চাপা দিয়ে গঙ্গামুখে গঙ্গাযাত্রীর মত বিষণ্ণ বদন। সেখানে আদ্যকৃত্য সপিণ্ডকরণাদি যথাবিধি করে, অর্দ্ধদগ্ধ পুঁথি জলে দিয়ে, ঘরে এসে চাঁইমশায় পুঁথির সিন্দুক হাঁটকে, সুপাশেরি পুঁথি যত্নের সঙ্গে কোঁচা দিয়ে ঝেড়ে পুঁছে মাথার শিয়রে রেখে, দোত কলম নিয়ে কৈফিয়ৎ লিখলেন ঃ—

"নমো মহামারুতি সহায়ঃ ! আমি ভগ্ন কটি, স্তব্ধ দৃষ্টি লইয়া সাবধানে এই পুঁথির ব্যাখাদি শুনাইতে শুনাইতে প্রায় মহিষ বধ করিয়া নরে-বানরে সখ্যতা ঘটাইয়া ছিলাম। এমৎ কালে—

অগ্নিজিহ্বা নামধর রাবণের চর
তেলাপোকা রূপে আসি সান্ধাইল ঘর।
বান্ধা পুঁথির পাঠ চাটি' করে লোকছানি
সেই দুষ্ট পুঁথি নষ্ট করিল—এই মানি।
কিঞ্চিৎ খণ্ডিত হল সেকারণে পুঁথি,
(রাম রাম) আসরে না হই অপমান—ক্ষমেন মারুতি।
গোঁসাই বিনা চাঁইবুড়োর নাই অন্য গতি ॥
হনুমন্তের বাল্যলীলা হেথা সমাপন
এবে পরেতে কি হয় পরম্পরায়—পরে জানিবা মন !"

এইটুকু কৈফিয়ৎ লিখে নিশ্চিন্ত হয়ে শয়নে পদ্মলাভ হয়ে তক্তার পরে সমাধিস্থ হলেন চাঁইবুড়ো।

দ্বিতীয় খণ্ড

২৭শে কার্ত্তিক, ১৩ই নভেম্বর, ৪ঠা শাবান—খণ্ডিত পুঁথিকে ত্রিবেদীয় মতে পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব দিয়ে আরোগ্য স্নান করিয়ে পঞ্চগব্য শোধন—অর্থাৎ গোময়ের দ্বিগুণ গোমূত্র, চতুর্গুণ ঘৃত, দধি এবং দুগ্ধ মারুতির পুঁথির সামনে রেখে মন্ত্র পাঠ চল্লো—"হুম্ গাবশ্চিদধা সমন্যেবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবান্ধবঃ দৌরাপঃ সিন্ধরাপো মরুতো নো মুখা করৎ"—বলে চাঁইবুড়ো নিজের মুখে পঞ্চগব্য ঢেলে, পুনরায় পুঁথির মাংস শোধনে বসলেন—বেলা তখন আড়াই প্রহর। মৃগমাংসের অভাবে পাঁঠার মুড়ো সমেত কচি মাংসের ঝোল এক খোরা এবং তদুপযুক্ত পলান্ন সামনে রেখে মন্ত্র পাঠ—"হুম্ মৃগায় নমঃ, মৃগমাংসায় নমঃ, ছাগায় নমঃ ছাগমাংসায় নমঃ, পৃষ্ঠমাংসায় নমঃ, উরযু মাংসায় ত্রিযু কুচরো গিবিষ্ঠা পীড়িতা হানাঙ্গা বিকৃতাঙ্গা বা বীর্য্যেণ মৃগেন ভীম বিক্রমেষু নমঃ"—এই বলে জলপ্রোক্ষণ। নিঃশেষে ভোজন সম্পন্ন করে আচমন দন্তধাবনাদি সেরে পুঁথির আড়াই পাক শিখা বন্ধন করতে সন্ধ্যা হল। সেদিন পুঁথিকে বিশ্রাম দিয়ে, পরের দিন পুঁথিকে একতারা দর্শন করিয়ে "কপিল কপিল" বলে শোধিত পুঁথি পাঠ সুরু করলেন চাঁইবুড়ো।

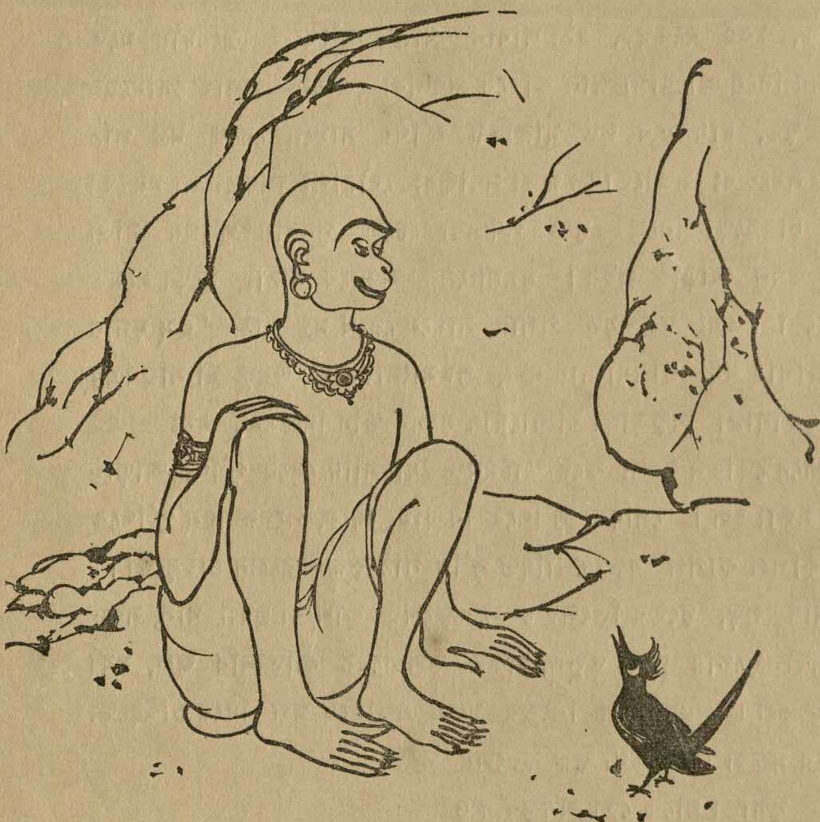
"মধুর প্রতিনিধি গুড়, ঘৃতের তিলের তেল, কুশের কাশ বা দুর্ব্বা ঘাস, সর্ব্ব-দ্রব্যের প্রতিনিধি যব, সর্ব্ব পুষ্পের দুর্ব্বা তণ্ডুল, সকল উপচারের প্রতিনিধি জল, সর্ব্ব বাদ্যময়ী ঘণ্টা—এতে নাই ভুল।" এই বলে নিজের মুখে একছিটে জল দিয়ে চাঁইবুড়ো দুবার ঘণ্টা নেড়ে হনুমন্তের মন্তব্য দিয়ে কথা সুরু করলেন—

যুগ্যতা থাকে তো অসম্ভব কও
তদাভাবে যথাসম্ভব ওষ্ঠ বদ্ধ রও॥

ভানুতাপে তখন ধরণী তাপিতা। হনুমান কোন কালে সূর্য্যের আঁচ সহ্য করতে পারেন না; গিরি শিখর ছেড়ে পম্পা সরোবর তীরে ছায়ামণ্ডপে বসে কলাপাতার বাতাস খাচ্ছেন, আর একমনে ঘাড় গুঁজে শিলাতলে গিরিমাটি দিয়ে কাকচরিত্রের ষোড়শ প্রশ্ন লিখছেন—'ষোড়শ দণ্ডে, পূর্ব্ব পার্শ্বে কোবা কোবা ধ্বনি যদি রটতি কাকস্তদা মিত্রলাভ পক্ষান্তরে বন্ধুলাভ কথয়তি।'

কাক ডাকলো না, কিন্তু 'কোবা কোবা' ডাক দিতে দিতে একটা পাখী অকস্মাৎ পিঠে পড়তেই হনুমান মশকের মত সেটাকে হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দেখেন একটা বাচ্ছা পাখী পা গুটিয়ে শিলাতলে চিতিয়ে পড়ে ডানা ঝট্পট্ করছে। হনুমানের দয়ার শরীর; আস্তে পাখীটি তুলে শিলাতলে বসিয়ে দিয়ে, এক চাক্লা কলা তার মুখে গুঁজে দিলেন।

পাখী সেটা কপ্ কপ্ করে গিলে, গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসল সামনে—দেখতে ঠিক যেন একটা লাঙ্গল, হরিদ্রা রংএর নাটা নাটা দুটো পা, সাদা-কালো ডোরা-কাটা দুখানা পাখ্না ঝুলছে দু বগলে।



হনুমান শুধোলেন—"কুতো কোবা ?"

পাখী লাঙ্গলের ফালের মত ঠোঁট ফাঁক করে বল্লে—সম্পাতি সন্তান, গরুড়ের নাতি!"

হনু বল্লেন—"নাম কি ?"

পাখী বল্লেন—"সুপার্শ্ব।"

—"ঝুপ্ করে কোথা হতে ?" বলে হনুমান ভ্রূকুটি করতেই, সুপার্শ্ব কদমফুলি ভাঁটার মত দুটো চোখ ঘুরিয়ে বল্লে— "ব্রহ্মলোক হতে!"

হনুমান একটু বাঁকা হাসি হেসে বল্লেন—"যাওয়া হবে কুত্র ?"

পাখী বল্লে—"মহেন্দ্র গিরিতে—দগ্ধপক্ষ পিতা আছেন যত্র।"

হনুমান শুধোলেন—"পম্পাতে কিমর্থে আগমন ?"

—"বৃদ্ধ পিতার বস্ত্রের কারণে কিছু মৃণাল সূত্রের ছিল প্রয়োজন!"

—"বলি, আমার পৃষ্ঠে কি লাগি পতন ?" বলে হনুমান একটি অঙ্গুলি দিয়ে সুপার্শ্বের মাথায় টোকা দিতেই সুপার্শ্ব শিউরে উঠে সরে বসল। আধ চোখ বুজে খানিক থেকে বল্লে—

"কিঞ্চিৎ পশু মাংসের ছিল প্রয়োজন,
রুগ্ন পিতারে করাতে ভোজন!"

হনুমান বল্লেন—

“জ্ঞান নেই তোমার এক তোলা !
গুরুবারের বারবেলা !
ক্ষণ না দেখে, নখে মাংস তোলা ?”

সুপার্শ্ব বল্লেন—

সফল হলনা তাই মনস্কাম !
চাপড় খেয়ে কণ্ঠাগত প্রাণ !
খুড়া, তোমার দয়া নাই—
রুদ্র মারিবেন ক্ষুদ্র পাখী—এটা না জানতাম।

হনু লজ্জিত হয়ে বল্লেন—

“পক্ষিহে, তোমার পিতৃভক্তি দেখে হার মানলাম,
একথা আর কেউ না জানে, তুমি জানলে আমি জানলাম।
হয়ে দেবপুত্র রামকার্যে বানর হলাম।
স্পর্শ করতে নাই পবিত্র বানরের চাম্ !
—এইটুক্‌খানি মনে রাখবাম।”

সুপার্শ্ব বলেন—

“রাখ্‌লাম রাখ্‌লাম
বন্ধু মনে রাখ্‌লাম ॥

বলে সুপার্শ্ব উড়লেন আকাশে।

পাক্‌সাট্ মেরে যান গরুড় যে প্রকার
যান হেন দ্রুত গতি পবনগতি কোন ছার।
ঘন ঘন শব্দ ডাকে,
দিবাকর কর ঢাকে।
দুই পাখা ঘেরিল গগনে
চলন্ত পক্ষীয় পক্ষ বলবন্ত—দেখি হনুমানের অনন্ত ভয় মনে।

চট্‌করে শিলাতলে শঙ্খচক্র লিখে হনুমান দুর্ব্বাসার পাঁচ ঘরে আঙ্গুল দিয়ে হনুমান চরিত্র খুলে দেখলেন দুর্ব্বাসা কথনং লেখা,—“ফলং বদেৎ পঞ্চমে মা কুরু শঙ্কা। অস্যার্থ—ইহাকে এক-পঞ্চমাংশও শঙ্কা করিবে না নির্ভয় হও।” ফের বিশ্বাস চক্র লিখে তার দশ ঘরে আঙ্গুল—‘তুমি ইহাতে বিশ্বাস রাখ’ জানাইল। হনুমান “রাম রাম” বলে তিনবার শিলাতলে কপাল ঠেকালেন। তারপর নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিতে যাবেন এমন সময় মাথার উপরে “কোর্ কোর্” করে ডাক দিলে কাক।

হনুমান কাকচরিত আওড়ালেন—

“দিবা চতুর্দ্দশ দণ্ডে উত্তরে
কাকেতে কোর্ কোর্ শব্দ করে
তবে অকস্মাৎ শত্রুভয় এসে পড়ে।”

হনুমান পলায়নের পথ দেখছেন এমন সময় সম্মুখে কাক ডাক দিলে—“আবা আবা!”

“আবা আবা কাকের ধ্বনি
বিদেশে যাবা বাবা এখনি॥”

—“আর কথা নয়।” বলে পুঁথি বগলে হনু রোদে দাঁড়িয়ে। আপন ছায়া মেপে তাকে দুই দিয়ে গুণ করে, সাত দিয়ে হরে দেখেন—বাকি পাঁচ।

বাকি যদি রইলো পাঁচ
এলো বলে শুভ সংবাদ॥

হনু ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে যেখানে ছিলেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে রোদ পোহাতে থাকলেন।

এমন সময় পঞ্চপাত্র—নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, জাম্বুবান সঙ্গে সুগ্রীব দ্রুত প্রবেশ করে হনুকে জাপটে ধরে বল্লেন—

“ওপ্ দেখ কে আসে, মরি যে ত্রাসে বাপ্
দাও লাফ গাছে গাছে—উপ বাপ্ ঝুপ্ ঝাপ্!”

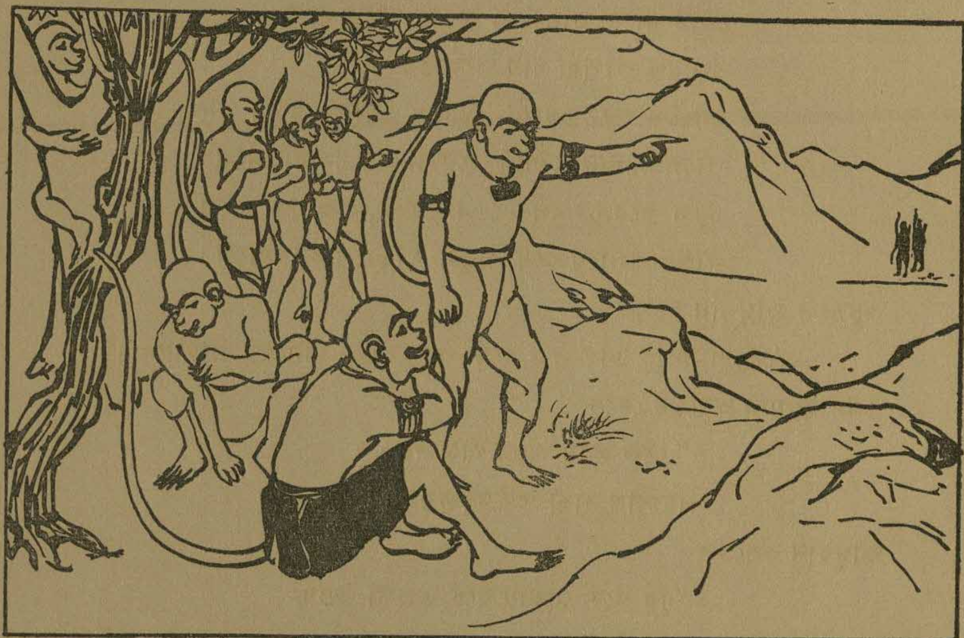
আর বলতে হল না; নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, জাম্বুবান, হনুমান, মায় সুগ্রীব এগাছ ওগাছ করে লম্ফে লম্ফে এক কালে পর্ব্বত শিখরের দিকে—

“এই এক লাফ্—এক হাত!
দুই লাফ্—দুই হাত!
তিন লাফ্, চার লাফ্—
হুপ্ হাপ্, ঝুপ্ ঝাপ্—”

বলতে বলতে ঋষ্যমুখে আরোহণ।

তখন হাঁপ্ ছেড়ে সুগ্রীব বল্লেন—

“কে আসিছে দুইজনা পম্পাপথ বাহি?
অক্ষি খুলি গবাক্ষ দেখ দেখি চাহি!
যত দেখি উহাদের নীল পীত আকার
স্থির না মানে চিত্ত—কাঁপে বার বার।”



গবাক্ষ চক্ষু পিট পিট করে দেখে বল্লেন—

"আজানু লম্বিত বাহু"—

গয় অমনি সুর ধরলে—"উউ উউ উউ উ···"

—"বিশাল বক্ষ আকর্ণ চক্ষু—

—"উকু উকু উকু উকু······"

—"করি শুণ্ড কদলী কাণ্ড কর যুগ উরু

—"উরু—রু রু রু····· "

—"ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ, ছন্দ ছাঁদ শাল কিম্বা তাল তরু

সুগ্রীব বল্লেন—

"দেখি যে দুজনের হাতে সাপ তুলেছে ফণা
ভয়ে আমার মাতৃদুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে ছানা !"

জাম্বুবান বল্লেন—

"আরো উপরে ওঠো—এস্থানে থাকা না !"

তখন কি করলে বানরেরা ?

ছোট খাটো বানরেরা লুকায় গাছে গাছে
বড় বড় কপিরা যায় পর্ব্বতের পাছে
মর্কটেরা উঠে চট্‌পট্—তালে তমালে পালে পালে
পালের গোদা-ভোঁদা একেলা এক মোটা ডালে
চটুল করে চুলবুল—যেন বুলবুল, সরু সরু ডালে।
লাঙ্গুর ঝুলায়ে বসে লাঙ্গুল আড়ালে আবডালে।

কচুতলে জাম্বুবান বলে—

—"দেখো সবাই ডাল না ভেঙ্গে পড়ে ঘাড়ে বানরের আস্ফালে।"

তখন হনুমান বলছেন দেখে—

"একে শ্যাম অন্যে পীত বরণ
চির্ব্বাস ধারী তপস্বী দুইজন।"

জাম্বুবান বলছেন—

"দূর হতে দেখায় বটে তপস্বী উভয়,
কে বলিবে শত্রুর চর ওরা নয় ?

সুগ্রীব বল্লেন—হাতে ও দুটো কি ?—দেখে লাগছে ভয়!
হইবে তপস্বী অথবা কিছু আর
শীঘ্র গিয়া হনুমান আনো সমাচার।"

হনু সুগ্রীবকে বল্লেন—

"না জানিয়া তত্ত্ব ভয়গ্রস্ত না হয় পণ্ডিত।"

জাম্বুবান বল্লেন—

"ভয় নাই, ভরসাও নেই ; যা হয় কর বিহিত।"

সেই সময় গোদা-ভোঁদা নিশ্‌ পিশ্‌ করে উঠলো গাছে গাছে।

হনুমান ধমকে বল্লেন—

"বানর চঞ্চল মতি এমনি তো ভাষে,
পাগল হইলে পরে লোকে উপহাসে।"

তখন গোদা-ভোঁদা বলছেন গা চুলকে—

"পিন্‌ পিন্‌ ঝরছে ঘাম্‌
চিম্‌ চিম্‌ করছে চাম্‌
লাঙ্গুলে কাটছে উকুন ছানা
এতে আর পাগল হব না ?"

ভোঁদা বলছে—"আরে বাস্!
কটাক্ষে লাগাচ্ছে ত্রাস্!
রং তো নয় দুর্ব্বা-ঘাস্
তার পাছে হলুদ বরণ
নিকট শমন—
এবার সমূলে বিনাশ!

সুগ্রীব বল্লেন—
"আর কি দেখ মুখ্য পাত্রগণ—জীবিত থাকায় হলেম হতাশ!
মন্ত্রি জাম্বুবান, সঠিক কর বিধান—সংবাদ আনি দাও আশ্বাস!"
শুনেই জাম্বুবান বুক চাপড়ে কান্না ধরলেন—
"গোদা-ভোঁদা মোরে জাঁতিয়া ধর্
আমার গায়ে আস্‌লো ভাল্‌কো জ্বর।
কাঁপায়—এযে কাঁপায়; কাঁপে—এযে কাঁপে
এক সঙ্গে সর্ব্ব কলেবর
ও সুষেণ কিছু ওষুধ কর!"

বলেই বুদ্ধিমান জাম্বুমান চিৎপাৎ—কুপোকাৎ!
সুষেণ বল্লেন—"ভেষজে কি প্রয়োজন?"
হনুমান বল্লেন—"ভয় না আসিতেই কাতর এমন?"

জাম্বুবান কুঁতিয়ে বল্লেন—
"আরে ভাই, ভয় না আসিতেই ভাবনা করে অস্থির
বিনাশ নাই সাবধানীর, বিনষ্টের সাবধান নাই
—এটা তো জান স্থির?"

সুগ্রীব বল্লেন—
"ভাবান্বিত সকলে, হেন কালে কিনা জ্বর এলো মন্ত্রির।"

জাম্বুবান বল্লেন—
"হনুমান করুন কিংকর্ত্তব্য স্থির।
আমার শরীরের সাথে মতি গতি পর্য্যন্ত কেঁপে অস্থির।"

সুগ্রীব বল্লেন—"শীঘ্র গিয়া সমাচার আনো হনুমান,
কি কারণে উভয়ের হল আগমন
নানা মত করিয়া জানিয়া আইস মন!"

জাম্বুবান বল্লেন—"শুনহ সুগ্রীব রায়, না হও চিন্তিত
সত্যাসত্য হনুমান হবেন বিদিত !"

হনুমান ভেবে বল্লেন—
"আমার মতে বালী রাজায় খবরটা জানানো উচিত,
তিনি এসে করুন সুবিহিত !"

জাম্বুবান বল্লেন—"ওহে এ খবর জান না, কিষ্কিন্ধ্যা হতে দূরীভূত হয়েছেন সুগ্রীব—
সহোদর ভায়ে ভায়ে দ্বন্দ
কারে বলি ভাল—কারে বলি মন্দ ?"

অমনি সকল বানরে কান্না ধরলে—
"হারে, কুপিত বালী করিল দণ্ড
রাজত্বের আশা হইল পণ্ড
কি বাজ পড়িল আসি—দামামার ভাই দুন্দুভি ত্রিপণ্ড,
ঘুচালো রুমা রাণীর হাতে—তূলা কলা মূলা শ্রীখণ্ড—ক্ষীরখণ্ড !"

সুগ্রীব বল্লেন—
"নিদয় নিলাজ বালী রুমারে ছিনাইয়া
সহর হতে মোদের দিল খেদাইয়া,
ভাই হয়ে ভায়ে দিল নির্ব্বাসন,
ঋষ্যমুখে আইলাম করি পলায়ন।
এখানে এসে সম্মুখে শমন !"

হনুমান বল্লেন—
"এমন ?
বুঝিলাম সবাই পড়েছ সঙ্কটে
কেমন সাহসে থাক দেশের নিকটে ?"

জাম্বুবান বল্লেন—
"সে সব কথা হবে পরে
এখন যাও দেখ তো কে আসে বটে !"

হনুমান যেতে চান, সুগ্রীব উপদেশ করলেন—
"যদি দেখ শত্রুপক্ষ লোক দুষ্ট মতি,
এদিক পানে চেয়ে করিবা ভ্রূকুটি।

যদি দেখ সাধু সন্ন্যাসী মতন,
চাঁদের দিকে চেয়ো—হসিত বদন।
বিলম্বে কার্য্যহানি স্যাৎ—অচিরাৎ করহ গমন!"

হনুমান আর এক পা বাড়ান; জাম্বুবান পাছে ডেকে বল্লেন—

"লাঙ্গুল কয় আঙ্গুল আছে কিবা নাই,
সঠিক দেখা চাই।
আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ কিনা—সেটাও এঁচো ভাই।
বানর হয় তো ল্যাজে ধরা যাবে,
দানব হয় তো মাথায় শিং পাবে,
নর হয় তো নাকে ধরা যাবে
বালীর চর হয় তো চড় চাপড়ের চিহ্ন চর্ম্মে পাবে।
ব্যস্ আর কিছু বলবার নাই!"

হনুমান আর এক পা বাড়ান, গোদা ভোঁদা ঘিরে বল্লে—

"ভয়ে কাঁপিছে তনু ও ভাই হনু, সাবধানে রহিও
বিপদ দেখ তো প্রাণ বাঁচায়ে লাঙ্গুল গুটাইও,
আপনি বাঁচলে বাপের নাম—বলে পিছাইও!"

—"তিনবার বাধা পড়ল; আর বলা কওয়া নয়;—

"চলি!" বলে হনুমান একটি লম্ফ প্রদান! ব্যস্—একেবারে মাটি ছাড়া। রামচন্দ্রের কাছে না পৌঁছে গিয়ে পড়লেন পূর্ণচন্দ্রের মধ্যেকার প্রকাণ্ড পঙ্ককুণ্ডে—ঝপাং!

—"অতঃপর হনু কি কল্ল
শুনিবা কল্য—" বলে চাঁইবুড়ো

পাঠ বন্ধ করলেন—সে রাতে!

চাঁইবুড়ো পাকা কথক; আগের দিনের আসর দেখেই বুঝেছিলেন 'মহিষ বধ' 'বালি বধ' হবে না। শুনে ভক্তগণ কিছু পাতলা হয়েছেন, তাই হনুমানকে পিতৃলোকের পঙ্ককুণ্ডে ফেলে, শেষ কি হল শ্রোতাদের বুঝতে না দিয়েই—"হনুমান কি কল্ল, শুনিবা কল্য"—বলে পাঠ বন্ধ করেছিলেন। লোকে ভাবছে কতক্ষণে কল্য আসে; ঘড়ি যেন পা টিপে চলে, কল্য আর আসে না; যদিবা এলো তো লোক এসে ফিরে গেল। "শনিমঙ্গল পুঁথির শয়ন, অতএব মঙ্গল উর্দ্ধে বুধে পা'র ধূলো দেবেন অনুগ্রহ করে ভক্তগণ ঐ দিন—সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় পুঁথি-জাগরণ। ১৯শে চৈত্র, ১লা এপ্রিল, চৈত্র সুদি ৮।৭।১৯ গতে গো সহস্রী যোগে শ্রবণ ফল—স্ত্রী তৈল মৎস্য মাংসাদি সম্ভোগ।"

বুধবারে আসরে লোক আর ধরেনা। চাঁইবুড়ো মৃদু মন্দ হাস্য করে, অতি নম্রস্বরে পাঠ আরম্ভ করলেন—ললিত ঝিঁঝিট একতালায়—

"মান গেল হে রাম, প্রাণে কি সুখ
দয়াময় নাম ত্রিভুবনে ঘোষে, দাসে কি-দোষে—
হৈলে বৈমুখ ?"



চন্দ্রলোকের পঙ্ককুণ্ডটি— মর্ত্ত্য-লোকের, ও তোমার গোলদীঘি নয় ; কুলে কানায় পরিপূর্ণ বিরাট একটি কুল্‌পি রাবড়ীর হাঁড়া—তার মধ্যে যেন পড়েছে একটি নুড়ি ব্যাঙ, এই ভাবে লম্পটি-ঝম্পটি খেয়ে হিম অঙ্গ হনুমান। চকোর পক্ষী পৃথিবী থেকে দেখছেন—রাম-চাকী সন্দেশের পরে যেন একটি পেস্তা দানা টিপ দিয়েছে সন্দেশ-ওয়ালা। সুধা খেয়ে খেয়ে চকোরের অরুচি—কাজেই উড়লো সে পেস্তা দানাটি গ্রাস করতে।

অরণ্য হতে চন্দ্র দ্বিলক্ষ যোজন
পেটুক চকোর পেস্তা-বরফি-খোর—উড়িল গগন।

পাখার ভরে, চকোর চলে ভোজনে মন সুখে,
চাঁদমুখ সীতার স্মরি রাম মূর্চ্ছিত দুখে।
হেন মূর্চ্ছা অদ্যাবধি আমি তো দেখি নাই,
ঠকিলেন লক্ষ্মণাবধি—ভাবেন ঘুমান ভাই।
রামের মূর্চ্ছায় মূর্চ্ছে সকল বন,
ভাই লক্ষ্মণও রণ ঘুমে অচেতন।
সুশীতল রাত্রি, ঘুমায় চরাচর,
ধবল রজনী শোভা করে সুধাকর।
চকোর পৌঁছিল গিয়া চাঁদের বরাবর॥

চন্দ্র চকোরকে দেখেই মেঘের কম্বল মুড়ি দিলেন সর্ব্ব গায়—পাছে চকোর কাদা খোঁচার মত ঠোঁট দিয়ে তাঁর গা খুঁড়ে ডোবর কেটে সুধা খণ্ড চুরি করে। চাঁদের চকোরটি চটক পাখীর মত ছোট খাটো নয়, চটকলের খাবোল্‌-কল একটা যেন। প্রকাণ্ড চওড়া দু'খানা কোদাল ঠোঁট, কব্জায় যেন খোলে আর বন্ধ হয়। এক খাবোলে একটা গহ্বর কাটে—দশ বারোটা বৈকাল হ্রদের পরিমাণ।

চাঁদ চকোরকে মেঘের কম্বলের মধ্যে থেকে বল্লেন—"একটা দিন ক্ষমা দেও বাপু। গায়ে একটু পুরে উঠি তো এসো। এদিকে তুমি, ওদিকে রাহু—দুজনে সমানে লাগলে তো ফুরিয়ে যাবো—দু তিন গ্রাসে।"

চকোর কাতর স্বরে বল্লেন—"সুধায় অরুচি পেস্তা বরফিটি খেয়ে যাবো।"

—"স্বপন দেখছি নাকি"—বলে চন্দ্র কম্বল ফেলে উঠে বল্লেন—"পাও তো খুঁজে নাওগা!"

চকোর চন্দ্রলোকে এপাড়া সেপাড়া ঘুরছে। তখন—

চন্দ্রের উদয় হেতু নির্ম্মল গগন
মন্দ মন্দ সুশীতল বহিছে পবন
শেষ প্রহর রাত্রে রাম হলেন সচেতন
রামের ভাঙ্গিতে মূর্চ্ছা জাগেন হনুমান
পঙ্ক কুণ্ড ছাড়ি লম্ফ দিয়া জয় রাম
দর্শনের আগে হতে সেব্য সেবকে ঘনিষ্টতা
এমন আর দেখি নাই, দেখিব না কোথা!

'জয়রাম' দিয়ে কুণ্ড হতে উঠে হনুমান দেখছেন—এ কোথায় এলেম ?

নক্ষত্র নাহিক দেখি না দেখি আকাশ
শ্বেত গাছ পালা শ্বেত কুশ কাশ
সূর্য্য তেজ নাই তথা, না পবন বহমান
সম্মুখে কেবল এক ধবল দেউল বিদ্যমান।

হনুমান সেই দেউলে প্রবেশ করে দেখেন, শাদা ফুল, শাদা পাতা, শাদা ফল, শ্বেত-পাথর-মোড়া এক বাগান ; তার মধ্যে এক শ্বেত হরিণ—দাঁড়িয়ে, যেন শিল দিয়ে গড়া মূর্ত্তি, স্থির হয়ে শাদা দুটো চোখ মেলে চেয়ে, কে আসছে যাচ্ছে দেখছে।

হনুমান ভাবছেন এটা জ্যান্ত না মরা ; হঠাৎ পিছন থেকে শুনলেন—"বলি, অসময়ে পিতৃলোকে কি মনে করে ?" ফিরে দেখেন হনু—কিষ্কিন্ধ্যাপতি ৺হক্কিয় একটা শ্বেতপাথরের সিংহাসনে বসে, সামনে চাঁদির থালে সাজানো চন্দ্রপুলি, নারকেল ফালি চন্দ্রকলার মত করে কাটা।

—"দাদাভাই, তুমি এখানে ?" বলে হনু মাটিতে বসতে যান—হক্কিয় বল্লেন—"উঁহু, ঠাণ্ডা লাগবে, কোলে বসো, দেখতো একপাটি চন্দ্রপুলি খেয়ে।"

হনু খেয়ে বল্লেন—"দাঁত কন্‌কনিয়ে গেল !"

হক্কিয় একগাল হেসে বল্লেন—"আমার দাঁত একটিও নেই—কন্‌কনাবে কি, দু পাটিই কিষ্কিন্ধ্যায় ফেলে এসেছি।"

হনু অবাক্ হয়ে বল্লেন—"এ জায়গাটা কি কিষ্কিন্ধ্যা নয় ?"

—"হয় ও বটে নয় ও বটে—এটা আমার চন্দ্রপুলি কিষ্কিন্ধ্যা !"

হনু বল্লেন—"সে কেমন ?

হক্কিয় বল্লেন—"এক টুকরো ঝুনো নারকেল হোক্, এখনি বুঝবে গলায় বেঁধে মরলে তবে এখানে আসে লোক !"

হনু বল্লেন—"এ স্থানটায় তো আমার আসবার কথা নয় ; আমি তো মরিনি, আমি বেঁচে আছি।

—"অ্যাঁ বানর !" বলেই হক্কিয় হনুকে কোল থেকে ঝেড়ে ফেলতে চান, পারেন না।

—"আরে ছাড়্, গলা ছাড়্।" হনুমান আদরের নাতি—গলা জড়িয়ে কোল জুড়ে বসলেন।

হক্কিয় বল্লেন—"দেখ বাছা, আমার এখনো ঝুনো নারকেল তলায়নি, গলায় বেদনা আছে। চেপে ধরলে বেদনা লাগে—ভয় হয় মরে যাবো আবার !"

হনু বল্লেন—"ধর যদি মরেই যাও তো কোথায় যাবে এবার ?"



"তা কি বলা যায়? কিষ্কিন্ধ্যায়ও যেতে পারি, বৃন্দাবনেও যেতে পারি। কিছুই ঠিক নেই—

বহু বিচিত্র সেই পৃথিবী বলে সর্ব্বজন
তাতে ঘুরতে হবে চতুরশীতি লক্ষ জনম
হয় কি না হয় আর তোমার আমার সন্দর্শন

বলি, জ্যান্তে তুমি চন্দ্রলোকে এলে কেমনে?"

হনু বল্লেন—"এক লম্ফ দিলেম ঋষ্যমুখ হতে, পড়েছিলেম মাঝে পঙ্ক কুণ্ডেতে—তারপরেই তোমার মণ্ডপে!"

—"অ্যাঁ, দ্বিলক্ষ যোজন এক লম্ফে পার?
শক্তি তো নয় কম তোমার?
হিমালয় হতে সহস্র যোজন,
প্রথম স্বর্গ তারে কয় জানে সর্ব্বজন
প্রথম স্বর্গে দ্বিলক্ষ যোজন যোগ করব
তবে দ্বিতীয় স্বর্গ ধরব।

ত্রি সহস্র যোজনে তৃতীয় স্বর্গটি
সেই স্বর্গে বিরাজিতা গঙ্গা ভাগীরথী।
চতুর্থ স্বর্গ চার যোজনের পর
আছেন শঙ্কর গৌরী কৈলাস শিখর।
পঞ্চ যোজন পরে ভূত স্থান
গজবদন গণেশের সেটি আস্থান।
ষষ্ঠ যোজন বৈকুণ্ঠপুরী গরুড়ের বাস
সপ্ত যোজনে ডিম্ব পারেন শব্দ ব্রহ্মের হাঁস।
তারো উপরে চন্দ্রলোক পিতৃগণের স্থান।
দ্বিলক্ষ যোজন পথ কেমনে এলে হনুমান?
এক রাবণ এসেছিল রথ চালাইয়া
চাকার দাগ চাঁদার গায়ে দেখনা চাহিয়া।"

এই সময় চন্দ্রলোকে শিলাবৃষ্টি তুষারপাত আরম্ভ হল। ৺হক্কিয়কে হনু বল্লেন—

শীতেতে অবশ হনু জোর নাই হাতে
যুদ্ধ লেগে গেল দাদা মাড়িতে আর দাঁতে।

৺হক্কিয় বল্লেন—"আজ কোজাগরের জাগরণ। চট্‌পট্ দুটো নারকেল চিঁড়ে চিবিয়ে নাও—সুখ পাবে।"

হনু বল্লেন—"দাদা, এখানে কি সুখে আছো। বুঝলুম না তো—চলো পালায়ে বাঁচি।"

৺হক্কিয় ঘাড় নেড়ে বল্লেন—

"উপায় নাই উপায় নাই নাতি
পালাতে পারলে তো বাঁচি
বহুদিন চাখি নাই মধুমণ্ডার আঁটি!"

৺হক্কিয়ের দুনয়নে ধারা বইল—যেন দুই চোখ ভেদ করে দুগাছি বরফের সুতো বেরিয়ে এলো। তারপর হনুমানকে বল্লেন—"ভাইরে, শোনো বলি দুঃখের ইতিহাস! তোর বুদ্ধি না নিয়ে ঝুনো নারকেল গিলতে গিয়ে তো মলেম—পড়লো গলায় যমের ফাঁস। সব দেবতার শ্বশুর আমি হক্কিয় রাজা—প্রথমে গেলেম যম জামাতার বাড়ী। দেখলেম, সেখানে থাকা মানে নরক ভোগ, সেখানে কুটুম্বিতে চল্লো না। গেলেম জামাতা মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ী—সেখানে সিংগী-ষাঁড়ের উৎপাত, তদুপরি বিকট গাঁজার ধুঁয়া! দ্বিতীয় বার দম বন্ধের জোগাড় দেখে, উঠলেম গিয়ে আদিত্যের ওখানে,—আমারে দেখেই জামাতা

গরম! ভানু তাপে তাপিত হয়ে ক্রমে এ জামাতা ও জামাতার বাড়ী ঘুরে অবশেষে নন্দন কাননে উপস্থিত। স্থানটি মনোরম, অনেকটা আমার যতনে গড়া মধুবনের মত। শুনেছিলেম, সেখানে উত্তম রম্ভা, উত্তম তিল, উত্তম ঘৃতও বাজারে পাওয়া যায়; সন্ধান করে দেখি—রম্ভা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী আছেন বটে কিন্তু আহারের বস্তু নয়—বাহারের জন্যেই আছে তিনটে অপ্সরী, ইন্দির জামাতার বৈঠকখানায়! রাজার শ্বশুর কোথায় খাতির করবে, না আমায় দেখে হেসেই অস্থির তারা। কি করি সেখান থেকে ব্রহ্মলোকে জামাই বাড়ী উপস্থিত। শিবের ওখানে নন্দি-ভৃঙ্গী তবু হুঁকো-কল্কি দিয়েছিল; ব্রহ্মলোকে তারা গঙ্গা জলের ছড়া দিয়ে আমায় বিদায় করলে, বল্লে—'যাও পিতৃলোকে'। আর কোথায় যাই সোনার চাঁদ জামাতার দুয়োরে এসে চন্দ্রপুলি খাচ্ছি—নয়ন জলের স্যুঁচে অন্ধপ্রায়।"

হনু বল্লেন—"দাদাভাই, চল কিষ্কিন্ধ্যায়।"

হক্কিয় বল্লেন—"উপায় নাই, ভাই তুই বিয়ে থা করিস্‌নি, পিতা হস্‌নি,—তাহলে আমার দশা হবে। যার যা, রামনাম কর্, বসে থাক্।"

হনু বল্লেন—"যাই কেমনে ফিরে?"

—"কেন কোথায় যেতে চাও বল?"

হনু বল্লেন—"কিষ্কিন্ধ্যায়।" বলেই লম্ফ দিতে যান।

হক্কিয় হনুকে নিবারণ করে বল্লেন—"তোমার এখনও লম্ফ বিদ্যে দোরস্ত হয়নি, এক লাফে কিষ্কিন্ধ্যায় না পড়ে রসাতলেও গিয়ে পড়তে পারো—বাসুকী সাপের মুখে।"

হনু ভয়ে ভয়ে বল্লেন—"তবে উপায়?"

—"উপায় আছে। কান আন মুখের কাছে।" বলে হক্কিয় হনুর কানে রাম নাম দিয়ে বল্লেন···"যখন যেখানে যেতে চাইবে, তখন রাম বলে আগাইবে—পথ হবে না ভুল, এক চুল এদিক ওদিক হবে না, ঠিক ঠিকানায় পোঁছাইবে। পা বাড়াবার কালে ঐ নামটি ভুলেছিলেম বলে স্বর্গে এ দুয়োর সে দুয়োর করে বেড়াচ্ছি—বুঝলে।"

হনু বল্লেন—"এ নাম না করে দুলক্ষ যোজন এসে পড়েছি তাতে ভয় কি?"

—"কিছুক্ষণ পরেই চন্দ্র নামবেন, কিষ্কিন্ধ্যার মধুবনের শিয়রে, হাত বাড়িয়ে পাবে গাছের ডাল, সেইটি ধরে নেমে পড়বে সহজে। সেই কালে একটি মধুফলও ছিঁড়ে দিও আমার হাতে—খেয়ে বাঁচবো।"

—"তুমি ছিঁড়ে নিতে পারো না দাদাভাই?"

—"না!"

—"কেন?"

—"মরে থাকার ঐ তো দোষ।" বলে হক্কিয় স্তব্ধ হলেন।

চাঁদ এসে ঠেকলো মধুবনের মধুমণ্ডা গাছের আগডালটিতে—যেখানে একটি পাকা ফল দুলছে। ফলটি ছিঁড়ে হনু ৺হক্কিয় রাজার হাতে দিতে যাবেন—দড়ার ফাঁসে হাত বদ্ধ! পায়ের তলা থেকে চাঁদ গোলার মত পিছলে পালালো—হনু ঝুলতে থাকলেন আগডালে, হাতটি বাঁধা।

—"দাদাভায়ের মরেও তামাসা" বলে হনু এক টানে ফাঁস মায় আগডালের একগাছা পল্লব ছিঁড়ে পড়বি তো পড় ঠিক যেখানটিতে রাবণের চেড়ী ত্রিজটি গাছতলে খাটিয়া পেতে নিদ্রা দিচ্ছে। পেটের পরে হনু চেপে পড়তেই, 'আঁক্' করে চেড়ী বুড়ী খাটিয়া সুদ্ধু উল্‌টে পড়া! হনু ততক্ষণে গা-ঢাকা!

কোথায় এলেম ভাবছেন মারুতি এমন সময় পবন নিঃশব্দে হনুর কানে বল্লেন—

"তুমি একা বানর, রাক্ষস বহুজন
ধরিতে পারিলে বাছা বধিবে জীবন।"

অমৃতি জিলাপির প্রায় অমৃতের ফল
ফলের গন্ধে হনুর জিভে ঝরে জল।

হনু কেঁদে বলেন—

"পিতে হলেম না কেন পক্ষী কি মক্ষি ?
হনুমান হয়ে হ'ল গোল, এড়াতে না পারি রক্ষি!"

হনুমানের কথায় পবনের লাগে হাস। বলেন—"ফল খাবা বাবা, আগে কর রামকাজ!"

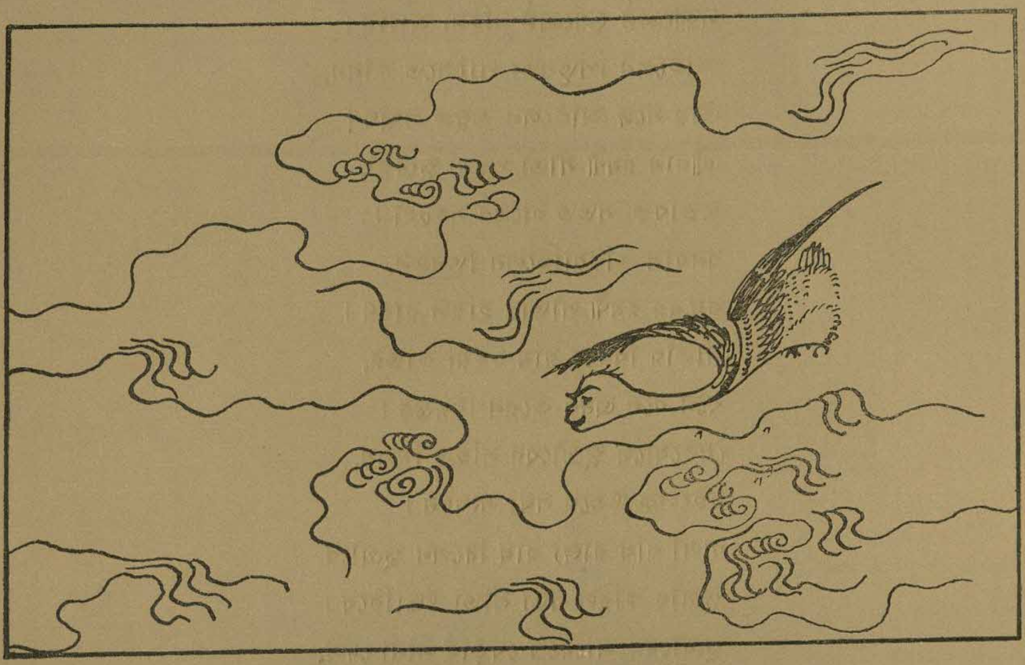
হনু তবু নড়তে চাননা—ফলের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করেন আর বলেন কাতরস্বরে—

"আমার একটি ফলের অভাব
পিতে বাঞ্ছ ফলের অভাব
বিফল ফলের প্রত্যাশি নই
খুলে কই তো উপহাসের ভাগি হই
লোকে ভাবে—ঐটি তোমার বানুরে স্বভাব!"

হনুর বাক্যে পবনের উল্লাস। হেসে বলেন—"এ ফল সে ফল নয় তুই যেটা চাস্। সে ফল চাও তো করগা রামকাজ।" বলেই পবনদেব হনুকে কামরূপী বিদ্যে দিয়ে বল্লেন—

"পক্ষী হও মক্ষি হও যখন যা খুসী তোমার
রাম নাম করলে স্বদেহ পাবে পুনর্ব্বার!"

যেমন হনুর মক্ষি হওয়া, অমনি পবনদেব এক ফুৎকারে হনুকে একেবারে সাগর



পার। বাতাসে পতঙ্গের মত উড়ে চলতে চলতে পবন নন্দন ভাবলেন বড় শক্ত পিতার হাতে পড়েছেন—রাম কাজ ছাড়া আর রাম নাম ছাড়া অন্য গতি নেই। মনে মনে রাম নাম জপতে জপতে ঝুপ্ করে নেবে পড়লেন পতঙ্গ রূপ ছেড়ে প্লবঙ্গের মত লাফিয়ে বঙ্গসাগর তীরে, একটা পাহাড়ের প্রান্ত দেশে।

হনু এদিকে চান ওদিকে চান কিছুই দেখেন না। "হে রাম" বলে সম্মুখে চান, দেখেন—

শূন্যোদক একটা নদী, জল নেই কেবল কাঁকর
দুই কুল জুড়ে আছে অসংখ্য বানর।
পোড়া কাষ্ঠবৎ কালো দেহ অসান
দেখিয়া হনুর উড়ে গেল প্রাণ।

বৃত্তান্ত কি জানবার জন্যে হনু মশকরূপে সেদিকে অগ্রসর হয়ে শুনতে পাচ্ছেন—

বলেন অঙ্গদবীর 'হে বানরগণ
সাবধান হয়ে শুন আমার বচন।

রামচন্দ্র দশরথ রাজার কুমার,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণশ্রেষ্ঠ মহিমা অপার।
আইলেন পিতৃসত্য পালিতে কানন,
তাঁর সঙ্গে আইলেন অনুজ লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম রমণী সীতা পরমা সুন্দরী,
স্বভাবতঃ সতত রামের সহচরী।
বনবাস করিয়াছিলেন তিনজন,
রামের রমণী সীতায় হরিল রাবণ।
সীতার বিরহে রাম হইয়া কাতর,
বনে বনে ভ্রমণ করেন নিরন্তর।
দৈবযোগে সুগ্রীবের সহিত মিলন,
হইলেক উভয়ে সখ্য সংঘটন।
বালী বধি রাজ্য রাম দিলেন সুগ্রীবে,
সুগ্রীব করিল সত্য সীতা উদ্ধারিবে।
সুগ্রীবের আদেশে বেড়াই নানা দেশ,
অদ্যাপি না পাইলাম সীতার উদ্দেশ।
মাসেকের তরে রাজা করিল নির্ণয়,
মাসেকের অধিক হৈল বড় বাসি ভয়।
আর যাহা হউক মম সংশয় জীবন
সুগ্রীব মারিতে মোরে করিয়াছে পণ।

জাম্বুবান বল্লেন—

"ভ্রাতারে মারিতে যার হ'ল মমতা
ভ্রাতুষ্পুত্রে মারিবে সে এবা কোন্ কথা?"

অঙ্গদ বল্লেন—

"আমারে মারিবেই খুড়া, না হয় খণ্ডন,
আমার নিস্তার নাই শুন কপিগণ।"

তখন বৃহস্পতির পুত্র বানর তারক দুটো চোখের তারা কটমটিয়ে ভিরকুটি ধরে বলছেন—

"সুগ্রীবের ভয় হেতু যাইব না দেশ
সকলে পাতালে চল করিব প্রবেশ

রাজযোগ্য আছে তথা স্বর্ণের আবাস
পরম আনন্দে তথা করিব নিবাস।
ফলমূল আছে তথা জল সুবাসিত
সুগ্রীবের ভয় সেথা না রবে কিঞ্চিৎ।
কোন ভয় না করিহ, শুন মিত্রগণ,
নিশ্চিন্তে নামিয়া চল পাতাল ভুবন।"
তারকের বাক্যে সবে দিল অনুমতি
স্থির হইল পাতালে চলাই যুকতি।

জাম্বুবান গম্ভীর হয়ে বসে আছেন—হুঁ ও দেন না, হাঁ ও দেন না। চটেছেন মনে মনে জাম্বুবান—

"আমি বিদ্যমানে অঙ্গদ যুবরাজ
তারকের মন্ত্রণায় চলতে চাচ্ছেন আজ!"

তারক মোড়লি করে একে বলছেন—"দাঁড়াইয়া ভাব কি?" ওকে বলছেন—"চল পাতাল আর বিলম্ব কি?" জাম্বুবানের গায়ে ঠেলা দিয়ে বল্লেন—"দেখ কি আর—পাতালে গেলেই নিস্তার!"

জাম্বুবানের আর বরদাস্ত হল না, পাশের এক মর্কটকে শুধোলেন—"এরে মর্কট, পাতাল কোন্ দিকে জানিস্ কিছু?"

তারক তাড়াতাড়ি জবাব দিলে—

"ঐ যে মুড়ো তালগাছ খোয়াইয়ের পারে
ওরি তলে গর্ত্ত আছে পাতালে যাইবারে"

জাম্বুবান কুঁতিয়ে বল্লেন—"চল দেখা যাক সেঁধোনো যায় কিনা!"

মুড়ো তালতলায় সবাই এসে হাজির—তারক বানরের পিছনে।

জাম্বুবান বল্লেন—"কই হে, পাতাল যাবার গর্ত্ত তো দেখছিনে—সবই কাঁকড় মাটি!"

অঙ্গদ বল্লেন—"দেখ তো হে কেউ গাছে চড়ে!"

গাছে চড়ে গোদা ভোঁদা ভাই দুই জন,
বলে—"কই কিছুই তো না হয় দরশন!"

তারক গাছের তলা হাতড়ে বল্লেন—

"এই যে পেয়েছি পাতালের দ্বার
ঢাকা পড়েছিল শিকড়ে গাছটার।"

গোদা ভোঁদা বল্লে—"ভাই, যাইব ইহার মধ্যে আমরা কেমনে ?"
অঙ্গদ বল্লেন—"তাই তো ভাবছি মনে মনে।"
জাম্বুবান বল্লে—"চক্ষু দিয়ে দেখতো তারক মধ্যে কি আছে গর্ত্তটার।"
তারক গর্ত্তে চোখ দিয়ে বলছেন—

দেখিতে পাই গৃহ অদ্ভুত আকার
স্বর্ণরৌপ্যময় অতি চমৎকার।
সোনার ফল ধরে স্বর্ণময় গাছ,
সোনাবাঁধা সরোবরে খেলে সোনার মাছ।
পুরীখানা দেখিলাম সকলি সোনাময়
দেখিলে লাগিবে সবার বিস্ময়।

জাম্বুবান বল্লেন—"মানিলাম পুরীর শোভা স্বর্গ বিশেষ। কিন্তু প্রবেশ পথ নেই বল্লেই হয়।"

গোদা ভোঁদা বলে উঠলো—"ল্যাজটা যদি বা যায়—আটকাবে ধড়টায় শেষ।"

—"ভিতরটা অন্ধকার না আলো, দেখা ভালো"—বলে গবাক্ষ ফুটোতে চোখ দিতে না দিতে, একটা কাঠবিড়ালী তার গাল আঁচড়ে, মুড়ো তাল গাছের আগায় উঠে, রেগে গোঁফ ল্যাজ ফুলিয়ে কিচ্ মিচ্ করে যেন ধমকে বল্লে—

"এই আবাসের রক্ষা আছে মোর করে,
এখানে আসিলে কেন মরিবার তরে ?
শীঘ্র যাহ, বিলম্ব কি হেতু আর ?
আমি রাগিলে কারো নাহিকো নিস্তার!
খিড়কিতে উঁকি দাও সাহস এতটা—
তাল গাছ উপাড়িয়া ভাঙ্গিব না মাথা কটা!
না পৌছিতে আমার ভর্ত্তা এস্থানে এসে
গর্ত্ত ছাড়—নচেৎ হত্যা হয়ে যাবে শেষে!"

গোদা ভোঁদার আর কথা নেই।

পলায় দুজন আর পিছু পানে চায়
কাঠবিড়াল আসি পাছে পশ্চাতে খেদায়।
তারক বানর তাদের পাছেতে লাঙ্গুল গোড়ায়।

তখন জাম্বুবানকে অঙ্গদ বল্লেন—"হা ধিক্! কাঠবিড়ালীর ধমকানিতে কপিসেনা পগার পার!"



জাম্বুবান বল্লেন—"যুকতি দিয়ে ছিল ওরাই তো পলাবার।"

অঙ্গদ রাগত হয়ে বল্লেন—"কান ধরে আন বানর কয়টার!"

ল্যাজ ধরার কথায় বানরেরা তত ডরায় না—যত না ডরায় কানমলায়। সব বানর তখন একে একে এসে—

যে যার মলিয়া কান পরস্পরে কান্দে,
অঙ্গদ রায়ে চেয়ে গলায় ল্যাজ বান্ধে।

তারক বলে—

"অঙ্গদ কুমার, তোমা বিনা নাই আর গতি
করিব কি আজ্ঞা কর—তুমি সেনাপতি।"

গোদা ভোঁদা কেঁদে বলে, জাম্বুবানের দিকে চেয়ে—

"মন্ত্রী মশাই—
আমাদের আর চলৎশক্তি নাই।
অনুমতি চাই—
না খেয়ে মরি, মরি উপবাসে।

আইলাম আশ্বিনে দেশ ছেড়ে, গেল কার্ত্তিক মাস
অগ্রহায়ণ আগায়ে আসে—
অতঃপরং কিং কর্ত্তব্যং—বুঝে কন্ উপায়
এদিকেও মরণ ওদিকেও মরণ—
গত্যন্তর দেখতে না পাই—
যতই কেন না লাফাই ঝাঁপাই !”

জাম্বুবান বল্লেন—“উদ্‌যোগে পড়িল দুর্য্যোগ সীতার খোঁজ নাই—
বাকি কেবল আছে মরণ
কোথা গেলে যমের পুত্র—তোমার বাপেরে ডাক ভাই।

যমের পুত্র নির্গম বানর বল্লে—
“যমের অরুচি আমরা সবাই
নিজে নিজে নখে পেট চিরি, হিড়িকিড়ি করা ছাড়া,—
জীবনটার সহজে নির্গমের অন্য উপায় নাই !”

সকলে অমনি সুর ধরলে—
এস করি হিড়িকিড়ি
হাঁড়ি পেট নখে চিড়ি—করি ফাঁক !
সেই পথে প্রাণপাখি বারায়ে যাক—তিড়িবিড়ি
ঝট্ হোক কাজ সাফ্
চুকে যাক লাফালাফ—আড়ি ভাব, দন্ত কিড়িমিড়ি
আমরা এখানে পড়ে থাকি
দেশে উড়ে যাক্ প্রাণপাখি—যেখানে তার ইস্তিরী
বসে চিবোচ্ছে কাঁচা পাকা তিন্তিড়ি।

তারক বল্লেন—“তোমাদের বুদ্ধিকে ধন্য! পালিয়ে বেঁচেছিস্, মরে কিনা সংসারের ইস্তিরী কলে পড়তে চাস্।”

তখন অঙ্গদ বল্লেন—
“শ্রীরাম সুগ্রীব এঁরা কেমনে বলি ভালো,
কেন না আমার বাপে খুলিয়া জানালো ?
কেমন বীর ছিলেন পিতা জানোতো সকলে ?
ঝুঁটি ধরে আনিতেন রাজা লঙ্কেশ্বরে।
যেখানে থাকিত সীতা আনিত রাবণ
তবে কি আর দুঃখ পাই মোরা কপিগণ।

সুগ্রীব মারিতে মোরে করিল এই ফন্দি
ফিরে গেলে, হয় মারিবে নয় করিবে বন্দী।
যে হক্ সে হক্ মম সংশয় জীবন
আমি মরিলে তোমাদের হইবে রক্ষণ।
সোদর বান্দর সব যাও যে যার ঘরে
নমস্কার জানাইও আমার মাতার তরে।"

অঙ্গদের দুঃখে সকলের চোখ ঝরে।
জাম্বুবান বলছেন তখন—

"আসল কথা হচ্ছে—
এসে পড়া গেছে এমন দেশ
যেখানে কিছুর নাই উদ্দেশ
ভুঁই আছে বটে—গাছ পালা শূন্য
পুঁই শাকও নাই—কি কবো অন্য!
গণ্য করি এটা মহাদেশ নয়—মহানিরুদ্দেশ,
যমের দক্ষিণদ্বার যারে বলে তারই বুঝি হবে প্রান্তদেশ
এসো একবার শেষ নাচ নেচে নিয়ে, যমপুরে করা যাক প্রবেশ!"

মরিয়া হয়ে সবাই নাচ গান ধরলে অমনি—

উঃ শরীরেতে নাই ঘর্ম্ম লেশ
হয়ে আসছে কর্ম্ম শেষ!
চর্ম্ম পুড়ছে ঘর্ম্ম ঝরছে না
লোল জিহ্বা জল ক্ষরছে না!
ক্ষুধা গেছে উঠি ব্রহ্মরন্ধ্র তক্
তৃষ্ণা পৌঁচেছে যেথা ল্যাজের নখ্।
পিপাসার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত—দুঃখের একশেষ
চুল পুড়লো সিঁথার—রামচন্দ্রের সীতার না পাই সন্দেশ।

সুষেণ বৈদ্য বল্লেন—আহার নাই যখন, অনাহারে যে কয়দিন করা যায় লঙ্ঘন।" তখন সব বানরেরা এক জোটে মরণ-পণ করে, অনশন ব্রত ধরলেন—পূবমুখো হয়ে। জাম্বুবান বালির পরে কম্বল সুদ্ধ্ শুয়ে পড়ে বল্লেন—

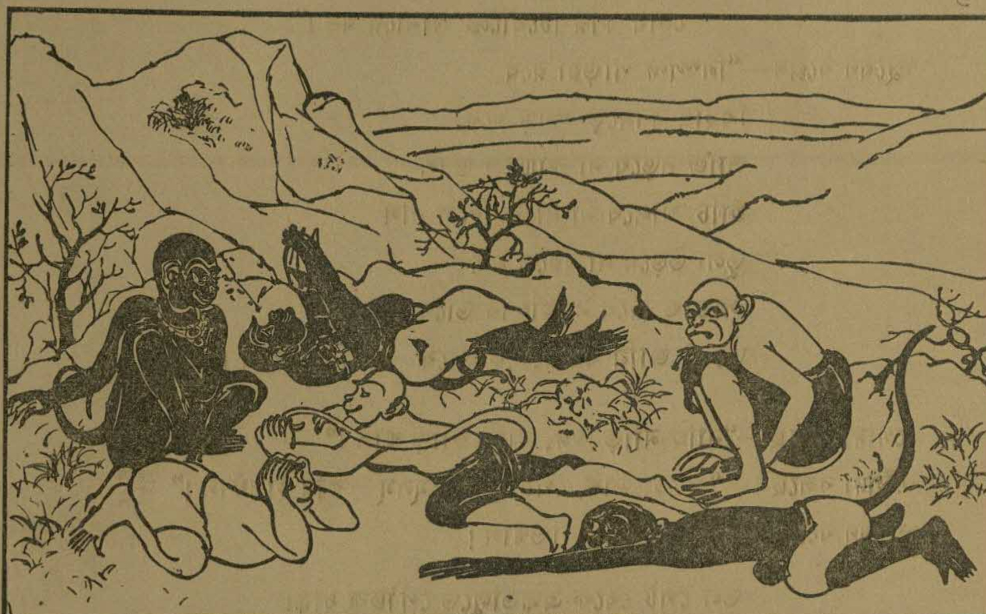
"অনাহার সুরু করি মিছা আর তকরার
সুখ দুঃখ মগ্ন হল যা করেন কর্তার্।"

সকলে হলেন স্থির
অঙ্গদাদি বড় বড় বীর
মর্কটাদি ছোট ছোট চপল অস্থির—অনড় অচল।
সারি সারি দলের পর দল কপি বল—
মরণ জপি, গণে পল বিপল
ভূতলে অঙ্গ ঢালি, চক্ষু করি স্থির,
যমের পথ নিরখয় সকল বীর।
এই ভাবে কতক্ষণ যায়,
একে উপবাসী বানর তায়,
পিট্ পিট্ চোখ খুলে চায়
ক্ষুধার জ্বালায় পেটের খোল বাজায়।
ক্রমে কান চুলকায়
বদন ভেঙচে এ ওরে দেখায়,
খিটি মিটি বেধে যায়—
এ দলে সে দলে—এ বানরে ও বানরে।
এ বলে—"উপ্" ও বলে "চুপ"!
উঠতে গিয়ে গা ঝেড়ে শুয়ে পড়ে আবার—ঝুপাঝুপ্।

সুগ্রীবের জামাই "তাই তাই", তিনি শুয়ে শুয়ে তাই দিয়ে গুণ গুণ গাইছেন—

"কইবো কারে হেশে যাইতে প্রাণ যে কেমন করে,
মরতে গেলাম আইতে এ কার্য্যের তরে।
বুঝিবে এযে খুয়ালাম তনুর তরী প্রবাস সাগরে।
আপন গাঁয়ে বৈসা করতে ছেলাম বাদশাই,
খাই ফুল বড়ি তিন্তিড়ি অম্বল
শ্বশুরা ধাঙ্গড় সুখে রইতে দিল না ঘরে
খোঁজ নাই এখন জামাইডা না খ্যায়া মরে
পরিধান ধুতি দু'এক জোড়া—তাও পাঠালো না এ তেপান্তরে।

অঙ্গদ বল্লেন—"স্থির হয়ে পড়ে থাক দাঁতে দিয়া খিল
শ্বশুর আসছে না—দুই চক্ষে যতই বহাও নীর।
করিয়া অনশন, সুদীন বদনে বালু শয়নে
হাত পা ছড়ায়ে রও স্থির!"



তাই তাই বল্লেন—ভাই মরণ আসবে কতক্ষণে ?

আমার যেন লাগছে দাঁতে দাঁত

হাত পা হচ্ছে কাঠ—ঘুম এসতেছে নয়নে।"

ওদিকে জাম্বুবান বলছেন সুষেণ বদ্যিকে—"দেখতো, ঘুম এসতেছে, না যম এসতেছে ? এটা নিদ্রাকর্ষণ, না মাধ্যাকর্ষণ ?

গবাক্ষ বলতেছে—"আমি তো চক্ষে দেখতেছি সরিষাক্ষেত্র !"

গয় বলছে—"আমি মনে করছি পড়ছে বেত্র—নেত্র মুদে আছি ভয়েতে একদম।"

সুষেণ বলছেন—ওহে মূর্খ তো দেখি নাই তোমাদের মতন

নেত্র মুদলেই কি হল মরণ ?

শিবনেত্র হোক আগে,

নাকটা বাঁকুক বাম ভাগে

মাথার কেশে যাগ্ স্পন্দন,

প্রাণটা খাবি খাগ্ বোয়াল মাছের মতন,

তবে জানবো এল মরণ !

জাম্বুবান বলছে—"ভাই, অনুভব হচ্ছে পেটে কীট দংশন
বোধ করি চিবোচ্ছে আমারে যম।"
সুষেণ বল্লেন—"নিস্পন্দ পড়িয়া রবে
বিছার কামড়ে অনড় রবে,
ল্যাজ নড়বে না কাটিলে ডাঁশ
হাঁচি আসবে না নাকে দিলে নাস
তুলা উড়বে না ধরলে নাকে
সাড়াও দিবে না হাজার ডাকে
তবেই জানি যম ধরেছে তাকে—আসিয়ে ভবে।

গোদা বলছে—"নাহি নাড়ি অঙ্গ, নাহি ছাড়ি শ্বাস।"
ভোঁদা বলছেন—"ও হো ভাই, পেট ফুলে দম্‌সম্‌—করি হাঁস্‌ফাঁস্‌!"
সুষেণ বল্লেন—ওকে বলে না নাভিশ্বাস!
তল পেট থেকে ব্রহ্মতালুতে পৌঁছক ধাক্কা
জোয়ার ভাঁটা খেলাক উদর ভূধরটা,
বাড়াক জীভটা সাড়ে তিন আঙ্গুল পাক্কা—
তবে ছাড় বাঁচিবার আশ!

রাজ-জামাতা তাই তাই বল্লেন—
আমার অবস্থাটা দেখতো কবিরাজ!

সুষেণ বদ্যি দেখছেন রোগী—নাড়ি টেপা, চোখের পাতা উল্টে দেখা, ন্যাজের ডগায় সুড়সুড়ি যেমন—অমনি রাজ-জামাতা বলে চলেছেন—

"উঃ কাইকুতু দ্যাও কেন?
আরে ধুতি ধরে টান কেন—হব যে উলঙ্গ।
কোথাকার বদ্যি তুমি—আবার করে রঙ্গ!"
সুষেণ বল্লেন—"চিংড়িমাছের প্রায় এখনো লাফাচ্ছে লাঙ্গুল
বেঁচে আছ নাই তার ভুল।"
জাম্বুবান—"তারক ব্রহ্ম সনাতন"—বলে একটা মস্ত হাই তুলে বল্লেন—
"হচ্ছে নিদ্রাকর্ষণ—
সকলে স্তব্ধ হও, কথাবার্ত্তা না কও
থামাও হস্তপদের নড়ন চড়ন



ভয়ে আসতে পারছেনা শমন
প্রাণপাখী করতে হরণ
আর দেরী নাই এড়ালাম বলে সবাই—
সুগ্রীবের প্রচণ্ড শাসন !"

এই বলতে বলতে সকল বানরের ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ, নাসাগর্জ্জন নানা সুরে তালে লয়ে দশে ছয়ে—অঘোর ঘুমে হয়ে থাকে অচেতন।

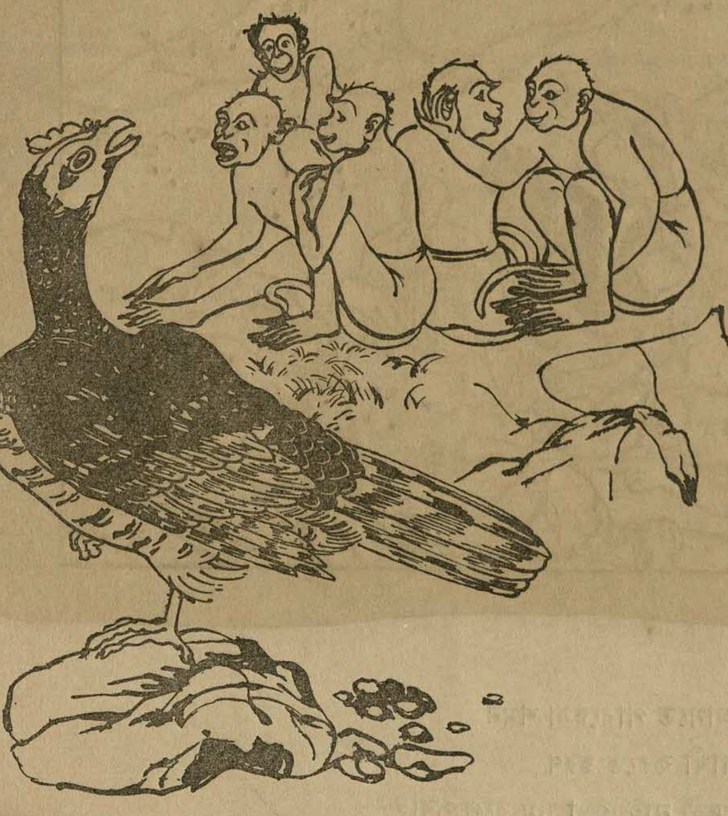
এই বলে চাঁইবুড়ো পুঁথি বন্ধ করলেন সে রাতের মতন।

পরের দিন চাঁইবুড়ো হনুমন্তের মন্তব্য দিয়ে পাঠ সুরু করলেন

"যদি কৈ মাছ কইতে পারতো
তবে ভাজা হতে হতে কেন নাচে সে বুঝতেম তার অর্থ।"

বানরেরা প্রায়োপবেশন অর্থাৎ নির্জ্জলা উপবাস নয় প্রায় না খাওয়ারই মধ্যে, এই ভাবে আধশোওয়া অবস্থায় নিদ্রাগত হলেন দেখে, হনুমান মশক রূপ ছেড়ে দলে না ভিড়ে

একটু দূরে পাহাড় তলায় একটা ঝর্ণার ধারে বিশ্রামের আশায় চলেছেন—হঠাৎ উপর থেকে কে যেন ডাকছে শুনলেন—"কুতি যাবা, ইবাগে আবা"—যেন একটা তোত্‌লা বুড়ো কথা কইলে। উপর দিকে চেয়ে দেখেন, পর্ব্বত শিখর থেকে একটা— ভোঁতা ঠোঁট, খোন্তা নখ, লম্বা গলা, ভাটা চোখ যেন কি তো কি একটা পাখী, আধপোড়া ডুখানা ঝরঝরে কুলো নেড়ে তাকে ইসারা করছে কাছে আসতে।



হনু পূর্ব্বে একবার গরুড়ের কাছে নাতি সুপার্শ্বের নখের আঁচড় সহেছিলেন, সেই থেকে চতুর হয়ে গেছেন, কোন পাখীর কাছে আগান না ; পাহাড়ের একটা শিলা-তলে কিছু দূরে উঠে বসে বল্লেন—

"রাম রাম ভাই
বাসনাটি কি জানতে পাই ?"

সম্পাতি সত্য যুগের পাখী, একেবারে সত্যবাদী, বল্লেন—

"পুড়িয়াছে মম পক্ষ উড়িতে না পারি,
কাছে পেলে ভক্ষ্য উদর ভরতে পারি
জটাই পক্ষীর ভাই সম্পাতি মোর নাম
রাম বল ভাই তোমায় অভয় দিলাম।"

হনু বল্লেন—

"খুলেই বল, চাই আমার পৃষ্ঠ মাস
সেই কারণে ডাকতেছ আপনার পাশ।"

সম্পাতি বল্লেন—"নহি নহি, তোমার কথা আমারে বলে গেছে সুপুত্র সুপাশ
তোমারে খাইলে হবে রাম কার্য্যে হানি
ভাইরে আমার কাছে আস, শুনিতে অভিলাষ
রামনাম একটুখানি!"

হনুমান বল্লেন—"রাম নাম দিতে নাই কানে যার তার
তাতে তুমি শকুন জাতি, আগে কও কাহিনী তোমার!"

"শৃণু"—বলে সম্পাতি কইলেন—
"জটায়ু সম্পাতি দুই সহোদর
বলে মহাবলী মোরা গরুড় কোঙার।
দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করিলাম এই
সূর্য্য যে ধরিতে পারে বীর হবে সেই!
প্রভাত হইল যবে অরুণ উদয়
সূর্য্যেরে ধরিতে চলি আমরা উভয়।
লক্ষ যোজন উপরে সূর্য্যদেব র'ন
উড়ি উঠিনু আকাশে সে লক্ষ যোজন।
চৌদিকে চাপিয়া ওঠে সূর্য্য মহাশয়
দিক্ বিদিক্ নাহি সব অগ্নিময়।
প্রভাত হইতে দুই প্রহর উড়িয়া
দুই ভাই মরি রোদেতে পুড়িয়া।
তাহাতে জটায়ু ভাই হইল কাতর
মৃত্যু প্রায় হেন দেখি মম সহোদর।
ঢাকি জটায়ুর পাখা মম পাখা দিয়া
আমার উভয় পাখা গেল তো পুড়িয়া।
এ পর্ব্বতে পড়িলাম দৈবের নির্ব্বন্ধ,
উড়িবার শক্তি নাই দুই পাখা বন্ধ।
সপ্ত দিন নাহি খাই সলিল ওদন
হেনকালে আইল সর্ব্বজ্ঞ একজন।
প্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ সেই নিশাকর নাম
পথে দেখা পায়ে ধরে করিলাম প্রণাম।
ব্যথায় কাতর আমি শব্দ নাহি মুখে
আমারে কাতর দেখি দ্বিজ র'ন চক্ষু মুদে।

ধ্যান করি অবশেষে বলেন সর্ব্বজ্ঞ
রাম নামের গুণে তোর উদয় হবে পক্ষ।
তোমার মুখে রাম নাম শুনিবারে আশ
কাতরে উদ্ধার কর, কোর না বিনাশ!"

হনু হল্লেন—"সূর্য্যকে ধরতে গিয়ে তোমার পক্ষ পুড়েছে আর আমার হনু ভেঙেছে বজ্রপাতে; অতএব আজ থেকে স্যাঙাৎ তোমাতে আমাতে।" বলেই হনু গীত ধরলেন—

"রামনাম ভাইগণ বল বারবার
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাই আর
সকলি রামের লীলা রাম সবই পারে
হাকিম হয়ে হুকুম দেয় প্যাদা হয়ে মারে।
আপনি ভাঙেন প্রভু আপনি গড়েন
সাপ হইয়া দংশেন ওঝা হইয়া ঝাড়েন।
সাধু জনে তরাইতে সর্ব্ব দেবে পারে
অসাধু তরান রাম—ঠাকুর বলি তারে।
এ দেহে সম্পাতি পক্ষ চাও যদি
রামে পক্ষ হয়ে রও নিরবধি।
নাম নদী বহে যায় দেখহ নয়নে
উতরিয়া স্নান কর কুলে বসি কেনে?"

যেমন এই কথা শোনা অমনি বিংশতি অধিক পঞ্চশত বছরে পোড়া ডানা গজিয়ে সম্পাতি উড়ে পড়তে যান ঝুপ করে যেখানে বানরগণ অনশনে পড়ে আছেন। হনুমান পক্ষীকে নিবারণ বল্লেন—

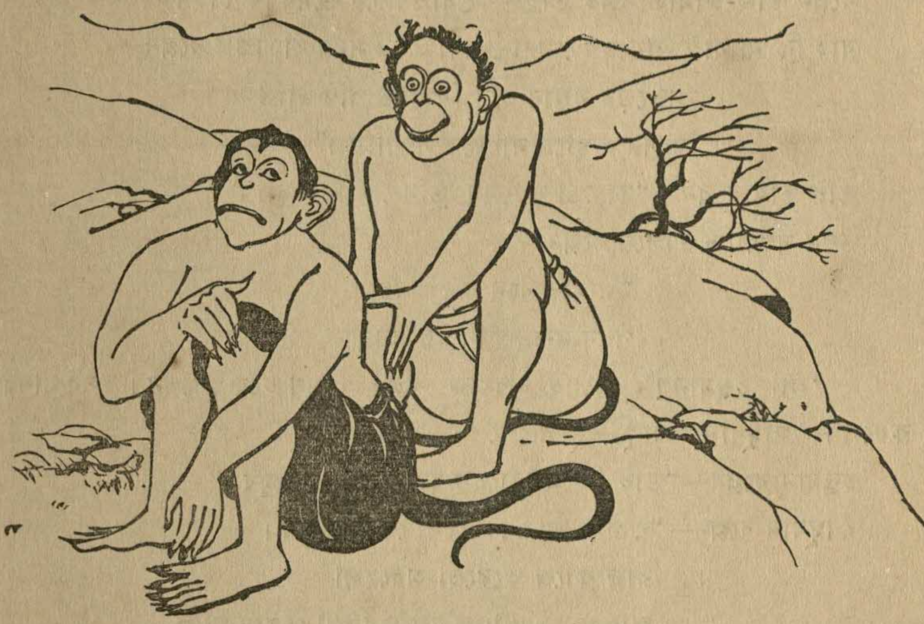
"ওদিকে যেওনা ভাই রামের বানর ওরা
ধরে খাবে কি খসে পড়বে আবার পক্ষ জোড়া।"

—"রাম রাম, আর এট্টু হয়ে গিয়েছোলাম" বলে সম্পাতি মাটিতে দুবার নাক ঘর্ষণ, লজ্জায় নতুন পাখায় মুখ গুঁজে রামের ধ্যানে মগন। হনুমানের নিদ্রা নেই, রাম নাম করছেন সারারাত।

এদিকে ব্রহ্মমুহূর্ত্তে ব্রহ্মার পুত্র জাম্বুবানের নাক একটা বিষম গর্জ্জন করতেই সব বানরের নিদ্রাভঙ্গ; সামনে চেয়ে দেখেন পর্ব্বতের চূড়ায় সম্পাতি পক্ষী বসে।

তখন অঙ্গদ বলছেন জাম্বুবানকে—"মন্ত্রি, ওটা কি দেখতো লক্ষি।"

জাম্বুবান গবাক্ষকে বল্লেন—"দেখতো হে গবাক্ষ মেলে দুটো অক্ষি—পশু না পক্ষী?"



গোদা ভোঁদা

গবাক্ষ বল্লেন—“পক্ষীই বটে!”

জাম্বুবান বল্লেন—“কটা?”

—“আজ্ঞে একটা, কিন্তু অনেকগুলোর সমান।”

জাম্বুবান কিছুক্ষণ ভেবে বল্লেন—“হয়েছে, ওটি হচ্ছে আমাদের সকলের প্রাণপক্ষী। উহার নিকটে যেওনা কোনজন, কাছে গেলে খালি খাঁচায় ঢুকে নাড়ি-ভুঁড়ি করবে হজম, দেখেছো কতবড় চঞ্চু—বড়ই বঞ্চক, তঞ্চক ঐ জন।

—“পক্ষীটার পাশে চিত্রগুপ্তের মতন?
ও যে প্রাণপক্ষীরে লয়ে এবাগে করছে আগমন।”

জাম্বুবান বল্লেন—“আমি করছি অনুমান
একটা বানরদেহ আরেকটা তার প্রাণ
বিদায় নিতে আসছে আমাদের সন্নিধান।”

অঙ্গদ বল্লেন—“এই একটা দেহ, ঐ একটা দেহ
এ তো কখনো দেখে নাই কেহ।”

তখন ভেবে বল্লেন গোদা ভোঁদা—"এটা স্থূল দেহ ওটা সূক্ষ্ম দেহ যাচ্ছে বোঝা।"

বল্লেন রাজ-জামাতা তাই তাই—"শুধাও গিয়ে ওঁদের কি চাই।"

যাই কি না যাই ভাবছেন গোদা ভোঁদা এমন সময় বাতাত্মজ বল্লেন—

"গরুড়ের সন্তান ইনি বিখ্যাত পক্ষিজাতি
বৈসেন এস্থানে নামেতে সম্পাতি।"

তাই তাই বল্লেন—"তা তো বুঝলেম, তুমি কে তাই বল।"

তখন সম্পাতি এগিয়ে বল্লেন—

"আমার বচন কর অবধান
পবন নন্দন ইনি হনুমান!"

—"অ্যাঁ হনুমান!" বলেই যুবরাজ অঙ্গদ বিমুখ হয়ে বসলেন। সব বানরও তাই করলে। জাম্বুবান অবাক্—ভুলে গেলেন মুখ ফেরাতে।

হনুমান বল্লেন—"ভাই কি অপরাধে যুবরাজ হলেন বিমুখ?"

জাম্বুবান বল্লেন—"সুগ্রীব আর দেখবেনা তোমার মুখ।

রাজ কাজে করেছো অবহেলা
লাঙ্গুল কয় আঙ্গুল আছে কিনা দেখার বেলা
কাজেই বানর সমাজে হয়ে গেছ জাতে ঠেলা
বলি কোথা ছিলে এত বেলা?"

হনুমান বল্লেন—"চন্দ্রলোকে; সেখান থেকে—"

জাম্বুবান—"পাগল" বলে মুখ ফেরালেন।

জাতে ঠেলার কথা শুনে সরল প্রাণ হনুমানের অভিমানে চক্ষে জল ঝরলো। "হে রাম" বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

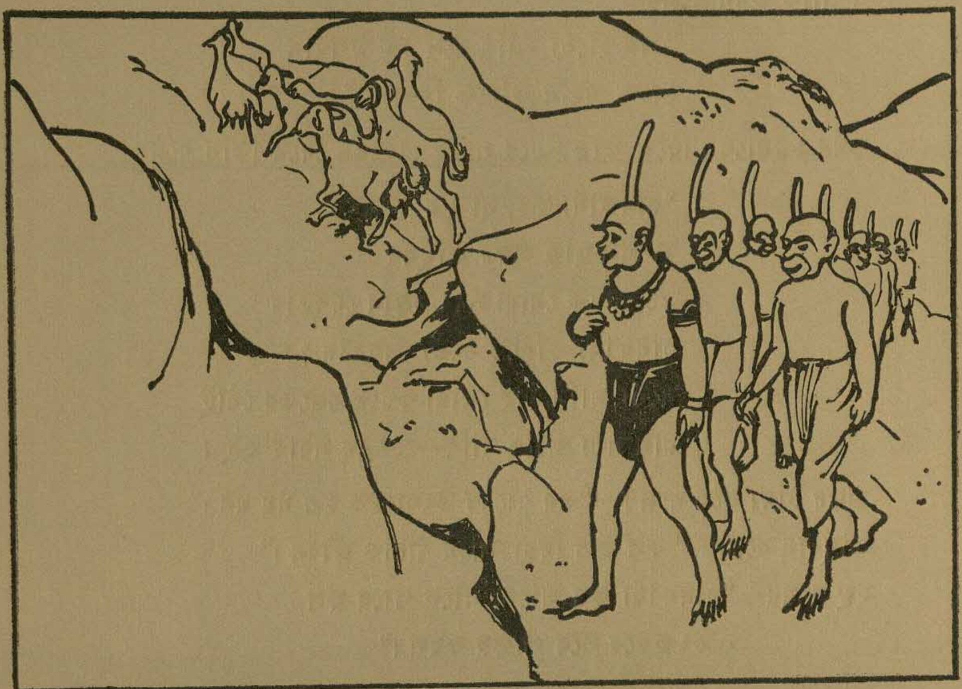
সম্পাতি বল্লেন—"বানরের আড়ি বড় শক্ত আড়ি। জাম্বুবানটার চেপে ধর দাড়ি, অঙ্গদটার ল্যাজে দাও কসে মোচড়, গোদা ভোঁদার পেটে মারো ছুই ঘুঁষো, তবে যদি কাজ হয়।"

হনুমান বল্লেন—"তুমি চেনোনা ওদের তাতে করে আরো মোটা হয়ে উঠবে ওদের; ওরা যেখানে আছে থাক, চল আমরা একধারে বসে রাম নাম করিগা।

হইলে শরণাপন্ন রামের সন্তোষ
আপ্তজনে রোষ করিলে বড় দোষ।"

সম্পাতি বল্লেন বানরদের ডেকে—

"ক্রমে ক্রমে উপবাসে যেমনি মরিবে
দিবসে দিবসে মোর উদর ভরিবে



যত পার কর ব্রত অনশন
শেষে করতে হবে আমার ক্ষুধা নিবারণ।"

যেমন ঐ কথা শোনো, আর কোথা আছে সব বানর, একেবারে কান্না সুরু সম্পাতির পায়ে ধরে—

"দেখ হয়ে আছি মোরা
গুরু দণ্ড ভরে মরা
চামচিকার প্রায় রোদে-পোড়া ;
রস নাই কিঞ্চিৎ
এ দেহের পরে চঞ্চ্বাঘাত
মানে মড়ার উপরে খাঁড়া পাৎ
আসল বস্তুতে হবে বঞ্চিৎ
মোদের খাইলে হবে রাজকার্য্য হানি
তোমারও মুস্কিল পেট ভরা
দেখ চামের থলি—শুধু হাড়-পোরা!"

সম্পাতি তখন বল্লেন—

"রাজকার্য্যে আসি বসে কর উপবাস
উচিত এখনি করিতে বিনাশ।"

তখন হনুমানের দিকে কাতর হয়ে সবাই চাইছেন দেখে তিনি বল্লেন—

"রামকার্য্য কর, না কর অন্যমন
অনশন ছাড় অঙ্গদ জাম্বুবন
ভুলেছ কি মোরা সবে সন্তান দেবতার
রামকার্য্য করিতে মর্ত্ত্যে অবতার ?
মর্ত্ত্যে আসি নাই মোরা করতে জেতের ঘোঁট্
রামকার্য্য আছে বাকি—ওঠ্ রে সবাই ওঠ্।

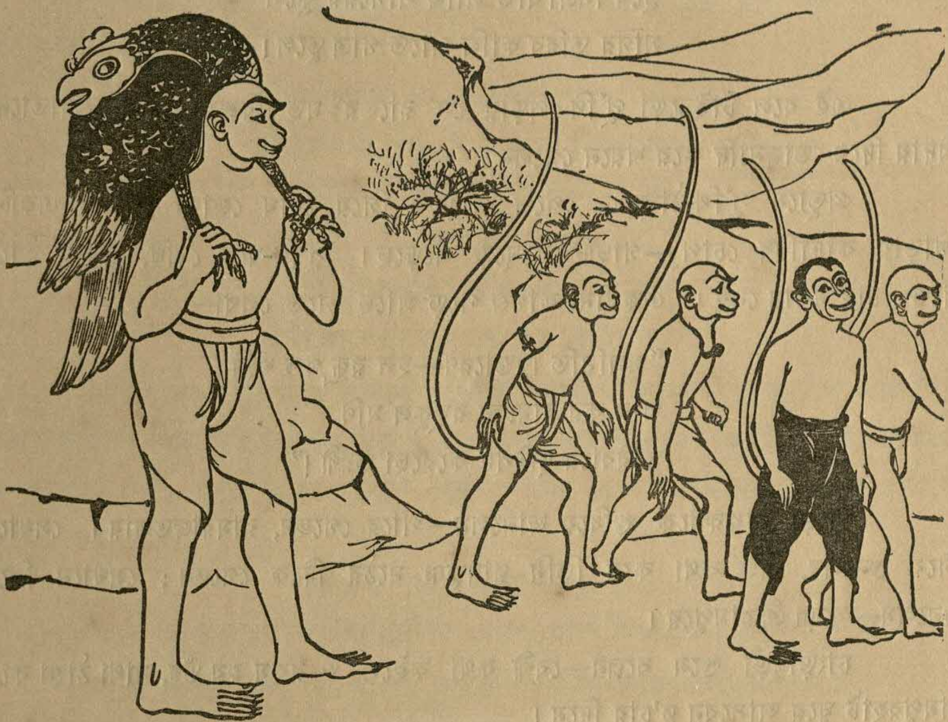
অঙ্গদ চাঙ্গা হয়ে বল্লেন—"তব বাক্যে উৎসাহিত হল মম মন।"
জাম্বুবান বল্লেন—"ফল জল দিয়া আগে বাঁচাও জীবন।"
হনু বল্লেন—"রামকার্য্য কর আগে, পাছে পাবে ফল
নচেৎ হইবে সবে পক্ষির কবল।"
জাম্বুবান বল্লেন—"নিশ্চয় করিব রামকার্য্য সাধ্য যদি হয়
কিন্তু হল অনাহারে সবার বলক্ষয়।"

হনুমান তখন বলছেন—

"দক্ষিণে চাহিয়া দেখ কপিগণ,
অদূরে গর্জ্জে সাগর ভীষণ
ওরই পারে আছে অমৃতীর বন
আমি আসিয়াছি করি নিরীক্ষণ
সম্প্রতি তোমরা চাহ যদি হিত
সমুদ্র পারাবে চল সম্পাতি সহিত।"

সম্পাতি বল্লেন—"এই স্থানে সীতারে লয়ে রেখেছে রাবণ
সত্যই দেখেছি আমি সত্যযুগের বিহঙ্গম।"
অঙ্গদ বল্লেন—"হনুর বচনে দিনু সানুমতি
সাগরের তীরে সবে এবে কর গতি!"
তখন কপিগণ দল বেঁধে চল্লেন সমুদ্র তীরে কপিনাস বাদ্য বাজিয়ে

ধাঁই কিড়ি হাঁটি চলিলা
হাঁই মাই ধপড় ধাঁই চলিলা।



জরাতে দুর্ব্বল সম্পাতিকে কাঁধে নিয়ে হনু গেলেন সবার পিছে—রাম নাম করতে করতে। সম্পাতির পক্ষ উদ্গম হল, আর সম্মুখে দক্ষিণ সাগর দৃশ্য হল।

তর্জ্জন গর্জ্জন জলে ছাড়ে সিংহনাদ,
বানরেরা ঢেউ দেখি গণিল প্রমাদ।
তমোময় দেখা যায় গগন মণ্ডল,
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জল।
সিন্ধু জলে জলজন্তু কলরব করে,
জলেতে না নামা যায় মকরের ডরে।
এক এক জলজন্তু পর্ব্বত প্রমাণ,
জগৎ করিবে গ্রাস হয় অনুমান।
সাগর দেখিয়া বানরের ত্রাস,
সবারে হনুমান করেন আশ্বাস।
বিষাদে বিক্রম টুটে বিষাদেতে মরি
বিষাদ ঘুচালে ভাই সর্ব্বত্রেতে তরি।

সুখে নিদ্রা যাও আজি সাগরের কুলে
সাগর তরিব কালি প্রাতে গাত্র তুলে।

এই বলে চাঁইবুড়ো পুঁথি পড়ায় সে রাতের মত বিশ্রাম দিয়ে, শ্রোতাদের বিদায় দিয়ে ভোজনাদি করে শয়নে গেলেন।

প্রত্যূষে পুঁথি-ঠাকুরের পেঁপে পাড়তে গিয়ে দেখি জোড়া পেঁপের একটির গোড়ায় কাটারির চোপ্—গাছটি ঝাম্‌ড়ে পড়েছে। পুঁথি-ঘরে দেখি, পুঁথি আছে পড়ে—চাঁই মশায় নেই। একখানা কাগজ পড়ে আছে তাতে লেখা—

"অলমিতি বিস্তারেণ—হল রন্ধ্রগত শনি
পার কর রামচন্দ্র রঘুকুল মণি
তরিবারে ছুটিপদ করেছো তরণী!"

চাংড়া ঠাকরুণকে শুধিয়ে জানলেম—পারে গেছেন, রামরাজতলায়। সেখানে গিয়ে শুনলেম, এই কথা কয়ে তিনি রামকৃষ্ণ মঠের দিকে গেছেন; সেখানে গিয়ে শুনলেম—বুড়ো শ্রীরামপুরে।

চাংড়াবুড়ী শুনে বল্লেন—বেশী কথা কইলে ও রকম হয় ওঁর, মাথা ঠাণ্ডা করে রামপুরহাট ঘুরে আসবেন দু'চার দিনে।

চাংড়াবুড়ি যা বলেছিলেন ঠিক তাই হোলো! দশ দিন পরে শনিবার রাত্রি ঘ ২।২০।১ কিন্তুঘ্নকরণ যোগে চাঁইবুড়ো রামকেষ্টপুর থেকে এসে নতুন একটি পেঁপের চারা জোড়া পেঁপে তলায় পুঁতে ৪ যমজ জলনাশৌচ নিবৃত্তি করে তবে আবার ব্যাসাসনে বসলেন পুঁথি পাঠ করতে, হনুমন্তের মন্তব্য দিয়ে—

'সর্পেরও কিন্তু আছে মশকের কিন্তু নাই
রামকার্য্য করলে লোকসান ছাড়া লাভ নেই একপাই।'

সাগর পারে রাত্রি যাপন করতে প্রস্তুত হয়ে জাম্বুবান বল্লেন হনুমানকে—"ভাই হে তুমি যাই বল গরুড়ের নাতি পক্ষি সম্পাতিকে বিশ্বাস কি? ঘুমায়ে পড়িলে গিলিবেক ধরে। এস বসি সবাই চক্র করে, মধ্যে পক্ষিরাজকে নিয়ে রাত্রি জাগরণ করা যাক্!"

অঙ্গদ বল্লেন—"তথাস্তু!"

তখন— আজ্ঞা দিলেন যদি অঙ্গদ যুবরাজ,
পক্ষিরাজে ঘেরি বসয় বানর সমাজ।

পক্ষিরাজ বল্লেন—“যাতে সুখে রাত্রি যাপন হয় এমন কিছু কথা কই আপনারা শ্রবণ করেন—

যতন করিয়া ধন যেই জন রাখে,
খাইতে না পায় ধন যায় সে বিপাকে,
ধন থাকিলে বিরোধ বাধে শুন মহাশয়
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ধনলোভে হয়।
‘বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী’ এই করি শ্রবণ,
বাণিজ্য করিতে গেল বিপ্র সন্তাপন।

এই সমুদ্রের উপর দিয়ে জাহাজ যবদ্বীপ, লঙ্কাদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, রত্নদ্বীপ, মালদ্বীপ প্রভৃতি ঘুরে তিন কোটি ধন অর্জ্জন করে নুনের ব্যবসা করবে বলে কোটি কোটি টাকার নুন জাহাজে ভর্ত্তি করে আসছে দেশে—সুন্দর বনের কাছে পৌঁছে জাহাজ গেল তলিয়ে ঘোরতর ঝড়বৃষ্টিতে।

যত জল পায় তত ভারি হয় নুন,
নুনের ভারে নৌকা ডুবিতে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পেল বামুন।

গঙ্গাটি পাবার জন্যে যেন প্রাণটি আছে এমনি অবস্থায় এলো স্বগ্রামে।

ওসে লভ্যের কড়ি সামান্যই পেল,
নুনের জাহাজ ডুবিয়ে এলো,
লোকে রটিল পেয়েছে গৈবী ধন।
—ইজারা নেছে বাঘের জঙ্গল সুন্দরবন।
ক্রমে যখন কালাজ্বরে ব্রাহ্মণের ঘনালো মরণ,

মৃত্যুকালে, দুই ছেলে কেঁদে শুধালে—‘বল পিতা কোথা রেখে গেলে ধন ?’

বেলা অসকালে, চোখ তুলে কপালে, তিনটি অঙ্গুলী আকাশে
সঞ্চালন করে কি যেন জানালে বিপ্র, সন্তাপন।
বুদ্ধিমান ছেলে দুটি বুঝে নিল পিতা রেখে গেল
তেমাথা পথে, তিন ঘড়া ধন !

তখন— ভাগ বিভাগ নামে তারা দুই সহোদর
দুজনেই অকাট মূর্খ সমান শক্তিধর
ধনের লাগি বিবাদ বাধায় তেমাথার পর।
কোথায় ধনের ঘড়া তার ঠিক নাই
লড়ালড়ি করছে দুজনাই।

শেষে— জ্যেষ্ঠ দিলেক শাপ কনিষ্ঠের কারণে
গজ হয়ে পাপিষ্ঠ প্রবেশ কর বনে।
কনিষ্ঠ দিলেক শাপ জ্যেষ্ঠের উপরে
কচ্ছপ হইয়া তুমি থাক সরোবরে।

একদিন দৈবযোগে—

প্রখর রৌদ্রেতে গজ তৃষ্ণায় বিকল
অচ্ছোদ সরোবরে খেতে গেল জল।
গজে দেখে কচ্ছপের পড়ে গেল মনে,
শুণ্ড ধরি বিবাদ লাগাল গজের সনে।
গজ টানে বনেতে কচ্ছপ টানে পানি,
গজ আর কচ্ছপ উভয়ে টানাটানি।
কেহ না জিনিতে পারে একই সোসর
দুই জনে টানাটানি একই বৎসর।

এদিকে অন্তরীক্ষে গরুড় উড়ছেন আহারের চেষ্টায়, হঠাৎ চোখ পড়ল গজ কচ্ছপের দিকে। যেমন দেখা আর ঝুপ্ করে পড়া, যেমন পড়া আর ধরা।

বাম পায়ের নখ দিয়ে গজটা তুলিল
কচ্ছপ কামড় দিয়ে শুণ্ডেতে ঝুলিল।
গজ কূর্ম্ম লয়ে পক্ষী উড়িল তখন
মনে করে কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ।
বিরাট গজ দেহ আর বিরাট কচ্ছপ
দুটাকে নিয়ে গরুড় দেখে শ্যাম বট।
শ্যামবর্ণ বট বৃক্ষ শত যোজন ডাল
অশীতি যোজন মূল নেমেছে পাতাল।
চারি গোটা ঝাড় তার পর্ব্বতের চূড়া
সত্তর যোজন ঘেরে সে বৃক্ষের গুড়া।

সেই গাছে গিয়ে বসতে চান গরুড় গজ কচ্ছপকে নিয়ে।

সহিতে না পারে বৃক্ষ তিন জনার ভর
ভাঙ্গি বুঝি পড়ে ডাল করে মড় মড়্



গাছতলে গরুড় দেখেন বালখিল্য মুনিরা তপস্যা করছেন—
ডাল ভাঙ্গি পড়ে যদি মুনিগণ মরে
এই ভেবে গরুড় তখন ডাহিন পায়ে ডালটা ধরে ওড়ে।

গরুড়, উড়িয়া গেল ব্রহ্মার সদন
বলে "গজ কচ্ছপে কোথা করিব ভক্ষণ ?"
ব্রহ্মা বলেন—'কোথা সইবে তিন জনার ভর ?
গজ কচ্ছপে লয়ে খাও সুমেরুর পর।'

এই বলে চাঁইবুড়ো আসর-জমাটি গীত ধরলেন—

হারে ব্রহ্মার বচনে পক্ষি চলে তৎক্ষণ
পর্ব্বত উপরে বৈসে করিতে ভক্ষণ
সোনার আব্ খোরাটি যেন সুমেরুর চূড়া
তাতে পড়ে গজ কচ্ছপ লড়ে ফিরাঘুরা
দুজনেই সমানে লড়ে হয়না কাহিল
নখ চঞ্চু শানায় গরুড় দিয়া সোনার শিল।
হেন কালে আইসে তথা দেবতা পবন,
মলয় পর্ব্বতে মাখিছে চন্দন।

বাতাসে উনপঞ্চাশ পাখনার ঝাপ্টা দিয়ে পবনকে আসতে দেখেই গরুড় ভাবলেন আর একটা পক্ষি বুঝি শিকার কাড়তে এলো, ঝুঁটি ঝুলিয়ে পবনের গায়ে এক চঞ্চ্বাঘাৎ। আর কোথা আছে! পবন রেগে কাঁই, গর্জ্জন করে বলেন—

"দে লড়াই দে লড়াই,
ছিঁড়িব তোর মাথা পড়িলি মোর ঠাঁই"

গরুড়ের গালে চটাশ্ চাপড় দিয়ে বল্লেন পবন—

উনপঞ্চাশ বায়ুদের আশ্রয় অত্র
নন্দন বৃক্ষশাখে বসেন যত্র তত্র
ভয়ে হেথা নাহি বসে পততি পতত্র
কিচক বনে সুরে উনপঞ্চাশি
মন পবনের তাঁরা বাজান বাঁশী
কখন প্রভাতে মেঘাড়ম্বরে আসি
গুহাভ্যন্তরে করেন মৃদঙ্গ বাদন সুপুত্র সকলত্র
মাংসাহার অনাচার না করে অত্র।"

গরুড় বল্লেন— "তুমি কিসের বড়াই কর ?
খাই গজকচ্ছপ দুটারে—সর।"

এই না শুনে পবন রেগে পাঁচালী আউড়ে পাচালি করতে থাকলেন—

“আরে রে কৃষ্ণের বুলবুলি
শিখেছিস কতই বুলি !
পাখা নেড়ে পাকামো কর্ত্তে
ঝোঁটা তুলি আ’লি মর্ত্তে
ওরে ও রামশালিকের ছা
তোর তুলো ভরা গা
একটি ফুঁয়ে উড়ি যাবা—পাতালের গর্ত্তে।”

তখন গরুড় বলছেন—

“চোপ্ রে চোপ্
হয়েছে তোর বায়ুর প্রকোপ
বুদ্ধি শুদ্ধি পেয়েছে লোপ
রেগে করিস্ তাই ফুরফুরি বাতরি
রোস্ আগে ছুরি শানাই !”

তখন— “পক্ষিরে তোর বচনে অক্ষরে অক্ষরে ক্রোধ বাড়ায়
হেন বীর আছে ক’নে পবনে হারায় ?”

এই না বলেই রাগে প্রভঞ্জন করেন গর্জ্জন—

করিব খুন্—করিব খুন্
বায়ু কোণে ঐ শুন ভেঁপু বায় টাইফুং
হারিকান্ ঈশান কোণে
বিশাল বাজান বুম্ বুম্ বুবুং বুং
ঘুর্ণিৎবায়ু নৈঋৎ কোণে—
গম চুর্ণিৎ জাঁতা ফিরান—গুরু গুম্ ঘুরু ঘুম্।
অগ্নি কোণে ঝঞ্ঝাবাৎ
জাগরে ঘাত প্রতিঘাৎ।
বেগ্নো বাজান ভগ্নমল্লারে—করলুম খুন্ করলুম খুন্ !”
গরুড় বল্লেন—“ছুঁচার কীর্ত্তন শুনে এলো ঘুম !”
এই লেগে গেল তখন বাক্ যুদ্ধ দুজনে—
—“গরুড় গরুড় তুমি বড়াই না কর !”
—“পবন পবন তুমি অহঙ্কার ছাড়—হুহুঙ্কার কর যে বড় ?”

—ফুৎকারে উড়াবো আমার সাথে লড় !"
—"উড়াও দেখি পাখা খানা কত বল ধর !"
তখন— গরুড়ের বচনে পবন ক্রোধে জ্বলে
পর্ব্বত সহিত পক্ষে উড়াতে চায় ঝড়ে
গরুড়ের পাখা যেন বজ্জরের সার
দুই পাখে গিরি ঢাকে বিনতা কুমার
সাত দিন ঝড় ঝাপট পক্ষের উপর
কেহনা হটিতে চায় দুজনে সোসর
পবন চান ঠেলে ফেলান পাহাড় সুদ্ধু গরুড়টাকে
গরুড় আছেন সহস্র যোজন ডানা মেলায়ে আঁকড়ি পর্ব্বতটাকে
পবন বহান এমন ঝঞ্ঝাবাৎ,
মহা প্রলয় হয় বুঝি সৃষ্টি হয় কাৎ।
তখন তরাসে মরা সে ব্রহ্মা আস্তে আস্তে পবনকে এসে বলছেন
"সৃষ্টি করিলাম বাপু অতিশয় ক্লেশে
হেন সৃষ্টি নাশ কর যুক্তিতে না এসে !"
পবন বল্লেন— "একছিষ্টি গেলে আর এক ছিষ্টি করবেন পত্তন
গরুড়ের দর্পচূর্ণ করবই—আমার পণ !"
তখন ব্রহ্মা গরুড়কে গিয়ে ধরলেন—
—"আমি সৃষ্টি করিলাম তোমার উচিত রাখা
এক দিক হতে তুমি তুলে লও পাখা
তোমার যেমন শক্তি আমি তাহা জানি
পবনের ও বল জগতে বাখানি !"
ব্রহ্মার বচন শুনি দুজনের হাস
গরুড় একখান পালক দিলে—উড়ালো সেটা বাতাস
"উভয় দিক রইলো"—বলে ব্রহ্মা ছাড়লেন নিঃশ্বাস !

পবনের ফুৎকারে গরুড় সোনালি মেঘের আকারে আকাশ পারে উড়ে পড়লো। সুমেরুর সোনার বাটিটা লয়ে গজ কচ্ছপ দুটো উল্টে পড়লো সাগর মাঝারে। গজের শুঁড় কেটে নিয়ে কচ্ছপ দিলে জলে ডুব—গজহস্তী জলহস্তী বনে' বোঁচা নাক নিয়ে লুকলো গিয়ে শ্যাম দ্বীপের জঙ্গলে—ঝুপ! ঢুকে গেল গরুড় পবনে, গজ কচ্ছপে যুদ্ধ অপরূপ!

সেই সোনার চূড়ো যেটা পড়লো সমুদ্রে, বিশ্বকর্ম্মা সেটা গালিয়ে লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করলেন রাবণের জন্যে—



সোনার কপাট খিল
শোভে চারি দ্বারে,
ভয়ঙ্কর পুরী হেন
নাহিক সংসারে।
চারিদিকে বেষ্টিত
সমুদ্র তাহার
ভুবনে কাহার সাধ্য
পুরী লঙ্ঘিবার ?
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে
এমন নাহি স্থান
এক মাসে বিশ্বকর্ম্মা
করিল নির্ম্মাণ।
লঙ্কাতে রাক্ষসগণ
করিল বসতি
সেই লঙ্কায় রাবণ
লইল সীতা সতী।

এই বলে সম্পাতি চুপ করলে জাম্বুবান বল্লেন—"ভাই! তুমি লঙ্কার রাবণকে কখনো দেখেছো ?"

সম্পাতি বল্লেন—"আমি চক্ষে দেখিনি ; কই, যেরূপ করেছেন অগস্ত্য মুনি।"

অঙ্গদ শুধালেন—"অগস্ত্য মুনিটি কে ?"

সম্পাতি বল্লেন—"পান করলেন যিনি এক গণ্ডুষে সমুদ্র জল !"

জাম্বুবান বল্লেন—"তারপর ?"

সম্পাতি বল্লেন—"তারপরে উদ্গার—তিমি তিমিঙ্গীল সুদ্ধ যেমন তেমনি লোনাজল !"

জাম্বুবান বল্লেন—"আশ্চর্য্য ব্যাপার ! বিশ্বাস না হয় শুনে কানে !"

সম্পাতি বল্লেন—"ব্রহ্মতেজে কি না হয়?—বিস্ময় কি এখানে। ব্রহ্মতেজে পেলো রাবণ দশটা মুণ্ড বিশটা হাত!"

জাম্বুবান বল্লেন—"তার হাতে পড়েছেন সীতা, রেখেছে, কি খেয়ে চুকেছে তা কে জানে?"

অঙ্গদ বল্লেন— "চল সবাই ঋষ্যমুখে,
এ খবরটা দিই গা শ্রীরামে
কেন আর বৃথা আছি সীতার সন্ধানে?"

হনুমান বল্লেন—"পক্ষীর মুখের খবর উড়ো যদি হয়,
সেটা নিয়া রামে দিতে আমি পাই ভয়!"

জাম্বুবান বল্লেন—"সীতা আছেন কি না আছেন কেমন করে হবে নিশ্চয়?"

তখন সম্পাতি বলছেন—

"উড়া কথা নয় বুড়ার, ওপার হতে বহুক পবন,
এখনি সকলে করিবে শ্রবণ,
ক্রন্দন করিছেন সীতা রাম নাম করি গ্রহণ।"

তখন বানরেরা সব মাটিতে কান পেতে শুনছেন—

অগাধ সাগর জল
হাসে খল খল;
যেন রাক্ষসীর দল
কলরব করে জলজন্তু সব বিকট কলেবর।
জলের ডাক
লাগায় তাক্
তারি ফাঁকে ফাঁকে "হা রাম হা রাম" ডাক
শুনি অবাক্—বানরের দল।

সবাই একবার সমুদ্রের দিকে চায়, আবার মাটিতে কান পাতে আর হুঁ হাঁ করে ঘাড় নাড়ে।

তখন সম্পাতি বলছেন—

"এবে সবে সিন্ধু পারে হও ত্বরান্বিত
যদি চাহ সকলে রাম সীতার হিত।"

তখন জাম্বুবান চোখ পিট পিট করে সাগরের দিকে চাইছেন আর বলছেন—

"রোম হর্ষণ দক্ষিণ সাগর
দেখি বাক্ রোধ, স্তম্ভিত অন্তর।

কি করিব ভাবিয়া না পাই
সামনে মহা শূন্য কূল কিনারা নাই !
দিক দিগন্ত জলে জলময়
বোড়া সাপ ডোরা কাটা সাঁতার খেলয়—দিয়ে পাক
ওদের মুখে কে দিবেক্ লাফ ?
সিন্ধুঘোটকের হ্রেষা রবে ধরায় কানে তালা
নুনবাতাসে গা চিট পিটায় বালিতে করে চোখ জ্বালা
রোদে পোড়ায় কলেবর !"

সম্পাতি বল্লেন—"তোমরা সকলে মহা বলধর
এক লাফে পার হও দক্ষিণ সাগর
সীতা দেবীরে লইয়া যাও রামের বরাবর।"

তখন গোদা ভোঁদা বলছেন—
"আর কাজ নাই ভাই জলের পারে লাইফে
শত যোজন দৌড় মারো পিছু বাগে হাইটে
শত যোজনের পথ সাগর পরিখা
এক লাফে পার হওয়া কি সহজ পরীক্ষা ?"

তখন জাম্বুবান বলছেন—
"যতদূর দৃষ্টি চলে দক্ষিণ মুখে চাই
জল বিনা স্থল কোথা দেখতে না পাই !"

গয় গবাক্ষ বলছেন—
"পোড়া এ চক্ষু দুটা ছানি পড়েছে তায়
অর্দ্ধ যোজনের পথও দেখিতে না পায় !"

নল নীল বলছেন—
"এক যোজন কোন মতে সাদা চোখে পড়ে
লাল চোখ হলে দেখি দেড় যোজন গড়ে !"

মর্কট বলছেন হনুমানকে—
"ভাইরে আর ঘুমানো নয় সাগরের কূলে
কি জানি যদি লাফ মারি স্বপনের ভুলে।"

হনুমান একবার সব বানরের দিকে দেখে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন—
"এঃ, বড় বড় বানরের বড় বড় পেট
লঙ্কা ডিঙোতে মাথা করে হেঁট !"

অঙ্গদ রাগে গর্গর হয়ে হনুমানকে কড়া জবাব দিতে যাবেন ; এমন সময়—

স্থপাশ পাখী মহাকায়
আকাশ কাটি আসে যায়
চঞ্চু মেলিয়া যেন আকাশ গিলিতে চায়
বাতাসে লাগায় দোল ডানার ওঠা পড়ায়
টলে খগোল, উঠে মহা গোল
সম্পাতির কোলে মর্কটেরা লুকায়।
গায়ে লাগিতে স্থপাশের দুই পাখার বাত
জাম্বুবানের গাঁটে গাঁটে ধরলো পক্ষাঘাত
গোদা ভোঁদার আড়াল চান
ভোঁদা গোদার আড়াল খোঁজেন
পাশ কাটাতে চান অঙ্গদ যুবরাজ পায় পায়।

তখন স্থপাশকে দেখে সম্পাতি বলছেন—

"কহ বৎস পঞ্চবটীর খবর
কুশলে আছেন তো জটায়ু ভ্রাতৃবর ?"

স্থপাশ জটায়ু পাখীর ঝোঁটার তেরো হাত একটি সোনার পালক সম্পাতির কাছে রেখে বল্লেন—

"কোন জন না করিল শ্রীরামের কাজ,
সীতা লাগি মরিল জটায়ু পক্ষিরাজ।
সীতা লয়ে পলায় রাবণ আগুলিল বাট,
রাবণেরে গালি পাড়ে মারে পাখ্‌সাট্‌ !
আঁচড় কামড়ে পক্ষীর রাবণের রথ চুর,
খড়্গ লয়ে কাটিল সে পক্ষ জটায়ুর।
মাটিতে পড়িল পক্ষী কাতর হইয়া,
ছিন্ন পতাকার প্রায় ডানা লপটিয়া।
প্রশান্ত দাবাগ্নি সম জটায়ু পড়িল,
সীতারে লইয়া রাবণ লঙ্কায় যাইল।"

সম্পাতি হাহাকার করে বল্লেন—

"নাস্তি ধর্ম্ম কুতো সত্য অস্তি কেবল নৃশংসতা,
ভাই মোর মরিল, রাক্ষসে হরিল শ্রীরামের সীতা।

আমার ভাই মারি বেটা থাকে কোন্ সুখে ?
ইচ্ছা করে লাথি মারি গিয়া তার মুখে।
এইরূপ দস্যু কর্ম্ম করিল রাবণ
কি করিব বৃদ্ধ আমি হয়েছি অক্ষম
যৌবনের পাখা যদি থাকিত আমার
বিশটা চক্ষু উপাড়িতাম রাবণ রাজার
হারে হত বিধি এই কি তোর বিচার !"—
বলিয়া সম্পাতি কান্দেন বার বার।
সম্পাতির ক্রন্দনে কান্দে বানরগণ,
সিন্ধু তীরে রাত কাটিল, উদিল তপন।

সকাল হতে বানরগণ অনেকটা নির্ভয় ; সম্পাতিও অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে বল্লেন—"ন বিষাদে মনঃ কার্য্যং, বিষাদে কাজ বাধে—

সত্বর কর সাগর উত্তরণ,
রাম কাজে হও অবিষাদ বানরগণ,
আমি করে আসি জটায়ুর তর্পণ !"

সকালের রোদ পুইয়ে বানররা চাঙ্গা হয়ে তখন নিজের নিজের বিক্রম প্রকাশ করছেন—

বেঁটে বঙ্কট,
গেঁটে মর্কট,
বাতাসে মারে কিল,
জলেতে ফেলে ঢিল,
বলে—"কিসের শঙ্কা ?
সাগর ডিঙাই, মুড়ির সাথে চিবাই লঙ্কা।
গয়ংগচ্ছ করছি কেন—কইছি তা,
মাঝপথে নামার চেষ্টা হলে কোথা থুই পা ?
—সেটা তো ভাবা চাই বঙ্কা !"

বঙ্কট বলছেন—"আ হে ডিঙানো শক্ত নয় গোস্পদটা,
কঠিন সেপার হতে ফিরে আসাটা—
নিয়ে সুস্থ কটি জঙ্ঘা।"

—"আ হে দেখই না মেরে লাফ! বলে এক বানর আর এক বানরকে ঠেলা দেয়। এই খানিক সকলে মিলে লাফালাফ—

এই এক লাফ—এক হাত,
দুই লাফ—দুই হাত,
তিন লাফ—তিন হাত,
চার লাফ—চার হাত,
পাঁচ লাফে—মাটি ছাড়া,
শব্দ নেই, নেই সাড়া,
কাদা জলে পপাৎ,
লেগেছে ঘাড়ে, ধর হাত।

মর্কট তখন খিল্ খিল্ হাসে।

বেঁটে বঙ্কট বলে—

"আরে ভাই তবুতো লঙ্ঘেছি যোজন পাঁচ,
তুমি বাকিটা ডিঙাও, সিদ্ধ হোক রাম কাজ!"

মর্কট বলে—"আমি গেলে কটকের নিয়ম না রবে
তাহা ছাড়া দলপতি আগে গেছে কবে?
আগে চলে তাজি ঘোড়া, তার পরে হাতি,
তার পরে যান কর্ত্তা, মাথায় বেঙের ছাতি!"

তখন হনুমান মর্কটের কান ধরে বলছেন—

"তুমি বটে কটকের মূল, মোরা সবে ডাল
কান টানিলে মাথা নড়ে জানি সর্ব্বকাল।"

মর্কট তখন বলছে—"আরে মশয়—

ব্রহ্মার হস্তের কোশা কোন্ জন টানে?
ইন্দ্রের হাতের বজ্র কোন্ জন আনে?
সূর্য্যের প্রখর রশ্মি ধরে কোন্ জন?
চন্দ্রের শীতল সুধা কে করে গ্রহণ?
এত কর্ম্ম করিতে পারে যেই মহাকৃতী
সাগর লঙ্ঘন কার্য্যে তিনি হউন বৃতি।"

এই না বলে মর্কট হনুমানের ল্যাজে দাঁত বসিয়েই একদিকে চম্পট!
—"মর্কট!" বলে হনুমান চড় তুলতেই, বেঁটে বঙ্কট বলে উঠলো—

"রক্ষ রক্ষ কপিবর, না কর সংহার,
অনশনে জীর্ণ মোরা সাধ্যি নাই পলাবার,
দেখ আঙ্গুল শুকিয়ে যেন কড়ি আঙ্গুলের প্রকার।"

এদিকে এই রঙ্গ হচ্ছে, ওদিকে জাম্বুবান অঙ্গদ রায়কে বলছেন—

"যুবরাজ, হাওয়া বইছে ফেরেশ্,
ক্ষুধাও হইতেছে বেশ,
এদেশটা মন্দ নয়—কেবল রসদের কিছু পাচ্ছিনা উদ্দেশ।"

অঙ্গদ বলছেন—

"এসে পড়া গেছে একেবারে বিদেশ—
বৃক্ষ আছে পত্রশূন্য
ডালগুলো ফুল ফলের বৃন্তশূন্য
ডোবা আছে জলশূন্য, কঙ্কর পূর্ণ
সোঁতা নাই একটুও কোথা
যারে বলে পুরোপুরি খট্‌খটে দেশ।"

জাম্বুবান বল্লেন—

"দেশ নয়, যাকে বলে রুক্ষ সূক্ষ্ম,
শুষ্ক বিশুষ্ক মহা নিরুদ্দেশ।
বা যমের দক্ষিণ দুয়ারের
প্রত্যন্ত প্রদেশ?"

অঙ্গদ বল্লেন—

"এখানে না খেয়ে মরি?
না, ওপারে যা থাকে কপালে
বলে লম্ফ দিয়ে পড়ি?"

তারক বানর, তাঁর কেবল ...রেই চেষ্টা, তিনি সেই পুরানো বুলি —

"আর আগানো নয়
চল পিছু বাগে সরি।"



জাম্বুবান

তখন বড় বড় বানর সব যুক্তি করছেন কিং কর্ত্তব্যং, সমুদ্র লঙ্ঘন করলে কিম্বা না ...বা ভবিতব্যম্।

অঙ্গদ বল্লেন—

“কোন্ বীর শত যোজন হইবেক পার ?
কোন্ বীর করিবেক রামের উপকার ?
কোন্ বীর করিবেক জাতির অব্যাহতি ?
সীতা অন্বেষিয়া রাখিবে সুখ্যাতি ?

তখন অঙ্গদের সামনে আপন আপন বিক্রম প্রকাশ করে বলছেন বানর এক একজন—

কেউ বলেন দশ যোজন, কেউ বলেন পনেরো
কেউ বলেন ষোল যোজন, কেউ বলেন সতেরো,
কেউ বলে না যে পারাতে পারি শতেক যোজন।

তখন জাম্বুবান বলছেন—

“পূর্ব্বে যেই শক্তি ছিল টুটিল এখন,
তথাপি লঙ্ঘি পঞ্চ নবতি যোজন।
লঙ্ঘিলে যোজন শত সিদ্ধ হয় কাজ,
লাজ গণিতেছি ভাই লাগি যোজন পাঁচ।”

সম্পাতি বল্লেন—

পঞ্চ নবতি যোজন মেলাই আমি পাখা
হেঁটে গিয়া পার হও পাঁচ যোজন কাকা।”

জাম্বুবান দেখেন বিপদ, তাড়াতাড়ি বল্লেন—

“দেবতার পুত্র মোরা দেব অবতার,
কি কারণে পক্ষি হে তোমায় দেব ভার ?”

তখন অঙ্গদ বল্লেন—

ভোগে রাখিলেন পিতা না দিলেন শ্রম,
তে কারণে নাহি জানি আপন বিক্রম।
সাগর তরিতে পারি আসিতে সংশয়,
কি জানি রামের কার্য্যে পাছে বাধা হয়।”

জাম্বুবান হেসে বলছেন—

“একবার কিবা কও, তুমি শতবার
আসিতে যাইতে পার সাগরের পার।
রাজা হয়ে কেন করিবে এতেক শ্রম ?
তুমি গেলে কটকের না রবে নিয়ম।



জয়

যেয়ে, লো

ন

আজ্ঞা কর তুমি যথা যুবরাজ,
সেবকগণ তব সিদ্ধ করুক কাজ!
তোমার বাপের অন্ন কোন বানর না খে'লো,
করবেনা তোমার উপকার—কে আছে এমন খেলো ?"

অঙ্গদ বলেন—

"বিধি কি করি ইহার ?
সাগর লঙ্ঘিতে কেহ না করে স্বীকার।"
এত যদি বলে অঙ্গদ মতিমান,
অভিমানে বলে বীর হনুমান—

"আছ যত কপিসৈন্য সামন্ত প্রচুর
শুনিছ কিং বলিছেন অঙ্গদ ঠাকুর ?
স্বয়ং যুবরাজ জিজ্ঞাসেন বারবার,
উত্তর না দাও কেন একি ব্যবহার ?"

জাম্বুবান বলে—

"বাছা, তুমি মহাবল
রামকার্য্য কর বাছা, কেন কর ছল ?"

অঙ্গদ বলেন—

"ভালো বলেছ জাম্বুবান,
কোন্ গুণ নাহি ধরে বীর হনুমান ?"
জাম্বুবানের বাক্যে আর অঙ্গদের বোলে,
কেহ হস্তে ধরে হনুর কেহ করে কোলে।

হনুমান তখন অভিমানে গর্ গর্ হয়ে বলছেন—

"জাতে-ঠেলা আছি আমি সমাজের বার
আপন ইচ্ছায় করি আহার বিহার।
হয়েছি হতমান বানর সমাজে,
আমি কি দাঁড়াতে পারি তোমাদের মাঝে ?"

এই বলে হনু গীত ধরলেন—

"এখন হয়েছি কাজের কাজি
কাজ ফুরোলে হবো পাজি
ভাই তোমাদের কাজির বিচারে
নির্ব্বিচারে লম্ফ দিতে রাজি নয়

কতবড় কাজ সাগর লঙ্ঘন ?
তোমরা তো আছ বীর পাঁচজন ?
তোমাদের কিবা অসাধ্য হয় ?
উড়িয়া পড়হ গিয়া স্বর্ণ লঙ্কাপুরী,
শত্রু মারি উদ্ধারহ রামের সুন্দরী।
আমারে কেন ডাকাডাকি তোমাদের কাজে,
হনুর জাত আছে না বল আছে ?"

তখন অঙ্গদ বলছেন—

"বানর কটকে কর অভয় প্রদান,
সবার উপর বাড়াবো তোমার মান।"

হনুমান তাতেও নারাজ দেখে, বুদ্ধিমান জাম্বুবান কইছেন—"ভাই, তুমি না রক্ষে করলে রাজার কোপে বানর জাতটাই লোপ পায়!"

তখন বড় বড় বানর হাতজোড় করে বলছেন—

"ভাই না কর বিসম্বাদ,
খাই তোমার প্রসাদ,
প্রাণ বাঁচাও, জাত বাঁচাও, মুখ রাখ সবাকার,
তোমার সমান বীর নাহি দেখি আর।"

তখন—

বড় ছোট বানরের দেখিয়া কাকুতি,
সাগর তরিতে হনুমান করে মতি।
চল্লিশ যোজন তনু হনুমান ধরে,
শরীর ঠেকিল গিয়া আকাশ উপরে।
উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফন মহাধুরন্ধর,
পৃথিবী সহিতে নারে হনুমানের ভর
উঠিল সবে হয়ে এক চাপ্
সিংহ ব্যাঘ্র পলাইল পার্ব্বতীয় সাপ।
তৎক্ষণাৎ 'জয়রাম' বলি হনুর এক লাফ!

"জয়রাম লঙ্কাধাম" না বলে হনু শুধু "জয়রাম" বল্লেন, কাজেই দক্ষিণ মুখে না যেয়ে, লোটন পায়রার মত বাতাসে ডিগ্‌বাজি খেতে খেতে উত্তর মুখে চলেন দেখে হনু বুঝলেন ভুল হয়েছে; তাড়াতাড়ি "জয়রাম লঙ্কাধাম" বলতে বলতে আবার

ফিরে ডিগ্‌বাজি যেমন খাওয়া অমনি মাঝ সমুদ্রে স্থরসা নাগিনীর মুখের গ্রাসে গিয়ে পড়া। সম্পাতি পক্ষি হনুমানের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন— "যাক্, হয়ে গেল।" তৎপরে সুপাশকে নিয়ে সম্পাতি হিমালয়ের উত্তরে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

একদৃষ্টে কপি সৈন্য সাগর নেহারে,
দেখিতে না পায় হনু গেল কি না পারে।

চাঁইবুড়ো এইখানে পুঁথি বন্ধ করে বল্লেন—

"কেবা রাম, কে হনুমান, বুঝ সবিশেষ,
মারুতির পুঁথিখান এইখানে শেষ।
যদি পুনঃ দিন দেন রাম,
তখন শুনাবো পোড়া-লঙ্কার পুঁথিখান!





চাঁইবুড়ো এবারের মত পুঁথির পাটা বন্ধ করলেন।